শাঁখা দিওনা ভেঙে

[সামাজিক নাটক]

অভিশপ্ত ফুলশয্যা, মার্ডার ও সমাজ প্রণেতা

শ্রীকমলেশ ব্যানার্জী

আনন্দলোকে অভিনীত

পরে

ভৈরব অপেরায় অভিনীত

প্রকাশ করেছেন

সাহিত্য মালা

৯৮।২ রবীন্দ্রসরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

[মূল্য—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নট ও নাট্যকার কমলেশ ব্যানার্জী
রচিত
মাধবী নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত
'ঘূর্ণিঝড়'

ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণি পাকে এক এক করে আমার সব শেষ হয়ে গেছে। বাকী মাত্র দুই একটা ছোট পিদিম, চল শালা—চল—আমি তোকে কাঁধে করে ঘরে নিয়ে যাবো। এতদিন চৌকিদারী হাঁক হেঁকে গ্রাম পাহারা দিয়েছি, এবার থেকে নিজের ঘর পাহারা দেব—

চৌকিদারী খবরদারী হৈ—

নট ও নাট্যকার কমলেশ ব্যানার্জী
রচিত
তপোবন নাট্য কোং অভিনীত
স্বামী-পুত্র-সংসার

আমার মনে অনন্ত কালের পিপাসা, কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকার আলোকে গ্রাস করে আমার জীবনে টেনে এনেছিলো শুধু কালো আর কালো—আমি বন্ধ্যা তবু আমি সন্তানের মা, আমার স্নেহ ভালবাসা নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছি সন্তানের প্রতি তবু কেন আলোর মধ্যে এত কালো?

রঞ্জন দেবনাথের
শ্রীদুর্গা অপেরায় অভিনীত
সামাজিক নাটক
"কন্যাদায়"

প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের
কমলা অপেরায় অভিনীত
কাল্পনিক নাটক
"রক্তাক্ত উদয়গড়"

শিবাজী রায়ের
সুশীল নাট্য কোং অভিনীত
সামাজিক নাটক
"জীবন নিয়ে খেলা"

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
লোকনাট্যে অভিনীত
সামাজিক নাটক
"পাগলা-গারদ"

—মুদ্রক—
ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
'অবলা প্রেস'
১।এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

অর্পণ

যাঁরা আগ্রহী—যাঁরা উৎসাহী—যাঁরা ভালবাসেন—

সেই বন্ধু-প্রতিম—

শ্রীরঞ্জন মণ্ডল

ও

শ্রীহরিপদ কর্মকারের

হাতে দিলাম আমার

'শাখা দিও না ভেঙে'

ইতি—

কমলেশ ব্যানার্জী

আমার কথা

যাদের নিয়ে আমাদের গর্ব—যাদের নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহা মহা কাব্য—সেই সীতা সাবিত্রী বেহুলা বিষ্ণুপ্রিয়ার মত এক নারীর বুকের ব্যথা চোখের জল নিয়ে লেখা বর্তমান যুগের বাস্তব দলিল—"শাঁখা দিওনা ভেঙে"। এই নাটক লিখতে লিখতে যখন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, যখন আমার কলম বন্ধ হয়ে গেছে তখন আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীনন্দনকুমার মিত্র আমাকে বুদ্ধি দিয়ে আমাকে যুক্তি দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে, সহায় ও সহযোগীতা করে যে স্নেহ-ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন তা ভোলার নয়। তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

আনন্দলোকের স্বত্বাধিকারী শ্রীহৃষিকেশ মিত্র অজস্র অর্থব্যয়ে ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট সুজিত পাঠকের পরিচালনায় বিজু ভাওয়াল, অভয় হালদার, জয়ন্তকুমার প্রভৃতি শক্তিশালী অভিনেতা, মধুছন্দা, বীণা ঘোষ প্রভৃতি অভিনেত্রীদের অভিনয় নৈপুণ্যে ও সুরকার প্রশান্ত ভট্টাচার্য্যের সুরারোপে নাটকখানি যেভাবে জনসমাদৃত হয়েছে তা বর্ণনাতীত। তাই সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ—

অশোকনগর
২৪-পরগণা।

ইতি—
কমলেশ ব্যানার্জী

চরিত্র-পরিচয়

—ঃঃ পুরুষ ঃঃ—

ভোলানাথ ~~ব্যানার্জী~~	মধ্যবিত্ত গৃহস্থ।
অভিজিত ~~ব্যানার্জী~~	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
শুভেন্দু ~~মুখার্জী~~	আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং এর মালিক।
বিনয়	ঐ পুত্র।
দীলিপ চৌধুরী	ঐ প্রোডাকসন ম্যানেজার।
জ্যোতিপ্রকাশ	বিলাসপুর নিবাসী ধনী যুবক।
দেবীকান্ত	ঐ পিসতুতো ভাই।
কালীকৃষ্ণ	ভণ্ড সন্ন্যাসী।
পেঁচো	ঐ চেলা।
দয়াল	শুভেন্দুবাবুর বাড়ীর পুরানো চাকর।
নীলমণি	জ্যোতির বন্ধু।

পুলিশ ইনস্পেক্টার, ডাক্তার।

—ঃঃ স্ত্রী ঃঃ—

বিন্দুবাসিনী	জ্যোতির পিসিমা।
কমলা	বিনয়ের স্ত্রী।
ছন্দা	ভোলানাথের ভগ্নী।
কেয়া	বিনয়ের ভগ্নী।

বাইজী।

...:...:...

শাঁখা দিও না ভেঙে

প্রথম দৃশ্য।

বাইজীর বাড়ী।

সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে পেঁচোর প্রবেশ।

পেঁচো। তোম্ দে তে তানা-না-না—কোথায় মাগো পঞ্চানন—যাঃ শালা ঘর ফাঁকা! বাইজীও নেই গুরুও নেই। আমি শালা একটু মউজ করব বলে কত কষ্ট করে জগার মাথায় হাত বুলিয়ে একটা বিলিতি বোতল জোগাড় করলাম—অথচ এখানে সব ভোঁ-ভাঁ। দেখ দেখিনি, এখন গুরু না এলে প্রসাদ করে দেবে কে? গুরু—গুরু ও গুরু—

কালীকৃষ্ণের প্রবেশ। গলায় কৃষ্ণের ফটো।

কালী। হরি ওম্ তৎ সৎ। কিরে পেঁচো এত চেঁচাচ্ছিস কেন?

পেঁচো। গুরু একেবারে লণ্ডন এনেছি—ঝট করে একটু প্রসাদ করে দাও—

কালী। দাঁড়া, সময় হয়নি—

পেঁচো। সময় হয়নি মানে?

কালী। দেখছিস না গলায় কেষ্টর ফটো ঝুলছে, এখন যদি মদের বোতল হাতে নিই তাহলে কেষ্ট রাগ করবে।

পেঁচো। তাহলে প্রসাদ করে দেবে না গুরু—

কালী। দাঁড়া—আগে ফটোখানা উল্টে দিই, হরি ওম্ তৎ সৎ—কি দেখছিস ?

পেঁচো। কালী।

কালী। এইবার দে—[মদের বোতল হাতে নেয়] ওম্ কালী—কালী—মহাকালী—কালীঘাটের কালী—কলকাতাওয়ালী—তুই আমার পেটে যা, সকাল থেকে পেট খালি—[নিজে মদ খায় ও পেঁচোকে দেয়] এই নে—

পেঁচো। [মদ খায়] আচ্ছা গুরু ঘর এখনও ফাঁকা কেন ? জ্যোতি কি আসেনি—

কালী। শ্যামলীর কাছে তাইতো শুনলাম।

পেঁচো। তাহলে বলো—আমি তাকে ডেকে আনি। সে না হলে যে আমাদের আড্ডাটা ঠিক মত জমে না।

কালী। এত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। একটু দেরি হলেও সে আসবে। শ্যামলী বাইজী প্রেমের দড়ি দিয়ে তাকে এমন শক্ত করে বেঁধেছে যে বাছাধন একদিনও না এসে থাকতে পারবে না।

পেঁচো। তা যা বলেছ গুরু। শ্যামলী আর জ্যোতি যেন প্রাণে প্রাণে মাখা-মাখি। ওদের এ মাখামাখি ভাব দেখে—আমারও গাটা মাঝে মাঝে ইয়ে-ইয়ে করে—মানে ছম ছম করে—

কালী। করে ? করবে—করবে, শালা মেয়েছেলে এমনি জিনিষ। দেখলেই মন টন টন—মাথা বন বন—দেহ ছম ছম করবেই।

পেঁচো। গুরু তোমার কি এখনও দেহ ছম ছম করে ?

কালী। কেন করবে না রে শালা—আমি যে পুরুষ। যদিও এখন ব্রহ্মচারী মানুষ, তাহলেও ভাল মেয়েছেলে পেলে—হরি ওম্ তৎ সৎ—

পেঁচো। তা আমি জানি—

কালী। জানবি বৈকি। তুই যে শালা পেসাদ পাবার জন্যে দিন-রাত আমার পেছনে ল্যাং-বোটের মত ঘুরিস।

বাইজীর প্রবেশ।

কালী। এই যে শ্যামলীবাই, এসো—এসো। কি ব্যাপার—মুখ ভার করে আছো কেন?

বাইজী। মানে ঐ জ্যোতিবাবু এখনও এলো না তাই—

কালী। তাই মন খারাপ হয়েছে? আরে ছ্যাঃ-ছ্যাঃ ছ্যাঃ—এতে মন খারাপের কি আছে। হয়তো সে কোন কাজে আটকে পড়েছে, তাই আসতে একটু দেরী হচ্ছে—তার জন্যে তোমাকে মন খারাপ করতে হবে?

বাইজী। কিন্তু এতো দেরী তো—

কালী। না-না—মন খারাপ কর না। নাচ-গান করে মনটাকে চাঙ্গা রাখো—সে নিশ্চয়ই এসে যাবে।

বাইজী। কিন্তু—

কালী। কোন কিন্তু নয়, তুমি শুরু কর শ্যামলী। জ্যোতি যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আমরাই তার হয়ে প্রক্সি দেব।

পেঁচো। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরাই প্রক্সি দেব। [মদ দেয়]

কালী। শুরু কর বাইজী শুরু কর—

[বাইজী নাচ-গান আরম্ভ করে]

মন যে পাখী হতে চায়
উড়ে যেতে দূর নীলিমায়।
যদি কেউ ভালবাসে
ভালবেসে কাছে আসে
ধরা দেয় আমার ধরায়॥

একটু সোহাগ ভরে
একটু আপন করে
টেনে নেয় তার আঙিনায় ।
জীবনের যত ব্যথা
হাসি গান আর কথা
সব ব্যথা দূর হয়
প্রেমের ছোঁয়ায় ॥

কালী । [শ্যামলীকে জড়িয়ে ধরে] বলিহারি শ্যামলী বলিহারি—

পেঁচো । শুরু আমি বেঁচে নেই ।

জ্যোতির প্রবেশ ।

জ্যোতি । চমৎকার—

কালী । আরে এসো এসো—জ্যোতিভায়া এসো । তোমার দেরী দেখে শ্যামলী এতক্ষণ ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিল ।

জ্যোতি । হ্যাঁ খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল । তাইতো দেখলাম—চমৎকার—খুব চমৎকার—

বাইজী । কি চমৎকার !

জ্যোতি । তুমি, তোমার গান, তোমার নাচ । যাক এই নাও । [একতোড়া নোট দিল]

বাইজী । কি ব্যাপার আজ এসেই আগে টাকা দিচ্ছো ?

জ্যোতি । হ্যাঁ—আজ আগেই টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, তাই দিলাম—

কালী । উদার—উদার—একেই বলে উদার মন । শ্যামলী তুমি নাচ-গান শুরু কর । ভায়া' এই নাও—[মদ দিতে যায়]

জ্যোতি। না।

কালী। না মানে ?

জ্যোতি। মানে আমি আর মদ খাব না।

কালী ও পেঁচো। খাবে না !

বাইজী। তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে ?

জ্যোতি। না আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। এর থেকে সুস্থ বোধ হয় জীবনে আর কখনও থাকিনি।

কালী। তবে অমৃতে অরুচি কেন ভায়া ? খেয়ে দেখ খাঁটি লণ্ডন।

পেঁচো। হ্যাঁ ভায়া একেবারে আঙুরের রস। যতটুকু খাবে ততটুকুই রক্ত হবে।

জ্যোতি। তবুও ও জিনিষ আমি আর খাব না।

বাইজী। কি হয়েছে তোমার—কেন তুমি আজ এভাবে কথা বলছো ?

জ্যোতি। বলার প্রয়োজন হয়েছে, তাই বলছি। দিনের পর দিন এদের হাত ধরে যে পথে চলেছি শ্যামলী, এটা বাঁচার পথ নয়। যৌবনের অহংকারে আর উত্তেজনায় আমি ভ্রান্ত পথে অমৃতের স্বাদ পেতে চেয়েছিলাম, আজ আমি বুঝেছি সেটা মরীচিকা। তাই শ্যামলী আমি স্থির করেছি খুব শীগগীর বিয়ে করবো।

বাইজী, কালী ও পেঁচো। বিয়ে করবে ?

জ্যোতি। হ্যাঁ—সব ঠিক হয়ে গেছে। নিজেকে সংশোধন করে নতুন করে জীবন শুরু করবো। জীবনে আর কোন দিন মদ খাবো না, অন্ধকার গলিপথে আসবো না। আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মত আলোর পথেই চলবো।

বাইজী। আর তুমি আসবে না ?

জ্যোতি। না। আমার শিক্ষা, আমার রুচি, আমার বিবেক আমাকে আসতে বাধা দিচ্ছে।

কালী। কিন্তু শ্যামলী যে তোমাকে ভীষণ ভালবাসে ভায়া।

জ্যোতি। কি বললে, ভালবাসে? হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভালবাসে, আমাকে নয় আমার টাকাকে।

বাইজী। জ্যোতিবাবু—

জ্যোতি। তোমাদের দেওয়া রঙিন চশমা চোখে দিয়ে এতদিন আমি অনেক রঙিন ছবি দেখেছি। কিন্তু আজ আমার রঙিন নেশা কেটে গেছে। তাই রঙিন চশমা খুলে ফেলে দেখছি সব ভুল, সব মিথ্যে—

কালী। কি বলছ তুমি জ্যোতিভায়া?

জ্যোতি। ঠিকই বলছি। ইউ আর দি রুট অফ অল কন্সেস। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমরা—তোমরা আমার জীবনটাকে বিষিয়ে দিয়েছ। তোমাদের নিঃশ্বাসে বিষ আছে। আমি তোমাদের ঘৃণা করি। ইয়েস আই হেট ইউ—আই হেট ইউ—আঃ—[মাথার যন্ত্রণা হয়]

কালী ও বাইজী। কি হলো!

জ্যোতি। আঃ—সরে যাও, না-না—ছুঁয়ো না। তোমাদের নিঃশ্বাসে বিষ আছে, সরে যাও। আই হেট ইউ—আই হেট ইউ—

[প্রস্থান।

বাইজী। জ্যোতি আর আসবে না কালীদা।

কালী। ধ্যাৎ তোর জ্যোতির নিকুচি করেছে, তুমি ঘাবড়াচ্ছো কেন? এক জ্যোতি গেছে হাজার জ্যোতি আসবে।

পেঁচো। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই···

কালী। নাও আবার নাচগান শুরু কর। জ্যোতি নেই, আমি তো আছি।

বাইজী। কালীদা…

কালী। আঃ, আবার দাদা কেন? এতদিন তোমার পাশে পাশে আছি। আমার দিকে আড় নয়নে চাও, এসো তোমাকে আমার সাধনার সঙ্গিনী করে…

পেঁচো। গুরু কালীর ফটোখানা উল্টে দাও…

কালী। হ্যাঁ ঠিক বলেছিস পেঁচো…এই জন্যেই প্রেয়সী এতক্ষণ কাছে আসছিল না। এসো প্রাণী বুকে এসো…এই অমাবস্যার রাত্রে আমি তোমাকে আমার সাধনার সঙ্গিনী করবো।

পেঁচো। গুরু আজ যে পূর্ণিমা।

কালী। চুপ কর শালা। পূর্ণিমা হোক আর অমাবস্যা হোক তাতে তোর কি? শ্যামলী…শ্যামলী কাছে এসো আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছি না।

বাইজী। আঃ! কালীদা আমার এখন মন মেজাজ ভাল নয়। তোমরা যাও।

কালী। বজ্রাঘাত…বজ্রাঘাত, আমার মাথায় বজ্রাঘাত।

বাইজী। শোন, সত্যিই আমাকে তুমি চাও?

কালী। চাই মানে ভীষণভাবে চাই…ভয়ানকভাবে চাই…

বাইজী। তাহলে পাবে।

কালী। পাবো—পাবো! পেঁচো, শ্যামলী বলছে পাবো। কখন পাবো—কতটা পাবো কি রকম করে পাবো?

বাইজী। যেমন করে চাইবে। তার আগে জ্যোতিকে আমার কাছে এনে দিতে হবে। তবেই তুমি আমাকে পাবে।

কালী। জ্যোতিকে এনে দিতে হবে?

বাইজী। হ্যাঁ—

পেঁচো। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনতে হলে যে অনেক টাকার দরকার গুরু।

বাইজী। এই নাও। কিন্তু মনে রেখো জ্যোতিকে আমার চাই—ই —চাই। [পেঁচোর হাতে টাকা দিয়া প্রস্থান।

কালী। যাঃ শালা চলে গেল! যাকগে, আজ গেলেও জ্যোতিকে এনে দিলে তো পাবো।

পেঁচো। গুরু, জ্যোতিকে এনে দিলে যদি তোমাকে কলা দেখায়।

কালী। কলা খাবো! শালা কাজের আগে যত অমঙ্গলের কথা। [পেঁচোর হাত থেকে টাকা নেয়]

পেঁচো। একি গুরু টাকা নিয়ে নিলে যে?

কালী। চোপ শালা—তোর কাছে টাকা থাকলে খরচা হয়ে যাবে না? খরচা হয়ে গেলে জ্যোতিকে আনা যাবে না। জ্যোতিকে না আনলে শ্যামলীকে পাওয়া যাবে না। হরি ওম্ তৎ সৎ। [প্রস্থান।

পেঁচো। যা শালা—গুরু তো আচ্ছা চালু মাল! দিব্যি আমার কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে কাট হয়ে গেল। আচ্ছা আমার নামও পেঁচো—আমি যদি ঐ টাকার ভাগ নিতে না পারি তাহলে আমার নামই নয়।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভোলানাথের বাড়ী।

অভিজিতের প্রবেশ।

অভিজিত। ছন্দা—ছন্দা কোথায় গেলিরে মুখপুড়ি! দেখ দেখি চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছি···আর তোর কোন সাড়া নেই। ছন্দা···

ছন্দার প্রবেশ।

ছন্দা। কিরে অমন করে ডাকাত পড়ার মত চেঁচাচ্ছিস কেন?

অভিজিত। চেঁচাচ্ছি তোকে পুজো করার জন্যে। এই নে বাজার ধর। এতক্ষণ ধরে চেঁচাচ্ছি কানে যায় না? কি করছিলি?

ছন্দা। মুখ খিঁচোচ্ছিস কেন? জানিস না রোজ এই সময় আমি শিবপুজো করি।

অভিজিত। ও তাওতো বটে, শিব পুজো। তা হ্যাঁরে, শিবের কাছে কিরকম বর কামনা করলি?

ছন্দা। শুধু বর কামনা করার জন্যেই বোধ হয় আমি শিবপুজো করি?

অভিজিত। বারে, মেয়েরা তো ভাল বর পাওয়ার জন্যই করে।

ছন্দা। কখনও না, আমি করি না।

অভিজিত। মিথ্যে কথা। তুই একশোবার বর কামনা করিস।

ছন্দা। খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু···

অভিজিত। তবুও আমি বলবো···মনের মত বর পাওয়ার জন্যে তুই শিবপুজো করিস।

ছন্দা। করি তো করি, তুইও তো মনের মত বৌ কামনা করিস···

অভিজিত। কখনও না। আমি বিয়েই করবো না।

ছন্দা। বিয়েই করবো না! বিয়ে করবি না তো ভাত জল দেবে কে?

অভিজিত। কেন তুই···

ছন্দা। কেন তুই! আমি চিরকাল কি এখানে থাকবো নাকি?

অভিজিত। এই তো মনের কথাটা বেরিয়ে পড়েছে। তবে যে বলছিস বর কামনা করিসনি···দাঁড়া কালই তোর বর ধরে আনার ব্যবস্থা করছি।

ছন্দা। আগে তুই বিয়ে কর তারপর আমার চিন্তা করিস।

অভিজিত। না আগে তোর বিয়ে···

ছন্দা। না আগে তোর···

অভিজিত। কখনও না, আগে তোর···

ছন্দা। আগে তোর···

অভিজিত। এই মুখে মুখে তর্ক করবি না। তাহলে কিন্তু গাঁট্টা মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব।

ছন্দা। এ্যা মারবে···তাহলে তোকেও মজা দেখিয়ে দেব।

অভিজিত। তবে রে চুলোমুখি, দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি···দাদা···দাদা।

ছন্দা। চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই, দাদা সকাল বেলায় বেরিয়ে গেছে।

অভিজিত। বেরিয়ে গেছে···কোথায় গেছে?

ছন্দা। জানিনা···বললে ফিরে এসে বলব।

অভিজিত। অত করে বললুম অসুস্থ শরীরে কোথাও যেতে হবে না। তবু বেরিয়ে গেল? তুই মুখপুড়ি যেতে দিলি কেন?

ছন্দা। বারে, আমিও কতবার বললুম যেতে হবে না, কিন্তু শুনলে

কি আমার কথা। বললে জরুরী কাজ আছে।

অভিজিত। জরুরী কাজ! কি এমন জরুরী কাজ?

খোঁড়া অবস্থায় ভোলানাথের প্রবেশ

ভোলা। ছন্দু—অভি কোথায় গেলিরে তোরা? এই যে দুজনেই এখানে আছিস দেখছি।

অভিজিত। কি ব্যাপার দাদা—এই অসুস্থ শরীর নিয়ে তুমি সকাল বেলায় উঠে কোথায় গিয়েছিলে?

ভোলা। কোথায় গিয়েছিলাম? আরে সেইটাই তো কথা। দামী কথা। মজার কথা। আয় আগে তিন ভাই-বোনে প্রাণ খুলে হেসে নিই। হাস হাস। মুখ গোমড়া করে আছিস কেন? হাস না।

ছন্দা। কেন—কেন—হাসবো কেন?

ভোলা। বারে, এতবড় একটা খবর নিয়ে এলাম—আবার বলে হাসবো কেন!

অভিজিত। কি খবর দাদা—লটারীতে টাকা পেয়েছো নাকি?

ভোলা। ধেৎ—তার চেয়ে বড় খবর···

অভিজিত। সেটা কি বলবে তো?

ভোলা। সব পাকা।

ছন্দা। কি পাকা?

ভোলা। তোর বিয়ে।

ছন্দা। বিয়ে···এই তোমার বড় খবর?

ভোলা। বড় খবর নয়? কত ভাল ছেলে জানিস। যেমন দেখতে শুনতে···তেমন কথাবার্তা। তার উপর এম, এ, পাস করা। বিলাসপুর শহরে নিজেদের তিনতলা বাড়ি আছে।

অভিজিত। কিরে মুখপুড়ি, শিবঠাকুরের কাছে নাকি ভাল বর চাসনি ?

ছন্দা। থাক…থাক তোকে আর কথা বলতে হবে না। এখন বাজারটা দে, তাড়াতাড়ি রান্না বসাতে হবে। ঠিক সময়মত ভাত না পেলে তো আমায় মাথাটাই চিবিয়ে খাবি, দে… [প্রস্থান।

অভিজিত। এই, এই মুখপুড়ি…হাঃ-হাঃ-হাঃ…জানো দাদা, বিয়ের কথায় ছন্দু খুব লজ্জা পেয়েছে। যাক বল সে রাজপুত্তুরটা কে ?

ভোলা। তাকে তুই চিনবি না। তবে সত্যি সে রাজপুত্তুর। তারপর আরও শোন…তাদের বাড়িতেও বেশী ঝামেলা নেই… শুধু তার বিধবা পিসিমা আর একটা আইবুড়ো পিসতুতো ভাই আছে।

অভিজিত। কিন্তু অত ভাল ছেলে ছন্দার মত একজন গেঁয়ো মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হল কেন শুনি ?

ভোলা। কেন হবে না ? আমার ছন্দু কি দেখতে শুনতে খারাপ নাকি ? যদিও আমি ভাল খেতে পরতে দিতে পারি না, তাহলেও তার মত রং, চোখ, নাক, মুখ…

অভিজিত। থাক…থাক দাদা ওতেই আমি বুঝে নিয়েছি ছন্দার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে আর জন্মায়নি ; কিন্তু তারা তো ওকে দেখেনি…

ভোলা। দেখবে আবার কি…ছবি দেখেই পছন্দ হয়ে গেছে। ছেলের পিসি তো প্রথমে রাজীই ছিল না। কিন্তু ছেলে ছন্দার ফটোখানা দেখে ধনুক ভাঙা পণ করে বললো, এই মেয়েকেই বিয়ে করবো—ব্যস অমনি বাধ্য হয়ে পিসিও রাজী হয়ে গেল। এইবার খুব শীগগির একটা শুভদিন দেখে পাকা দেখা দেখে আসবো। তারপর ব্যস একদিন শানাই বেজে উঠবে।

অভিজিত। দাদা!

ভোলা। না আর দেরী করবো না, এখুনি একবার আমাকে বেরোতে হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

অভিজিত। না খেয়ে আবার কোথায় চললে?

ভোলা। বিষ্ণু মোড়লের বাড়ি।

অভিজিত। আবার মোড়ল বাড়িতে কেন?

ভোলা। দূর বোকা ছেলে! বিয়েতে খরচ আছে না…দশ ভরি সোনা, ভাল ভাল দানসামগ্রী, পাঁচ হাজার টাকা নগদ, বার-তের জোড়া কাপড়…

অভিজিত। এই সব দেবে বলে তুমি কথা দিয়েছো নাকি?

ভোলা। হ্যাঁ দিয়েছি। অমন পাত্রকে তো আর হাত-ছাড়া করতে পারি না। তাই যাচ্ছি মোড়লের কাছে আমবাগানটা বিক্রি করে…

ছন্দার পুনঃ প্রবেশ।

ছন্দা। না দাদা তা হবে না। তুমি তাদের জানিয়ে দাও এ বিয়ে আমি করবো না।

ভোলা। বিয়ে করবি না মানে? আমি বলে কত খোঁজাখুঁজি করে অমন একটা ভাল পাত্র জোগাড় করলাম…

ছন্দা। যত ভাল পাত্রই হোক না কেন তবু কিছুতেই আমি এ বিয়ে করতে পারবো না।

ভোলা। কেন পারবি না?

ছন্দা। আমাকে আর ছোটদাকে মানুষ করতে তুমি সারা জীবন প্রাণপাত করেছো, মেশিনের সংগে যুদ্ধ করে একখানা পা হারিয়েছো। জমি-জায়গা বলতে যা ছিল সবই আমাদের জন্ত খুইয়েছো। বাকী আছে

এই বাস্তুভিটে—আর ঐ আমবাগান। আমার সুখের জন্য সেইটুকু শেষ করে তোমাকে আমি সর্বশান্ত হতে দেব না।

ভোলা। দূর পাগলী—কে বলেছে আমি সর্বশান্ত হব! অভি বড় হয়েছে, তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, চাকরীও করছে। দুদিন পরে কত টাকা রোজগার করবে, তখন দেখবি ওরকম চারটে আমবাগান কিনে ফেলবো। কি বল অভি?

অভিজিত। তা যা বলেছো দাদা। তাছাড়া জমির দিকে তাকিয়ে তো বোনের বিয়ে বন্ধ করা যায় না।

ছন্দা। ছোটদা—

অভিজিত। ওরে মুখপুড়ি, আমবাগান গেলে আমবাগান হবে, কিন্তু অমন টুকটুকে ভগ্নীপতি হাতছাড়া হলে তোর শিব পুজোটাই মাটি হয়ে যাবে—

[প্রস্থান।

ছন্দা। ছোটদা—

ভোলা। অভি আমার ঠিক বলেছে। আমবাগান গেলে আমবাগান হবে, কিন্তু হাঃ হাঃ হাঃ—

ছন্দা। বড়দা তুমিও—

ভোলা। জানিস ছন্দু—তোরা তখন খুব ছোট। বাবা মারা যাওয়ার এক বছর পরেই মা মারা গেলেন। যাওয়ার সময় তোদের দুটিকে আমার হাতে তুলে দিয়ে মা বললেন, ভোলা আমি যাচ্ছি কিন্তু এরা রইল, আজ থেকে তুই এদের মা-বাপ। সেইদিন থেকে—

ছন্দা। আমি একটা কথা বলবো দাদা,—এই বেলা ছোটদারও বিয়ে দিয়ে দাও।

ভোলা। অভির বিয়ে—!

ছন্দা। হ্যাঁ। আমাকে যখন বিদেয় করবে বলে স্থিরই করেছো, তখন ঘরে একটা বউ না আনলে চলবে কেন? কে তোমাদের ভাত জল দেবে—দেখাশুনা করবে?

ভোলা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। দাঁড়া আগে তোর বিয়েটা দিয়ে নিই—তারপর ঐ হতভাগার কাঁধে সংসারের জোয়াল চাপিয়ে দোব। জানিস ছন্দু, মায়ের মনে কত আশা ছিল ভাল ঘরে তোদের বিয়ে দেবে। তোরা সুখি হবি, সংসারে হাসির হাট বসাবি। তা যদি কোন দিন সত্যি হয়—সেদিন আমি মাকে ডেকে বলবো—মাগো! ছন্দু, অভি সুখি হয়েছে। তুমি স্বর্গ থেকে এদের আশীর্ব্বাদ কর। যে ভার তুমি আমায় দিয়েছিলে আমি তা ঠিকমত বইতে পেরেছি। তোমার স্বপ্ন সফল করতে পেরেছি। এবার তোমার পায়ে আমায় টেনে নাও মা।

ছন্দা। বড়দা…

ভোলা। না-না…ভুল বলেছি…ভুল বলেছি। এখন নয়। আমার আরও একটু আশা আছে। তোর ছেলে হবে, অভির ছেলে হবে। একজন ডাকবে মামা…আর একজন ডাকবে জেঠু। আর তাদের দুজনকে দুকাঁধে তুলে নিয়ে খুশীর আনন্দে হাসব আর নাচবো—নাচবো আর হাসবো… হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রস্থান।

ছন্দা। ঠাকুর…ঠাকুর! সারাজীবন গায়ের রক্ত জল করে যে দাদা আমাদের মানুষ করেছে, আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে নিজের সুখের কথা ভুলে গেছে, আমার সেই দাদার সুখের স্বপ্ন তুমি ভেঙে দিও না ঠাকুর…ভেঙে দিও না।

[প্রস্থান।

……

তৃতীয় দৃশ্য

কমলার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে উগ্র আধুনিকা সাজে সজ্জিতা কেয়ার প্রবেশ।

কমলা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ঠাকুরঝি…আমাকে ছেড়ে দাও ঠাকুরঝি…আমি কিছুতেই এইসব নাচগান দেখতে পারবো না।

কেয়া। কেন পারবে না?

কমলা। ঘরের বৌ হয়ে ঐ সব আজে-বাজে নাচ দেখতে আমার ভীষণ লজ্জা করে।

কেয়া। আজকালকার মেয়ে হয়ে সেই পচা পুরোন সাবেকী মন নিয়ে কি করে যে ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকো বৌদি, এ আমি ভাবতেও পারি না।

কমলা। তুমি যেদিন বৌ হয়ে পরের ঘরে যাবে সেদিন বুঝতে পারবে।

কেয়া। বৌ…মাথায় ঘোমটা…কপালে একগাদা সিঁদুর…ইনিয়ে বিনিয়ে স্বামীর কাছে প্রেম ভিক্ষা করা। নো নেভার। আমি বিয়ে করলে ওসব কিছুই করবো না…এখন যেমন স্বাধীন আছি—তখনও স্বাধীন ভাবে চলবো।

কমলা। ছিঃ ঠাকুরঝি ওসব কথা বলতে নেই। তুমি বড় হয়েছো। আজ হোক কাল হোক পরের ঘর করতে তোমাকে যেতেই হবে। এখন থেকে সে জন্যে তৈরী হও—

কেয়া। ব্যস—তুমিও বাবার মত উপদেশ দিতে আরম্ভ করলে?

কমলা। আমি তোমার ভালর জন্তেই বলছি।

কেয়া। প্লীজ, আমার ভাল-মন্দ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

কমলা। আচ্ছা এই ভাবে সেজেগুজে যে তুমি বেড়াতে যাও, নাচ-গান কর তোমার লজ্জা করে না?

কেয়া। না। বরং আনন্দ লাগে, নিজেকে ফ্রি বলে মনে হয়।

কমলা। আমার কিন্তু দেখতেও ঘেন্না করে।

কেয়া। আশ্চর্য্য! জীবনটা যে শুধু চার দেওয়ালে বাঁধানো ছবি নয়—এর ভোগ আছে—এনজয় আছে—তা তুমি কোনদিন বুঝতে পারলে না বৌদি।

কমলা। রক্ষে কর ঠাকুরঝি, ওসব বুঝে আমার কাজ নেই। আমি যেমন আছি তেমন থাকতে দাও। আর পার তো তুমি এসব কুৎসিত পোশাক ছেড়ে শাড়ী পরতে শুরু কর।

কেয়া। হোয়াট্—আধুনিক সভ্য পোশাককে তুমি কুৎসিত বল বৌদি?

কমলা। বলি—

দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। শুধু বৌমণি নয়—আমিও বলি—

কেয়া। দয়ালদা—

দয়াল। ওটা কোন পোশাকই নয়—ওটা একটা ইয়ে—মানে যাচ্ছেতাই।

কমলা। ঠিক বলেছো দয়ালদা—আমিও ওকে এই কথাই বোঝাতে চাইছিলাম। কিন্তু—

দয়াল। বুঝবে না—বুঝবে না। বকে বকে মরে গেলেও ওকে তুমি বোঝাতে পারবে না।

কেয়া। না পারবে না—আর বোঝাতে চেষ্টাও কর না।

দয়াল। চেষ্টা করে কোন ফল হবে না। কারণ তুমি আমাদের থেকে বেশী বুঝে আছো।

কেয়া। তোমরা কি বলতে চাও—যারা এইসব পোশাক-পরিচ্ছদ পরে হোটেল পার্টিতে যায়—তারা সবাই অভদ্র ?

কমলা। তারা অভদ্র কিনা জানি না ভাই, তবে গৃহস্থ মেয়েদের এ পোশাক মানায় না। আর কেউ কোনদিন ভাল চোখেও দেখে না।

কেয়া। যারা দেখে না তারা আনকালচার্ড অসামাজিক।

দয়াল। ও, তারা অসামাজিক, আর তুমি বড় হয়ে—

কেয়া। দয়ালদা—

দয়াল। এখনও বলছি—ঐ সব পোশাক পরা ছেড়ে দাও। দিন কতক বৌমণির পাঠশালায় পড়ে নিজেকে একটু ভদ্র কর।

কেয়া। থাক-থাক,—তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না।

দয়াল। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। এখন বুঝতে পারছি বড় খোকাই আদর দিয়ে মাথাটি খেয়ে বসে আছে। কিন্তু এর পরিণাম যে ভালো নয়—এটাও জেনে রেখো।

কেয়া। আমি কচি খুকি নই। ভালমন্দ বোঝার বয়স হয়েছে। তোমাদের কথায় ওল্ড মডেলের মেয়েদের মত সেজে থেকে আমার গ্ল্যামার নষ্ট করে দেবো না।

কমলা। বুঝলাম—তোমার কপালে অনেক দুর্গতি আছে।

কেয়া। আমিও বুঝলাম—এ বাড়িতে তোমরাই আমার শত্রু।

কমলা। এ আর নতুন কথা কি। পরের মেয়ে ঘরে এলে ননদেরা

সব সময় শত্রু মনে করে। তবে হ্যাঁ, তুমি যে পথে চলেছো—সেইপথে চলতে চলতে যেদিন হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখবে সেদিন কিন্তু এই শত্রুকেই তুমি মিত্র মনে করবে।

দয়াল। লক্ষ কথার এক কথা বলেছো।

কেয়া। থামো, তোমাকে আর ফোড়ন দিতে হবে না। চাকর চাকরের মতই থাকো।

কমলা। ঠাকুরঝি—

দয়াল। কি বললে, আমি চাকর! হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি ঠিক বলছো, আমি চাকর—এই দেখ দিকিনি চাকরের আসল কাজেই ভুল। দাও দাও বৌমণি শীগগির দশটা টাকা দাও—কর্তাবাবুর তামাক ফুরিয়ে গেছে, এখুনি আনতে হবে। [টাকা নিয়ে] খুকুমণি ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিল, নইলে আসল কাজেই ভুল—চাকর—আমি চাকর— [প্রস্থান।

কমলা। ঠাকুরঝি—বুড়ো মানুষটার মনে তুমি এইভাবে আঘাত দিলে?

কেয়া। হ্যাঁ দিলাম। আমার এত আদিখ্যেতা ভাল লাগে না। চাকরকে চাকর বলবো না তো কি বলবো!

কমলা। ঠাকুরঝি আস্তে কথা বল। বাবার কানে একথা গেলে মেয়ে বলে কিন্তু তিনি ক্ষমা করবেন না।

কেয়া। বৌদি—

কমলা। তাছাড়া দয়ালদা তোমাদের দু'ভাই বোনকে ছেলেবেলা থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। সে এ বাড়ীর চাকর নয়—এ সংসারের একজন আপনজন। বাড়ির কর্তার হিতৈষী বন্ধু।

[প্রস্থান।

কেয়া। ফুল—ফুল—অল আর ফুল। সবাই শুধু উপদেশের ঝুড়ি

খুলে বসে আছে। উঃ. আজকের আনন্দটা একবারে মাটি করে দিলে।

দীলিপের প্রবেশ।

দীলিপ। না-না—মাটি হবে কেন—আমি ঠিক এসে গেছি মাই সুইট ডারলিং।

কেয়া। তোমার এত দেরী হলো কেন দীলিপ?

দীলিপ। একসট্রিমলি সরি কাজের ভীষণ চাপ পড়েছে তাই।

কেয়া। আর আমি যে এ'দিকে সেজেগুজে তোমার জন্য বসে আছি সে কথা কি একবারে মনে নেই?

দীলিপ। নিশ্চয়ই মনে আছে, কিন্তু কি করব বল— তোমার বাবাকে তো জানো কাজ ফেলে রাখলে তিনি ভীষণ চটে যান। তাই আসতে একটু দেরী হল। প্লীজ তার জন্যে তুমি রাগ কর না। আরে বা—বা—বা—এতক্ষণ খেয়ালই করিনি।

কেয়া। কি খেয়াল করনি?

দীলিপ। তোমার নতুন ড্রেস। একেবারে দেহের সঙ্গে, রঙের সঙ্গে মনের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন ড্রেসটা করেছো দেখেছি।

কেয়া। এই ড্রেসে আমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে, তাই না?

দীলিপ। আন্-প্যারালাল।

কেয়া। আমার বৌদি বলে এটা নাকি কুৎসিত পোশাক।

দীলিপ। নেভার। বর্তমান যুগ সম্বন্ধে যাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই তারা একথা বলে। কিন্তু যারা যুগের তালে পা ফেলে চলতে শিখেছে, তারা বলবে এইটাই সভ্য পোশাক।

কেয়া। আমিও তাই বলি।

দীলিপ। নিশ্চয়ই বলবে। তোমার এমন সুন্দর রূপ দেহ-যৌবন

যদি সব সময় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখো, কেউ দেখলো না—কেউ জানলো না এমন কি তুমিও বুঝতে পারলে না কবে তোমার যৌবন এলো—আর গেলো—তাহলে সুন্দরী হয়ে জন্মাবার সার্থকতা কোথায়!

কেয়া। আচ্ছা দীলিপ—আমি খুব সুন্দরী, তাই না—?

দীলিপ। তুমি যদি বিউটি কনটেস্‌টে যাও নিশ্চয় তবে মিস্ ইণ্ডিয়া হবে।

কেয়া। তুমি আমাকে খুব ভালবাসো, তাই না?

দীলিপ। একথা আজ আবার নতুন করে বলতে হবে? তুমি কি জানো না তোমায় পাবার জন্যে আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি?

কেয়া। জানি। কিন্তু আমার জীবনে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারবে তো? জোয়ার—যে জোয়ার না এলে জীবনটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়—সেই জোয়ার?

দীলিপ। ও সিওর। তোমার জীবনে জোয়ার এনে আমিও সেই জোয়ারে ভেসে যেতে চাই মাই সুইট হার্ট। [জড়িয়ে ধরে]

কেয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গান।

এই তো জীবন এই তো মরণ এই তো ভালবাসা
(আমি) আকাশ ছোঁয়া কামনার ঢেউ, জীবনটা রং-এ ভাসা
এই দুনিয়ার চলতি হাওয়ায়
মনে আমার দোলা দিয়ে যায়
প্রেম জোয়ারে তুমি আর আমি ভাসবো মনে আশা॥

[দীলিপের বুকে পড়ে]

দীলিপ। বিউটিফুল—বিউটিফুল—একেই তো বলে জীবন, একেই তো বলে যৌবনের কামনা। ভোগ করে নাও, ভোগের দুনিয়ায় উপোসী না থেকে ভোগ করে নাও।

কেয়া। দীলিপ!

দীলিপ। এই যা।

কেয়া। কি হল?

দীলিপ। [পকেটে হাত দিয়া] পার্স!

কেয়া। পার্স!

দীলিপ। পার্সটা ড্রয়ারে ফেলে রেখে এসেছি। দাঁড়াও নিয়ে আসছি। তারপর তোমাকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

কেয়া। তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু—[পুনঃ নাচ, গান। গানের মধ্যে অভিজিতের প্রবেশ] এসে গেছো? চল, চল আর দেরী করে কাজ নেই—এ্যাঁ, আপনি—

অভিজিত। আমি মানে—

কেয়া। থাক—থাক আর বলতে হবে না। আমি আপনাকে চিনেছি, আপনি তো আমাদের কারখানায় ক্লার্কের কাজ করেন। আপনার নাম তো অভিজিতবাবু? কি হল কথা বলছেন না!

অভিজিত। কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

কেয়া। কেন?

অভিজিত। আপনাকে দেখে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি।

কেয়া। কেন? ওকি আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন?

অভিজিত। আপনাকে দেখছি।

কেয়া। কি দেখছেন ?

অভিজিত। দেখছি আপনি ছেলে না মেয়ে—

কেয়া। কি বললেন ?

অভিজিত। না মানে, বলছি আপনার বাবা কোথায় ?

কেয়া। কি জানি কোথায় আছে।

অভিজিত। আচ্ছা তাহলে পরেই আসবো।

কেয়া। দাঁড়ান না আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলি, বাবা এখুনি এসে যাবেন।

অভিজিত। আমার সঙ্গে কথা, কি কথা ?

কেয়া। কি কথা—কি কথা—তাইতো কি কথা বলি! আচ্ছা আপনি বিয়ে করেছেন ?

অভিজিত। না।

কেয়া। কেন ?

অভিজিত। হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

কেয়া। বলুন না করেননি কেন ?

অভিজিত। সময় পাইনি বলে।

কেয়া। কোন মেয়ের প্রেমে-টেমে পড়েছেন ?

অভিজিত। ওসব আমি পছন্দ করি না।

কেয়া। হোপ্লেস্। বিয়েও করেননি, প্রেমেও পড়েননি। আপনার লাইফ্‌টাই স্পয়েল।

অভিজিত। এইভাবে আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে আপনার লজ্জা করছে না ?

কেয়া। মোটেই না। ফ্রিলি আলাপ করছি লজ্জা করবে কেন ? আচ্ছা আপনি নাচতে জানেন ?

অভিজিত। নাচ!

কেয়া। হ্যাঁ, টুইষ্ট শেক্ চাচা। ঠিক এইরকম করে···ট্যারে··· টা-টা-টারে টা— টা। আসুন না আমার সঙ্গে নাচবেন।

অভিজিত। না—আমি নাচতে জানি না, আর এই সব অসভ্যতাকে ঘৃণা করি।

কেয়া। ইডিয়েট।

অভিজিত। ঠিক বলেছেন, আমি ইডিয়েট না হলে এতক্ষণ আপনার মত নির্লজ্জের সঙ্গে কথা বলি।

কেয়া। হোয়াট? আমি নির্লজ্জ? মানে আমি বেহায়া? যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা!

অভিজিত। তাহলে আরও একটু বড় কথা শুনুন। ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে যারা রং মেখে—সং সেজে—ঢং করে টুইষ্ট নাচে, অশ্লীল পোশাক পরে নিজের দেহটাকে লোভনীয় করে পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লজ্জা পায় না—তাদের আমি অসভ্য ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না।

কেয়া। আপনার সাহস তো খুব—

অভিজিত। ওটা আর নতুন কথা নয়—সাহসটা আমার বরাবরই বেশী।

কেয়া। ননসেন্স! জানেন আমি আপনার মনিবের মেয়ে?

অভিজিত। জানি।

কেয়া। আপনার চাকরী খেয়ে নিতে পারি—?

অভিজিত। না পারেন না। আমি আপনার চাকরী করি না— চাকরী করি আপনার বাবার কাছে।

শুভেন্দুবাবুর প্রবেশ ।

শুভেন্দু । রাইট ইউ আর—

কেয়া । বাপী উনি আমাকে অপমান—

শুভেন্দু । আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি ।

কেয়া । শুনে নিশ্চয়ই বুঝেছো যে—

শুভেন্দু । অভিজিতের কোন দোষ নেই, অপমান তোমার প্রাপ্য ।

কেয়া । বাপী !

শুভেন্দু । ছিঃ-ছিঃ—তোমার মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমি বাইরের কাজের চাপে সংসারের দিকে নজর দিতে না পারায় তুমি আজ এতোখানি বেড়ে উঠেছো—এ আমি ভাবতেও পারিনি ।

অভিজিত । স্যার—

শুভেন্দু । তোমার সত্যিকথা বলার সৎসাহস আছে জেনে সুখীই হয়েছি । এইবার বল কি জন্য তুমি এখানে এসেছো ?

অভিজিত । আগামী ১৭ই বৈশাখ আমার ছোট বোন ছন্দার বিয়ে । তাই দাদা আমাকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছেন । এই নিন—[নিমন্ত্রণ পত্র হাতে দেয়]

শুভেন্দু । বেশ বেশ, শুনে সুখী হলাম, নিমন্ত্রণও নিলাম ।

অভিজিত । আচ্ছা—আচ্ছা স্যার তাহলে আমি আসি—

শুভেন্দু । এসো ।

অভিজিত । চলি কেয়া দেবী । ক্ষণিকের উত্তেজনা বশতঃ আজকের এই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা ভুলে গেলেই সুখী হব ।

[প্রস্থান ।

কেয়া । হুঁ, যতসব ! বাপী !

শুভেন্দু। যাও, ভিতর বাড়িতে গিয়ে এই সব পোশাক-পত্তর ছেড়ে ফেল। আর যদি কোনদিনও এইভাবে সেজে বেড়াতে যেতে দেখি তাহলে মেয়ে বলে তোমাকে ক্ষমা করবো না। মনে থাকে যেন! যাও—

কেয়া। ঠিক আছে যাচ্ছি—

[রোষদৃষ্টি তাকিয়ে প্রস্থান।

শুভেন্দু। আশ্চর্য্য! আজকাল ও এত স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছে আমি ভাবতেও পারি নি।

সরবত হাতে কমলার প্রবেশ।

কমলা। বাবা—বাবা—আপনার সরবত খাবার সময় হয়ে গেছে তাই—

শুভেন্দু। তুমি সরবত এনেছো—দাও দাও [সরবত পান করে]

কমলা। আপনাকে যেন বড় চিন্তিত দেখছি বাবা!

শুভেন্দু। হ্যাঁ মা—কেয়াকে নিয়ে আমি একটু চিন্তায় পড়েছি।

কমলা। ঠাকুর-ঝি! কেন কি করেছে সে?

শুভেন্দু। আজকাল সে যে পথে চলেছে—তাতে তাড়াতাড়ি তার বিয়ের ব্যবস্থা না করলে—আচ্ছা বৌমা তুমি তো অভিজিতকে চেন? তার সঙ্গে কেয়ার বিয়ে দিলে কেমন হয়?

কমলা। কি বলছেন আপনি? অভিজিতবাবুর সঙ্গে কেয়ার বিয়ে—

শুভেন্দু। জাত-গোত্রের যদি অমিল না হয় দোষ কি? তার উপর রূপ গুণ তো আছেই—

কমলা। অভিজিতবাবু যে ভাল ছেলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই, কিন্তু আপনি তো জানেন বাবা—যে ঠাকুরঝি কি প্রকৃতির মেয়ে।

শুভেন্দু। জানি বলেই তো ঐ ধারালো ইস্পাতের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চাই। যাতে সে সোজা পথে চলতে শেখে। আমার বিশ্বাস অভিজিত খাঁটি ইস্পাত।

কমলা। কিন্তু অভিজিতবাবু কি ঠাকুরঝিকে বিয়ে করতে রাজী হবেন।

শুভেন্দু। আমাদের কথায় হয়তো রাজী হবে না, কিন্তু তার দাদা বললে নিশ্চয়ই রাজী হবে।

কমলা। কিন্তু তিনি যদি রাজী না হন, তাহলে—

শুভেন্দু। না-না—সে নিশ্চয় রাজী হবে। আমি জানি সে খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। আমার কথা ফেলতে পারবে না। তাই তাকে রাজী করিয়ে ঐ অভিজিতের সঙ্গেই আমার কেয়ার বিয়ে দোব।

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। কি বললে বাবা, অভিজিতের সঙ্গে কেয়ার বিয়ে?

শুভেন্দু। তোমার আপত্তি আছে নাকি বিনয়?

বিনয়। না-না—এ অসম্ভব—এ হতেই পারে না।

শুভেন্দু। কেন হতে পারে না?

বিনয়। কেয়ার মত একটা সুন্দরী শিক্ষিতা আধুনিকা মেয়ে—

শুভেন্দু। শুধু আধুনিকা নয়, বল উগ্র আধুনিকা। এই জন্যই তো ওকে নিয়ে আমার এত ভয়। যে কোন মুহূর্তে ও আমার বংশের সুনাম ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে।

বিনয়। এ আপনার ভুল ধারণা।

শুভেন্দু। ভুল নয়, এইটাই সত্যি। তাইতো এমন একজন ছেলের

হাতে ওকে তুলে দিতে চাই, যে ওকে ভদ্র করে গড়ে নেবে।

বিনয়। তাই যদি চান তাহলে অভিজিত কেন, দীলিপের সঙ্গে তার বিয়ে দিন।

শুভেন্দু। দীলিপ মানে আমাদের প্রোডাকসন্ ম্যানেজার!

বিনয়। হ্যাঁ—তার সঙ্গে কেয়া'র বিয়ে দিলে ওরা দুজনেই সুখী হবে।

কমলা। সুখী হবে কিনা বলতে পারি না, তবে আরও যে বেশী উচ্ছৃঙ্খল হবে—এ কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

শুভেন্দু। রাইট ইউ আর। আমি তোমার একথায় সমর্থন করি।

বিনয়। আমি কিন্তু সমর্থন করতে পারলাম না।

কমলা। আমিও তোমার কথা সমর্থন করতে পারলাম না।

বিনয়। কমলা—

কমলা। বাবা—অভিজিতবাবুর সঙ্গে ঠাকুরঝির বিয়ে হোক না হোক তা নিয়ে আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই কিন্তু দীলিপবাবুর সঙ্গে তার বিয়েতে আমার সম্পূর্ণ অমত একথা আমি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়ে গেলাম।

[প্রস্থান।

বিনয়। এখনও ভেবে দেখুন, বাবা চিরদিন যে ঐশ্বর্য্যের কোলে মানুষ হয়েছে সে কি সামান্য একটা ক্লার্ককে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে।

শুভেন্দু। কেয়াকে বিয়ে করলে সে সামান্য ক্লার্ক থাকবে না।

বিনয়। তার মানে?

শুভেন্দু। ইনক্রিমেণ্ট দাও—ক্লার্ক থেকে তাকে প্রোডাকশন ম্যানেজার করে দাও। প্রোডাকশন ম্যানেজার থেকে ম্যানেজার—ম্যানেজার থেকে জেনারেল ম্যানেজার করে দাও, তাহলে তার আর্থিক স্বচ্ছলতা হবে।

বিনয়। সত্যি বাবা, বুদ্ধিটা তো আমার মাথায় আসেনি। এই

জন্যই আপনি সামান্য ওয়ার্কার থেকে আজ একটা ফ্যাক্টরীর মালিক হয়েছেন।

শুভেন্দু। তাছাড়া আমার মৃত্যুর আগে এই সম্পত্তি তোমাদের ভাই বোনকে আমি সমানভাগে ভাগ করে দিয়ে যাব। যাতে ভবিষ্যতে এ নিয়ে গোলমাল না হয়।

বিনয়। না বাবা, সম্পত্তি আমি চাই না।

শুভেন্দু। বিনয়—

বিনয়। সম্পত্তির উপর আমার কোন মোহ নেই বাবা—দিতে হয় ওকেই দেবেন তাতেই আমার শান্তি—

শুভেন্দু। থাক, এখন ওসব আলোচনার দরকার নেই। আপাততঃ যে কথা বলছিলাম—

বিনয়। কেয়ার বিয়ে তাহলে—

শুভেন্দু। গৃহলক্ষ্মী বৌমা যখন মত দিয়েছে তখন তোমার শত আপত্তি থাকলেও কেয়ার বিয়ে অভিজিতের সঙ্গেই হবে। [প্রস্থান]

বিনয়। বেশ আপত্তি করবো না। কিন্তু আমি—আমি এখন এই ক্রিকেট খেলার মাঠে পাকা ব্যাটসম্যান। আর সকলেই হবে বোলারের হাতের বল। যে দিক থেকেই ছুটে আসুক না কেন আমি শক্ত হাতে ব্যাট ধরে সবাইকে বাউণ্ডারীর বাইরে—না প্রয়োজন হলে ওভার বাউণ্ডারী মেরে দুনিয়ার বাইরে করে দেবো। [প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

নীলমণি ও জ্যোতিপ্রকাশের প্রবেশ।

জ্যোতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—নারে নীলু না—যাবো না যাবো না আর বাইরে যাবো না। জানিস নীলু এবার আমি পুরো সংসারী মানুষ। সুইট হোম্ কথাটা কাব্যেই পড়েছি, এখন বাস্তবে উপলব্ধি করছি। হোম্—হোম্ সুইট হোম্ ধরণীর এক কোণে—পাতিব আপন মনে—ধন নয়, মান নয় এতটুকু বাসা।

নীলু। তাহলে বৌদি খুব ভাল হয়েছে বল। নইলে কি আর তোর মত বাউণ্ডুলে সংসারী হয়ে খাঁচায় আবদ্ধ হয়?

জ্যোতি। তা যা বলেছিস। আমি তো প্রথমে বিয়ে করতে রাজীই ছিলাম না। কিন্তু দেবীদার পীড়াপীড়ি আর তোর বৌদির ছবি দেখে সব গুলিয়ে গেল। রাজী হয়ে গেলাম। এরপরই ছাদনা-তলায়—

নীলু। খুব ভাল হয়েছে। আরও দু চার বছর আগে যদি বিয়ে করতিস্ তাহলে গাড়ীখানাও বিক্রি হত না, আর—

জ্যোতি। গতস্য শোচনা নাস্তি। যাক ওসব কথা—আর একটা সুখবর দিচ্ছি—আমি চাকরীর জন্য কয়েক জায়গায় এপ্লাই করেছি—কয়েকটা ইন্টারভিউও পেয়েছি। এই দেখ—শুধু নিজের কথাটাই বলে যাচ্ছি তোর কথা বল—কোথায় ছিলি এতদিন?

নীলু। পাটনায় মামার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে একটা পেট কাটা—পিঠ কাটা বুক কাটা ব্লাউজ পরা নাইয়ের নীচে কাপড়ে জড়ানো

একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর যেই আমার মামাতো বোনের মুখে শুনলাম যে, মেয়েটা এর আগেও দশ-বারো জনের সঙ্গে প্রেম করেছে অমনি আমি কাট। এখন ডাক—ডাক বৌদিকে একবার দেখে যাই, আর প্রণামটাও সেরে যাই।

জ্যোতি। ছন্দা—ছন্দা দেখ দেখ কে এসেছে—

ছন্দার প্রবেশ।

ছন্দা। কি হল ডাকছো কেন—আ—প—নি—

[নীলমণিকে দেখে লজ্জা পায়]

নীলু। না-না—বৌদি আমাকে দেখে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমিও তোমার একজন পাড়াতুতো বাউণ্ডুলে ঠাকুরপো। দাও—দাও, চট করে সামথিং পায়ের ধুলো দাও। চট করে একটা আশীর্ব্বাদ কর। [প্রণাম করে]

জ্যোতি। জানো ছন্দা, নীলমণি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ও খুব ভাল গান জানে।

ছন্দা। তাই নাকি ?

জ্যোতি। হ্যাঁ, আমাদের বিয়ের সময় ও এখানে ছিল না। নইলে দেখতে ও একাই বাসরঘর মাত করে রাখতো।

ছন্দা। তাহলে এখুনি একখানা গান শুনিয়ে দিন না—

নীলু। ওতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই বৌদি। বল কি গান শুনতে চাও—কেত্তন, ভজন, হিন্দি, প্যারোডি, আধুনিক—

ছন্দা। আপনার যা খুশি গান।

নীলু। না-না—আপনি আজ্ঞে নয়—ওটা যেন কেমন পরপর হয়ে যায়। তুমি—তুমি—তাহলে একখানা আধুনিক গানই গাই—কি বল ?

ছন্দা। বেশ তাই গাও।

নীলু।—

গীত।

দিন চলে যায় শুধু
সূর্য্য দেখে দেখে তায়।
মনের কথা মনে রয়ে যায়
চাঁদ ওঠে সাঁঝের ঐ আকাশে
সূর্য্যমুখীর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়—যায়—যায়—

ছন্দা। বাঃ—বাঃ—কি চমৎকার গান, কি মিষ্টি তোমার গলা।

জ্যোতি। মিষ্টি হবে না। কার বন্ধু দেখতে হবে তো।

নীলু। আচ্ছা আমি চলি বৌদি।

ছন্দা। সেকি—এরই মধ্যে! আর একটু বসো।

নীলু। না-না বৌদি, তোমাদের দু'জনের মধ্যে এই আইবুড়ো কার্ত্তিক একেবারে বেমানান। এখানে এখন আমার থাকা পাপ, অতএব আমি কাট।

ছন্দা। আবার এসো ভাই—মাঝে মাঝে গান শুনিয়ে যেও।

নীলু। বলতে হবে না বৌদি, আমি একেবারে বেহায়া লোক, বললেও আসবো, না বললেও আসবো। তুমি শুধু জ্যোতিকে আঁচলে গেরো বেঁধে রেখ যেন বাঁধন কেটে পালাতে না পারে। [প্রস্থান।

ছন্দা। তোমার বন্ধুটি তো খুব ভাল মানুষ।

জ্যোতি। আমি বুঝি খারাপ?

ছন্দা। তুমি আরও অনেক ভালো। তুমি আমার জীবন আকাশের পূর্ণ চন্দ্র, তুমি আমার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, ধ্রুবতারা—তুমি আমার ধ্যান, জ্ঞান, ধারণা। কি হল—অমন করে কি দেখছ আমার মুখের দিকে?

জ্যোতি। জনম হাম রূপ নেহারিনু—নয়ন না তিরপিত ভেল—লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু—তবু হিয়ে জুড়ন না গেল। [জড়িয়ে ধরে]

ছন্দা। এই এই কি হচ্ছে, ছাড়ো—কেউ দেখে ফেলবে।

জ্যোতি। দেখলেই বা। আমি তো আর পরকিয়া প্রেম করছি না, তুমি আমার সাতপাকে বাঁধা বৌ—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ছন্দা। তুমি ভীষণ অসভ্য—

জ্যোতি। কি আমি অসভ্য, বেশ—তবে আমি চললাম!

ছন্দা। কোথায় যাচ্ছো?

জ্যোতি। সুসভ্যের কাছ থেকে অনেক দূরে।

ছন্দা। অমনি রাগ হয়ে গেল। আচ্ছা অন্যায় হয়েছে, অপরাধ স্বীকার করছি। আর কখনও বলবো না, হলতো?

জ্যোতি। অপরাধ স্বীকার করলেই মার্জনা পাবে না। ফাইন দিতে হবে। [কাছে টানিতে গেল]

ছন্দা। [সরিয়া] যাও, তুমি ভারি দুষ্টু।

জ্যোতি। অমনি লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল। মুখে বলছো যাও—যাও—মনে বলছো থাকো—থাকো—

ছন্দা। হুঁ—কি আমার জ্যোতিষীরে, যেন আমার মনের কথা সব জেনে বসে আছে। [গমনোদ্যত]

জ্যোতি। এই—এই পালাচ্ছো কোথায় আমাকে ভিখারী করে।

ছন্দা। ভিখারী করে—

জ্যোতি। ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে—
তোমারে করেছে রাণী

ছন্দা। ধ্যাৎ—

বিন্দু । [নেপথ্যে] বৌমা—বৌমা—

ছন্দা । এইরে পিসিমা উপরে আসছেন ।

জ্যোতি । এঁ্যা—পিসিমা !

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ ।

বিন্দু । বৌমা—বৌমা—[উভয়ে সরিয়া গেল]

জ্যোতি । জানো ছন্দা, শুধু তাই নয় । বাবার বড় আদরের বোন ছিলেন এই পিসিমা । পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর পিসিমা যখন আমাদের বাড়ী এলেন বাবা তখন বাড়ীভাড়া আদায় করা থেকে সংসারের খরচ-পত্তর সব পিসিমার হাতে তুলে দেয় । অতএব পিসিমা যখন যা বলবেন তখন তাই শুনবে, বুঝলে ? [পিসিমাকে দেখিয়া] এই যে পিসিমা, আমি তোমার কথাই এতক্ষণ ছন্দাকে বলছিলাম । [ছন্দা মুখ টিপে হাসে]

বিন্দু । সে তোর খত-মত ভাব দেখেই বুঝে নিয়েছি বাবা—আর কিছু বলতে হবে না ।

জ্যোতি । আচ্ছা পিসিমা, এখন আমি তোমার একাদশীর বাজারটা করে নিয়ে আসি ।

বিন্দু । অবাক করলি বাবা । পরশুদিন একাদশী করলাম আজ আবার একাদশীর বাজার কি হবে !

জ্যোতি । তাইতো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে । তাহলে—তাহলে—তাহলে ডাঃ রায়ের কাছ থেকে ঘুরে আসি । আমার এক্স-রের রিপোর্টটা নিয়ে আসার কথা আছে ।

ছন্দা । এক্স-রে ! কিসের এক্স-রে ?

জ্যোতি । না তেমন কিছু নয় । মাঝে মাঝে মাথায় যন্ত্রণা হয় তাই ডাঃ রায় বললেন এক্স-রে করাতে । আচ্ছা আসি । [প্রস্থান ।

বিন্দু। বলি হ্যাগো ভালোমানুষের ঝি—

ছন্দা। কি পিসিমা?

বিন্দু। কি পিসিমা! প্রাণটা আমার ঠাণ্ডা করে দিলে আর কি! বলি আক্কেল জ্ঞান বলতে তোমার কিছুই নেই? আমারও তো বে-থা হয়েছিল, আমিও তো সোয়ামী শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে ঘর করেছি—কিন্তু তোমার মত বেহায়াপনা করতেও পারিনি, আর কাউকে দেখিওনি।

ছন্দা। কি বলছেন আপনি—বেহায়াপনা!

বিন্দু। নয়তো কি! এই এক মাস হলো তুমি এবাড়ির বৌ হয়ে এসেছো। লোকজন মানামানি নেই, সব সময় হাসি, গল্প-গান নিয়ে মেতে আছো। ছেলেটাকে তো বাইরেই বেরোতে দাও না—ভেড়া বানিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছো। বলি লজ্জা সরম বলতে কি তোমার কিছুই নেই?

ছন্দা। আপনি বিশ্বাস করুন পিসিমা, আমি ওকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে চাই না, বরং আপনার ছেলেই—

বিন্দু। থাক—থাক—আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না—আমি সব বুঝি। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—সব সময় সোয়ামীর সঙ্গে গুজুর-গুজুর—ফুসুর-ফুসুর—হাসি গল্প ঠাট্টা—মাগো—একথা ভাবতেও আমার গা ঘিন-ঘিন করে।

ছন্দা। এসব আপনি কি বলছেন পিসিমা?

বিন্দু। বলবো আর কি! আমি কানা—না কালা? দেখতে পাই না শুনতে পাই না? এবার আসুক না তোমার দাদা, তখন তো বলেছিলে খুব ভাল মেয়ে, শান্ত মেয়ে, লাজুক মেয়ে, এই তার নমুনা! এই জন্যেই তখন দেবীকে পৈ-পৈ করে বলেছিলাম হাঘরের মেয়ে কখনও

ভাল হয় না, তা শুনলে আমার কথা! একবার আসুক তোমার দাদা জিজ্ঞেস করবো, কেমন শিক্ষা দিয়েছো তোমার বোনকে? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ —ঘেন্নায় মরে যাই।

ছন্দা। না পিসিমা, আমার দাদার কোন দোষ নেই। দোষ যদি করে থাকি আমিই করেছি। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, তাই মায়ের শিক্ষা কোনদিন পাইনি। আপনি আমার মা। এখন থেকে আপনি আমাকে যেভাবে চলতে বলবেন আমি সেই ভাবেই চলবো।

দেবীকান্তের প্রবেশ।

দেবী। দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রিরা হুঁশিয়ার।

বিন্দু। আমায় কিছু বললি?

দেবী। না মা তোমাকে নয়, বৌমাকে বলছি—পথ বড় দুর্গম—একটু দেখে-শুনে চলো—

বিন্দু। দেবী—

দেবী। এদের হাসি-গানে ভরা দুটো সুন্দর জীবনকে তুমি আর বিষিয়ে দিও না।

বিন্দু। তুই হতভাগা আবার মেয়েদের কথার মধ্যে নাক গলাতে এলি কেন?

দেবী। না এসে থাকতে পারলাম না মা। আমি যে তোমাকে চিনি—আমি যে জানি তুমি কি চাও।

বিন্দু। কি জানিস তুই—আমি কি চাই?

দেবী। কি করে সেকথা বলবো—আমার মুখে যে চাবি। যেহেতু

তুমি আমার মা, তাই সেকথা বলতেও পারছি না, আর সইতেও পারছি না।

ছন্দা। ওকথা বলবেন না দাদা। মা যা বলে আমাদের মঙ্গলের জন্যই বলেন।

বিন্দু। বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো। শুনলি তো হতভাগা, পরের মেয়ে হলেও আমার উপর বৌমার কত ভক্তি ? আর তুই পেটের ছেলে হলেও আমার শত্তুর।

দেবী। হ্যাঁ মা যতদিন না আমি চাকরী পাবো, তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবো, ততদিন আমি এইভাবে তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবো।

বিন্দু। তাই করিস। হতভাগার পেটে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে! বৌমা তোমার দাদার আক্কেলখানা কি বলতো।

ছন্দা। কেন পিসিমা আমার দাদা কি করেছে ?

বিন্দু। সেই বৌভাতের সময় বললাম চার আনা সোনার আংটি জ্যোতির হাতে মানায় না, আর লোকেও ভাল দেখে না। আর তোমার দাদা খাওয়ার সময় আংটিটা চেয়ে নিয়ে বলে গেল, বেশী করে সোনা দিয়ে নতুন করে গড়িয়ে দিয়ে যাবে ; কিন্তু সেই যে গেছে আর পাত্তাই নেই !

ছন্দা। পিসিমা জানেন তো আমার দাদা বড় গরীব। আমার বিয়ে দিতে আমবাগানটা পর্য্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে।

বিন্দু। তা বললে কি হয় বাছা, যেমন জিনিস নেবে তেমন দাম দিতে হবে বৈকি। জ্যোতি তো আর যা তা ছেলে নয়, একবারে হীরের টুকরো, তার হাতে কি চার আনা সোনার আংটি মানায় !

দেবী। মানাক না মানাক তোমার তাতে কি মা, তুমি কেন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো ?

বিন্দু। একশো বার মাথা ঘামাবো। জ্যোতি কি আমার পর ? ভাইপো বলে কথা। তুই আর সে—দুই আমার কাছে এক। না-না— বৌমা তুমি তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দাও।

দেবী। না বৌমা—এসব কথা জানিয়ে তুমি কখনও চিঠি লিখবে না।

বিন্দু। কেন লিখবে না, সে দেবে বলে কথা দিয়ে গেছে !

দেবী। সে ইচ্ছায় কথা দিয়ে যায়নি মা। তুমি তাকে কথা দিতে বাধ্য করিয়েছো।

বিন্দু। দেবী—

দেবী। আমি জানি—সব জানি। তাই বলছি—গরীব মানুষ যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট, এরপর তুমি আর কিছু দাবী করে ভদ্রলোককে পথে বসাতে চেষ্টা কর না।

বিন্দু। তুই চুপ কর হতভাগা—

দেবী। এতদিন তো চুপ করেই ছিলাম মা, কিন্তু এখন আর চুপ করে থাকতে পারছি না। তোমার নিষ্ঠুরতাই আজ আমার মুখ খুলতে বাধ্য করেছে।

বিন্দু। কি আমি নিষ্ঠুর ! ওগো তুমি সগ্‌গে থেকে শুনতে পাচ্ছো, আমার পেটের ছেলে আমাকে বলছে নিষ্ঠুর ?

দেবী। এর আগে অনেকবার শুনেওছেন আর বলেওছেন—

বিন্দু। কি বলেছেন ?

দেবী। তোমারে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

ছন্দা। আঃ দাদা! আমি অনুরোধ করছি পিসিমার সঙ্গে ঝগড়া করবেন না।

বিন্দু। হে বাবা যমরাজ একথা শোনার পর আর বাঁচতে চাই না। তুমি আমাকে শীগ্‌গির নাও।

দেবী। যমরাজ এখন ঘুমোচ্ছে মা—জেগে থাকলে এতদিন নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে যেত।

বিন্দু। কি, জেগে থাকলে নিয়ে যেত! তার মানে তুই আমার মরণ চাইছিল?

দেবী। চাইলেই কি সব সময় সব কিছু পাওয়া যায়—

বিন্দু। ও মাগো, আমার কি হবে গো! আমারই পেটের ছেলে আমার মরণ কামনা করে!

ছন্দা। পিসিমা—আপনি চুপ করুন—চুপ করুন—

বিন্দু। না-না, আর আমি এখানে থাকবো না—আজই আমি কাশী চলে যাব।

দেবী। কখন যাবে মা—গাড়ী ডেকে দেব—

ছন্দা। আঃ দাদা—আপনার দুটি পায়ে পড়ি চুপ করুন। পিসিমা চলে গেলে—

দেবী। তোমাদের ভালই হবে বৌমা। তবে উনিও যাবেন না—আর তোমাদের ভালও হবে না—

বিন্দু। শোন বৌমা শোন—আমার পেটের কাঁটা কি বলছে শোন—

দেবী। বৌমা সব শুনেছে—আর তুমি শোন। এখনও তোমার মত ও পথ পরিবর্তন কর। যে পর্যন্ত এগিয়েছো—সেখানেই থেমে

যাও—নইলে মনে রেখো ছেলে হলেও আমিই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু। [প্রস্থান।

বিন্দু। বুঝতে পেরেছি, আমি সব বুঝতে পেরেছি। তুমিই আমার ছেলেটাকে যাদু করেছো।

ছন্দা। কি বলছেন পিসিমা ?

বিন্দু। আহা ন্যাকু খুকু—কি বলছি বুঝতে পারছো না! তোমার ঐ রূপ যৌবন দিয়ে জ্যোতিকে তো ভেড়া বানিয়েছোই, উপরন্তু আমার ছেলেটারও মাথা খেয়েছো।

ছন্দা। পিসিমা আপনার পায়ে ধরে বলছি ওসব পাপ কথা মুখে আনবেন না। [পায়ে ধরিল]

বিন্দু। [ধাক্কা দিয়া] দূর হ মুখপুড়ি—কালামুখী—

ছন্দা। ওঃ ভগবান—

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। ছন্দু—ছন্দু—এই যে ছন্দু—

ছন্দা। বাবা—বাবা—

বিন্দু। কেঁদো না বৌমা—কেঁদো না। এই তোমার বাবা এসে গেছে—

ভোলা। কি হয়েছে, তুই কাঁদছিস কেন রে ?

ছন্দা। বাবা—আমি মানে—

বিন্দু। আর বলনা বাবা—আজ কদিন ধরে তোমাকে দেখার জন্য বৌমার মন খারাপ হয়েছে। আমি এত করে বোঝাচ্ছি মন খারাপ করনা—তোমার বাবা নিশ্চয়ই আসবে—তবু আজ সকাল থেকে কান্নাকাটি করছে।

ভোলা। পাগলী কোথাকার! এতে কান্নাকাটি করার কি আছে? এইতো আমি এসে গেছি। এইবার হাস—হাস। ওরে তোর চোখের জল যে আমি সইতে পারি না।

ছন্দা। তুমি ভালো আছো তো দাদা—ছোটদা—

ভোলা। সব ভাল—সব ভাল—তোরা ভাল আছিস তো?

ছন্দা। ভাল আছি—খুব ভাল আছি—পিসিমা আমাকে খুব ভালবাসেন।

ভোলা। শুনেও শান্তি—

বিন্দু। বৌমা—তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন, শীগ্‌গির যাও তোমার দাদার জন্য জলখাবার আনো। আহা একে খোঁড়া মানুষ, এত পথ এসেছে, কত কষ্ট হয়েছে—

ভোলা। না-না—আমার কোন কষ্ট হয়নি—ছোট বোনকে দেখতে আসছি তাতে কষ্ট কিসের?

ছন্দা। দাদা—

ভোলা। হ্যাঁরে তোর মুখে হাসি দেখলে আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যায়।

বিন্দু। হবেই তো, হাজার হোক হাতে করে মানুষ করা বোন তো।

ভোলা। তা যা বলেছেন পিসিমা! এইটুকু বেলা থেকে ওকে আমি এতবড় করে তুলেছি—ও আমার বাড়িতে নেই—বাড়িটাই যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। এখনও পর্য্যন্ত এক গ্লাস জলের দরকার হলে ভুল করে বলে ফেলি, ছন্দু এক গ্লাস জল দিয়ে যা তো দিদি। পরক্ষণেই ভুল ভেঙে যায়। তখনই মনে পড়ে আমার ছন্দু শ্বশুর বাড়িতে সংসার করছে—সে সংসারী হয়েছে।

বিন্দু। হ্যাঁ, বোন তোমার খুব সংসারী একথা আমি ঢাক পিটিয়ে বলি—কি হল বৌমা—এখনও দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও জল-খাবার নিয়ে এসো—

ছন্দা। যাচ্ছি—তুমি একটু বস দাদা—আমি এখুনি তোমার খাবার নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

বিন্দু। সত্যিই বাবা, তোমায় বোনের মত লক্ষ্মী মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি—

ভোলা। আমি তো বলেছিলুম পিসিমা, আমার ছন্দুর মত মেয়ে লাখে একটা মেলে না। সে কথাটা মিলেছে তো? এই যা একটা জিনিষ দিতে ভুলে গেছি—

বিন্দু। কি জিনিষ?

ভোলা। পেয়ারা—

বিন্দু। পেয়ারা—

ভোলা। হ্যাঁগো পিসিমা—ছন্দু সখ করে নিজের হাতে একটা পেয়ারা গাছ লাগিয়েছিল—এতদিন পরে সেই গাছে ফল হয়েছে—তাই আমি তাকে—

বিন্দু। সেই পেয়ারা দিতে এসেছো—

ভোলা। আনবো না—তার নিজের হাতে লাগান গাছ, তাছাড়া সে পেয়ারা খেতে খুব ভালবাসে—

বিন্দু। বুঝলাম—কিন্তু সেই আংটিটা এনেছো তো?

ভোলা। আংটি—

বিন্দু। হ্যাঁ আংটি—আংটি। সেই যে বেশী করে সোনা দিয়ে নতুন করে গড়িয়ে রেখে বলে গেলে, সেকথা ভুলে গেছো?

ভোলা। না-না—পিসিমা ভুলিনি, তবে—

বিন্দু। তবে কি, আনোনি—কেমন ?

ভোলা। জানেন তো আমি গরীব মানুষ—

বিন্দু। গরীব মানুষ তো কথা দিয়েছিলে কেন ?

ভোলা। কথা যখন দিয়েছি তখন নিশ্চয়ই দেব, তবে দয়া করে আরও কিছু দিন সময় দিতে হবে।

বিন্দু। এতদিন হয়ে গেল আবার সময়! উঁ, আংটি না এনে পেয়ারা নিয়ে বোনকে সোহাগ দেখাতে এসেছ—

ভোলা। পিসিমা—আপনি এসব—

বিন্দু। সোজা কথা বাবা, আংটি যেদিন দিতে আসবে সেদিন এ বাড়িতে ঢুকবে—নইলে আর কোনদিনই এখানে আসবে না।

ভোলা। আসবো না!

বিন্দু। না-না-না—বলি ছোট কথা কি কানে যায় না!

ভোলা। বেশ তাই হবে। যেদিন আংটি দিতে পারবো সেই দিন আসবো—নইলে আর কোন দিনই আসবো না। আজ শুধু ছন্দার সঙ্গে দুটো কথা বলে আর এই পেয়ারা কটা দিয়েই আমি চলে যাবো।

বিন্দু। না, বৌমার সঙ্গে এখন আর দেখা করতে হবে না। তুমি চলে যাও—

ভোলা। নিশ্চয়ই যাবো। তবে ছন্দার সঙ্গে দেখাটাও করতে দেবেন না!

বিন্দু। না—আংটি নিয়ে এসেই দেখা করবে।

ভোলা। বুঝেছি, পিসিমা বুঝেছি আমার অংক ভুল হয়ে গেছে।

যাক পিসিমা—দয়া করে আপনি এই পেয়ারাকটা ছন্দুর হাতে দিয়ে বলবেন, তার নিজের হাতের লাগান গাছের ফল—

বিন্দু। এসব ঢং আমার ভাল লাগে না। [ফেলে দেয়]

ভোলা। পিসিমা ফেলে দিলেন—আপনি ফেলে দিলেন! যে পেয়ারা বুকে করে নিয়ে আমি বড় আশা করে কত দূর থেকে ছুটে এসেছি, আপনি তা এইভাবে মাটিতে ফেলে দিলেন? মনে একটুও দয়া হল না!

বিন্দু। দয়া-টয়া আমার নেই, তুমি এখন যাও।

ভোলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ যাচ্ছি, আমি ভুলে গিয়েছিলাম পিসিমা, গরীবের স্নেহ মমতা থাকতে নেই। গরীব হয়ে জন্মানো মহাপাপ। আংটি না দেওয়া পর্য্যন্ত আর আসতে পারবো না।

বিন্দু। কথাটা মনে থাকে যেন।

ভোলা। থাকবে পিসিমা, নিশ্চয়ই মনে থাকবে। ছন্দু যে আমার বুকের পাঁজর, একটা আংটির জন্ম তাকে দেখতে পাবো না একথা কি ভুলতে পারি।

বিন্দু। ভুলতে যদি নাই পারো, খালি হাতে এলে কেন?

ভোলা। হিসেবে আমার ভুল হয়ে গেছে পিসিমা। সোনার আংটি আর সোহাগের পেয়ারা যে এক নয় একথা আমি বুঝতে পারিনি পিসিমা—বুঝতে পারিনি। [প্রস্থান।

বিন্দু। হুঁ নাকে কাঁদুনি! বোনটাকে গছিয়ে দিয়ে আমার সব আশাই ছাই করে দিয়েছে—নইলে—

খাবার হাতে ছন্দার প্রবেশ।

ছন্দা। দাদা—দাদা—আগে এই জলখাবারটা খেয়ে নাও, তারপর—একি দাদা কোথায় পিসিমা?

বিন্দু। চলে গেছে।

ছন্দা। চলে গেছে!

বিন্দু। হ্যাঁ আমি এত করে বললুম তবু কিছুতেই থাকলো না।

ছন্দা একি এখানে পেয়ারা ছড়ানো কেন?

বিন্দু। তোমার দাদার কীর্ত্তি। আমি সেই আংটিটা চেয়েছিলাম বলে রাগ করে—

ছন্দা। পিসিমা—[খাবার পড়ে গেল]

বিন্দু। খাবার ফেলে দিলে যে! কি হলো সঙ-এর মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? কি বলছি কানে যাচ্ছে না—

ছন্দা। আমার দাদাকে খাওয়ার সময়টাও দিলেন না পিসিমা—

বিন্দু। আঃ মরণ—আমি কেন খাবার সময় দেব না। সে নিজেই তো চলে গেল—

ছন্দা। আমি বুঝতে পেরেছি পিসিমা—আংটির জন্যই দাদা অপমানিত হয়ে চলে গেছে।

বিন্দু। কথা শুনলে গা জলে যায়! নাও—নাও আর ঢং করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না—খাবারটা তুলে নাও [ছন্দা পেয়ারা তুলতে থাকে] ওকি খাবার তুলতে বললাম আর পেয়ারা কুড়োচ্ছো যে—

ছন্দা। ঘরটা বড় নোংরা হয়ে আছে পিসিমা। জঞ্জালগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে আসি। [প্রস্থান।

বিন্দু। শুনলে—শুনলে আবাগীর বেটীর কথা শুনলে। দেমাক—দেমাক—দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না। আচ্ছা আমিও বিন্দুবাসিনী, ঝাঁটা মেরে তোকে তাড়াবোই—তাড়াবো—

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য

ডাক্তারবাবু ও জ্যোতি আসে।

জ্যোতি। না-না—এ হতে পারে না ডাক্তার বাবু। এক্স-রের রিপোর্টে ভুলও তো হতে পারে।

ডাক্তার। ভুলের কোন অবকাশ নেই। সিমটম্ দেখে পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম, শুধু কনফার্ম হবার জন্যই এক্স-রে করাতে বলেছি। ইট ইজ এ কেস অফ টিউমার।

জ্যোতি। নো, আই ডোণ্ট বিলিভ ইট। আই ওয়াণ্ট টু লিভ। আমি মরতে পারবো না। ডাক্তারবাবু আমাকে বাঁচান। আমার ছন্দার কি হবে তবে!

ডাক্তার। এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? স্থির হোন। নিজেকে শক্ত করুন, আপনি এভাবে ভেঙে পড়লেই কি আপনার স্ত্রী উপকার হবে।

জ্যোতি। ডাক্তারবাবু আমি হয়তো পাগল হয়ে যাব। মাথার মধ্যে টিউমার—অপারেশন করলে হাজারে একজন বাঁচে। আবার সেই একজনও পঙ্গু অথর্ব হয়ে যেতে পারে। না-না, আমি আর ভাবতে পারছি না! পঙ্গু অথর্ব হয়ে সারাজীবন অপরের গলগ্রহ হয়ে কাটাতে হবে। না-না—আমি অপারেশন করাব না।

ডাক্তার। কিন্তু জ্যোতিবাবু, টিউমারটা যে অবস্থায় আছে—যে কোনদিন বার্ষ্ট করতে পারে। আর তাহলে—

জ্যোতি। ডাক্তারবাবু আমি কি করবো বলতে পারেন? আমার জীবনের সব আশা আকাংখা যে শেষ হয়ে গেল।

ডাক্তার। দেখুন জ্যোতিবাবু, আপনার মত শিক্ষিত লোকের এতটা ভেঙে পড়া উচিত নয়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঞ্জা লড়াই তো পুরুষত্ব। আমরা কেউ বা গুনছি দিন—কেউ বা গুনছি বছর।

জ্যোতি। হ্যাঁ ঠিক বলেছেন ডাক্তারবাবু। কেউবা গুনছি বছর—কেউ বা দিন। আমি অপারেশন করাব—আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

ডাক্তার। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি ডাক্তার সামন্তকে একটা চিঠি দিয়ে যাচ্ছি। তিনি ছাড়া আর কেউ এই অপারেশনের দায়িত্ব নেবেন না। [প্রস্থান।

জ্যোতি। অপারেশন করার—হ্যাঁ করাব। কিন্তু যদি পঙ্গু হয়ে যাই—উঃ—না—না—না ডাক্তারবাবু, না—না—আমি অপারেশন করাবো না। কেউ জানবে না একদিন মাথার মধ্যে টিউমারটা ফেটে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টি করবে—কেউ জানবে না। পঙ্গু অথর্ব হয়ে পশুর মত জীবন কাটাতে পারবো না। তার চেয়ে মরণকেই সাদরে বরণ করে নেবো—আমি জীবনের শেষ কটা দিন ভুলে থাকব—সব ভুলে থাকব। মদ—হ্যাঁ—হ্যাঁ মদ খাব—বেহুঁশ হয়ে থাকবো।

[প্রস্থান।

——

ষষ্ঠ দৃশ্য

কমলা ও শুভেন্দুবাবুর প্রবেশ

শুভেন্দু। না-না—ওষুধ খেয়ে আমার কিছু হবে না।

কমলা। কথা শুনুন বাবা—ওষুধটা খেয়ে নিন।

শুভেন্দু। বলছি ওষুধ আমি খাব না। দেহের রোগের চেয়ে মনের রোগ যেখানে প্রবল—সেখানে ওষুধে কোন কাজ দেবে না।

কমলা। বাবা—

শুভেন্দু। ওঃ—ঐ দয়ালটাও দেখছি আমার মাথা খারাপ করে দেবে!

কমলা। কেন বাবা, দয়ালদা আবার কি করেছে?

শুভেন্দু। কি করেছে বুঝতে পারছ না? কাল তাকে কেয়ার বাড়ীতে খবর আনতে পাঠিয়েছি, আর সে সেই যে গেছে আর ফেরার নামটা নেই!

কমলা। হয়তো ঠাকুরঝি তাকে আসতে দিচ্ছে না।—

শুভেন্দু। না-না তা নয়—এ শুধু আমাকে জব্দ করা, বুঝলে? সে জানে তাকে না হলে আমার একদিনও চলে না, তবু সে ইচ্ছে করেই সেখানে পড়ে আছে—

কমলা। না বাবা, দয়ালদা সে রকম মানুষই নয়।

শুভেন্দু। তুমি বল্লেই হলো, আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছি। আজকাল ভীষণ ভাবে বেড়ে উঠেছে। এত বড় সাহস, আমার মুখে মুখে কথা বলে! তাড়াবো-তাড়াবো—কেয়ার খবরটা নিয়ে ফিরে এলেই তাকে তাড়াবো।

কমলা। দয়ালদাকে তাড়িয়ে দেবেন ?

শুভেন্দু। না-না, দয়ালকে তাড়াতে পারবো না। ও বড় বিশ্বাসী লোক, বড় ভাল লোক—

কমলা। আমি কি ওষুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, না খেয়ে নেবেন ?

শুভেন্দু। ও ওষুধ, দাও দাও এনেছো যখন খেয়েই নিই। [ওষুধ খায়] জানো বৌমা—কেয়ার জন্য বড় চিন্তায় পড়েছি। তিন মাস বিয়ে হয়েছে, এখনও পর্য্যন্ত অভিজিতের সঙ্গে তার মনের মিল হল না।

দয়ালের প্রবেশ।

দয়াল। কর্ত্তাবাবু-কর্ত্তাবাবু—

কমলা। এই যে দয়ালদা এসে গেছে—

শুভেন্দু। এসো-এসো দয়ালবাবু এসো—

দয়াল। কর্ত্তাবাবু—

শুভেন্দু। হতভাগা জানিস না তোকে ছাড়া আমার এক দিনও চলে না। তবে কেন তুই সেখানে পড়েছিলি ?

দয়াল। তা আমাকে ধমকাচ্ছো কেন ? দিদিমণিই যে আমাকে আটকে দিলে।

শুভেন্দু। দিদিমণি আটকে দিলে আর তুই রয়ে গেলি। যাক, এখন বল কি দেখে এলি—

দয়াল। কি আর বলবো কর্ত্তাবাবু, দিদিমণির সংসারে অশান্তি লেগেই আছে। দাদাবাবুর সংগে তার একদিনও মনের মিল হয় নি।

শুভেন্দু। সে তো আমিও জানি। কিন্তু মিল হয়নি কেন তা জানতে পেরেছিস ?

দয়াল। আজ্ঞে একটু একটু জানতে পেরেছি!

শুভেন্দু। কি জানতে পেরেছো? অভিজিত তাকে মানাতে পারছে না এই তো—

দয়াল। না কর্তাবাবু, দাদাবাবু দিদিমণিকে মানাবার অনেক চেষ্টা করছে, কিন্তু দিদিমণিই বড্ড ইয়ে, মানে বেয়াড়াপনা করছে।

কমলা। শুনলেন বাবা? আমি বলিনি, ঠাকুরঝিকে তার দাদা যে ভাবে গড়ে তুলেছে, তাকে—

শুভেন্দু। অভিজিত তাকে কণ্ট্রোল করতে পারছে না, এই তো? তাহলে আমি যে উদ্দেশ্যে অভিজিতের সঙ্গে তার বিয়ে দিলাম সে উদ্দেশ্য আমার সফল হবে না। আচ্ছা দয়াল, কি নিয়ে ওদের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয় বলতে পারো?

দয়াল। আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু একটু শুনেছি। দিদিমণি বলে এটা চাই ওটা চাই, আর দাদাবাবু বলে আমার সামর্থ নেই। ব্যস লেগে গেল ঝগড়া। যত সব ইয়ে—

শুভেন্দু। হুঁ পেয়েছি পেয়েছি—পয়েণ্ট একটা পেয়েছি—

কমলা। কি বাবা?

শুভেন্দু। পয়েণ্ট—পয়েণ্ট, ভাল পয়েণ্ট যা করলে ওদের মধ্যে মনের মিল হবেই হবে।

দয়াল। সেটা কি খুলেই বলবে তো।

শুভেন্দু। তোর কাছে কি বলবো। তুই যা, খেটে খুটে এসেছিস এখন বিশ্রাম করগে যা—

দয়াল। বেশ বলছো যখন যাচ্ছি। যত সব ইয়ে—[প্রস্থান।

শুভেন্দু। জান বৌমা—আমি বুঝতে পেরেছি ওদের অশান্তির প্রকৃত কারণ কি? কেয়া এতদিন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে—ইচ্ছামত চলেছে—যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে—কিন্তু অভিজিত তা দিতে পারছে না বলেই এই অশান্তি—

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। এতো আমি অনেক আগেই কোরকাষ্ট করেছিলাম বাবা। কেয়ার মত মেয়ে কিছুতেই ও ঘরে টিকতে পারে না। অভিজিত তাকে কিছুতেই—

শুভেন্দু। থাক আর বলতে হবে না, অভিজিতকে আমি ভাল ভাবে চিনি। আচ্ছা বিনয়, তোমাকে যে বলেছিলাম অভিজিতকে ইনক্রিমেণ্ট দিয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার করে দাও—তার কি হল—

বিনয়। ইনক্রিমেণ্ট নিশ্চয়ই দেব বাবা, কিন্তু এই তিন মাস হল ওদের বিয়ে হয়েছে—এখুনি যদি ইন্‌ক্রিমেণ্ট দিই তাহলে অভিজিত হয়তো ভাববে তার কোন কর্মক্ষমতা নেই—সে শুধু আমাদের ভগ্নিপতি বলেই তাকে এত তাড়াতাড়ি ইন্‌ক্রিমেণ্ট দিয়েছি। তার চেয়ে আর কিছুদিন যাক, তারপর—

শুভেন্দু। ঠিক আছে, তাহলে আর এক কাজ কর—আমার এ্যাটর্নীকে একবার সংবাদ দাও।

বিনয়। এ্যাটর্নী কেন বাবা?

শুভেন্দু। এই সম্পত্তির একটা অংশ আমি অভিজিতের নামে লিখে দেবো।

বিনয়। সম্পত্তি লিখে দেবেন?

শুভেন্দু। বুঝতে পারছো না, কেয়া এতদিন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মানুষ

হয়েছে, তাই অভিজিতের সংসারে তার মন বসছে না। ফলে ওরা দুজনেই অশান্তিতে ভুগছে। এখনও যদি অভিজিতকে এই সম্পত্তির একটা অংশ লিখে দিই তাহলেই ওদের সংসারে সচ্ছলতা আসবে, আর সচ্ছলতা আসলেই কোন অশান্তিই থাকবে না। কি বৌমা—

কমলা। আপনি ঠিকই বলছেন বাবা।

বিনয়। আমি কিন্তু এবিষয়ে একমত হতে পারলাম না।

কমলা। সেকিগো এই তার দুঃখে তোমার বুক ফেটে যাচ্ছিল— আর সম্পত্তি দেওয়ার বেলায় একমত হতে পারছো না কেন?

বিনয়। তার যথেষ্ট কারণ আছে—সে তুমি বুঝবে না।

কমলা। বুঝেছি খুব বুঝেছি—

বিনয়। কি বুঝেছো?

কমলা। বুঝেছি—ঠাকুরঝিকে তুমি খুব ভালবাসো— [প্রস্থান।

বিনয়। ননসেন্স—

শুভেন্দু। বিনয়—

বিনয়। বাবা আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি, এই সম্পত্তির উপর আমার কোন লোভ নেই। আর কাউকে দেওয়াতেও আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু—

শুভেন্দু। ওসব কিন্তু-টিন্তু থাক। এখন আমি যা বললাম তাই কর—এ্যাটর্নীকে সংবাদ দাও।

বিনয়। বেশ, আপনার সম্পত্তি আপনি যা খুশি করতে পারেন। আমি তা নিয়ে কোন কথাও বলবো না—আর এ সংসারেও থাকবো না—

শুভেন্দু। সংসারে থাকবে না! কি বলছো তুমি?

বিনয়। ঠিক বলছি। আমি এ বাড়ীর ছেলে, আমার কোন

কথাই যদি এখানে না টেকে তবে কেন থাকবো এখানে? আমি আজই বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।

শুভেন্দু। এই দেখ দিকিনি—কথায় কথায় তোমাদের যদি রাগ হয় তাহলে আমি কি রাগতে পারি না, আমি কি বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে যেতে—থাক তুমি কি বলছো—বল—

বিনয়। এই তিন মাস ওদের বিয়ে হলো—এখনও পর্যন্ত মনের মিল হয়নি। দুজনেই দুজনকে কেউ সহ্য করতে পারছে না। এমতাবস্থায় আপনি যদি অভিজিতের নামে সম্পত্তি লিখে দেন কেয়াতো কিছুতেই সহ্য করবে না, ফলে অশান্তির আগুন আরও বেড়ে যাবে।

শুভেন্দু। যদি কেয়ার নামে লিখে দিই?

বিনয়। তাহলে সেই একই প্রশ্ন দেখা দেবে, কেয়া প্রভুত্ব দেখাবে আর অভিজিত তা মানবে না

শুভেন্দু। তাহলে এখন—

বিনয়। আমাকে কিছুদিন সময় দিন বাবা, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি, ওদের ভুল বোঝাবুঝির মীমাংসা করতে পারি কিনা। ইন্‌ক্রিমেণ্ট দিলে যদি মনের মিল হয়ে যায় তখন যার নামে হোক সম্পত্তি লিখে দেবেন।

শুভেন্দু। বেশ তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম। কেয়া তোমার ছোট বোন, অভিজিত তোমার ভগ্নিপতি, আশাকরি তুমি ওদের মঙ্গল কামনাই করবে।

বিনয়। একশোবার—

শুভেন্দু। কেয়াকে উপলক্ষ করে একটা সংসার যাতে ভেঙে না যায় সে দিকে লক্ষ রাখবে। [প্রস্থান।

বিনয়। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। মঙ্গল কামনা—ছোটবোন—ভগ্নিপতি হাঃ-হাঃ- হাঃ। না-না, আমি লাভের অংক কষতে বসেছি, লোকসানের খাতায় নাম লেখাবো না।

দীলিপের প্রবেশ।

দীলিপ। বিনয়—বিনয়—একথা কি সত্যি, স্যার অভিজিতকে ইনক্রিমেণ্ট দিয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার করে দিতে চান?

বিনয়। হ্যাঁ সত্যি।

দীলিপ। ঐ অভিজিতের জন্য আমি কেয়াকে পেলাম না। উপরন্তু আমার পজিসন্ নিয়ে টানাটানি—

বিনয়। তাইতো ভাবছি।

দীলিপ। কি ভাবছিস?

বিনয়। ভাবছি তোকে যদি জেনারেল ম্যানেজার করে দেওয়া যায় তাহলে—

দীলিপ। বিনয়—

বিনয়। ইয়েস, আমি তোকে জেনারেল ম্যানেজারই করে দেব। কিন্তু—

দীলিপ। কিন্তু কি?

বিনয়। অভিজিত তোর সব কাজের সব আশার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাকে যতদিন না বাবার কাছে অবিশ্বাসী সাজাতে পারবি ততদিন তোর কোন আশাই পূর্ণ হবে না।

দীলিপ। সেজন্য চিন্তা নেই। যেমন করেই হোক অভিজিতকে আমি দোষী সাজাবোই সাজাবো। তারই জন্য আমি কেয়াকে পেলাম না। নইলে তুইতো অন্ততঃ জানিস, কেয়ার সঙ্গে আমার কত ভাল-বাসা ছিল।

বিনয়। তোর সেই ভালবাসাকে আমি ব্যর্থ হতে দেবো না। তুই আমার বন্ধু। আমাদের কোম্পানীতে কাজ করলেও তোকে আমি বন্ধু ছাড়া অন্য চোখে দেখি না। তাই তোর সঙ্গেই আমি কেয়ার বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু থাক ও কথা—এখন শোন, তুই মাঝে মাঝে এক-আধবার কেয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাস।

দীলিপ। সেকি—অভিজিত যদি আমাকে সন্দেহ করে?

বিনয়। আরে না-না, কেয়া সব ম্যানেজ করে নেবে। তুই শুধু যাবি, একটু-আধটু গল্প করে চলে আসবি।

দীলিপ। ঠিক আছে তাই হবে।

বিনয়। আর একটা কথা, আমরা যে কি করছি আর কি করবো, কেয়াকে কিছু জানাবি না।

দীলিপ। হোয়াই নট—

বিনয়। বুঝিস না কেন, এখন তার বিয়ে হয়েছে, স্বামী আছে। হঠাৎ যদি মনের দুর্বলতা এসে পড়ে তাহলে ফল হয়তো ভাল হবে না। তাই অন্য ভাবেই তার মন ঘুরিয়ে দিতে হবে।

দীলিপ। মন ঘুরবে তো?

বিনয়। ওঃ, ডেফিনিটলি। আমি তার মন ঘুরিয়ে দেব। সে বিশ্বাস আমার উপর রাখতে পারিস।

দীলিপ। অল রাইট। বৃক্ষের নাম ফলেই পরিচয় পাবো।

[প্রস্থান।

বিনয়। পাবে—পাবে, নিশ্চয়ই পরিচয় পাবে। শিখণ্ডিকে সামনে রেখে অর্জ্জুন ভীষ্মবধ করেছিলো। আর আমি—আমি কেয়াকে সামনে রেখে যুদ্ধে জয় করবো। কেয়া—কেয়া আমার যুদ্ধ জয়ের মারণাস্ত্র হবে। কেয়া—　　　　[প্রস্থান।

কক্ষ।

সপ্তম দৃশ্য।

উগ্র সাজে কেয়া ও অভিজিতের প্রবেশ।

কেয়া। না-না, আমি পারবো না—পারবো না—পারবো না।

অভিজিত। কথা শোন কেয়া, এই ভাবে তুমি আমার শান্তির সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করো না।

কেয়া। আমি অশান্তি করছি না তুমি করছো—

অভিজিত। আমি—!

কেয়া। হ্যাঁ তুমি। তোমার প্রথমেই বোঝা উচিত ছিল—আমি বড়লোকের মেয়ে। এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত গড়িয়ে খাইনি—রান্না করা, ভাত বেড়ে খেতে দেওয়া—ওসব আমার কাজ নয়।

অভিজিত। তা বললে কি চলে সুন্দরী? বড়লোকের মেয়ে হলেও আমাকে ভাগ্যবান সাজাতে যখন আমার বৌ হয়ে এসেছো তখন এই সামান্য কাজটুকু তোমাকে করতে হবে বৈকি। কারণ তোমার ঐ সুন্দর হাতের রান্না না খেলে যে আমার পেট একদম ভরে না প্রিয়তমে। [চিবুক স্পর্শ করে]

কেয়া। থামো, এসব ঠাট্টা আমি ভালোবাসিনা।

অভিজিত। এঁ্যা ধরে ফেলেছো! আমি মনে করেছিলাম তুমি ঠাট্টা বোঝ না। যাক তাহলে সিরিয়াসলিই বলছি শোন। এতদিন এই সংসারে আমরা তিন ভাই বোনে কাটিয়েছি, কোনদিন কোন ঝি-চাকরের প্রয়োজন হয়নি। তবু তুমি বড়লোকের মেয়ে—তোমার

কষ্ট হবে বলে দাদা একজন ঝি রাখতে বলেছিলো—তাই রেখেছি। এরপর একজন রাঁধুনী রাখার মত বড়লোক আমি নই।

কেয়া। তুমি যদি ইচ্ছে করে গরীব সেজে থাকো তার জন্যে আমি কষ্ট করতে যাবো কেন?

অভিজিত। ইচ্ছে করে গরীব সেজে আছি!

কেয়া। একজ্যাক্টলি। তুমি যদি আমার মতে চলতে তাহলে কোন অভাবই হোত না।

অভিজিত। যথা—

কেয়া। আমি প্রতি মাসেই বাবার কাছ থেকে টাকা আনতাম।

অভিজিত। সে টাকা আমি নিতাম না।

কেয়া। বাবা সম্পত্তির একটা অংশ আমাকে দেবেন বলেছেন—তাও আমি চেয়ে নিতাম।

অভিজিত। দাদা তাতে আপত্তি করতেন।

কেয়া। একখানা ভাল বাড়ী করে তুমি আর আমি সেখানে থাকতাম। ঝি, ঠাকুর-চাকর থাকতো। দুজনে সুখে জীবন কাটাতাম।

অভিজিত। দাদা সে বাড়ীতে থাকতেন না।

কেয়া। তিনি এই বাড়ীতেই থাকতেন, মাসে মাসে কিছু খরচ পাঠিয়ে দিলেই চলতো।

অভিজিত। ক্ষমা কর দেবী অধম স্বামীরে তব। আমি তোমার মতে চলতেও পারবো না—আর তোমার সম্পত্তিতেও আমার দরকার নেই।

কেয়া। কেন?

অভিজিত। এখনই তুমি আমার অক্ষম দাদাকে সহ্য করতে পারছো

না—আমাকে মানতে পারছো না। এরপর তোমার বাবার সম্পত্তি পেলেতো তুমি আমার মাথায় চেপে বসবে।

কেয়া। তার মানে ?

অভিজিত। মানে সম্পত্তির লোভে অনেকেই বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে সত্যি—কিন্তু আমি তা করিনি। আমার কাছে সম্পত্তির চেয়ে আমার দাদার দাম অনেক বেশী।

কেয়া। দাদা দাদা—আর দাদা! এত যদি দাদা ভক্ত তবে বিয়ে করে পরের মেয়েকে ঘরে আনতে গিয়েছিলে কেন ?

অভিজিত। দাদার সেবা-যত্ন করার জন্য। সারা জীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করে যে দাদা আমাকে মানুষ করেছে—আমি নিজের রোজগারে সেই দাদাকে শাক-ভাত খাওয়াবো, এই ভাঙা ঘরেই দিন কাটাবো তবু তোমার সম্পত্তিতে বড়লোক হয়ে আমার দেবতার মত দাদাকে আমি পর করে দিতে পারবো না।

কেয়া। তাহলে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করা উচিত ছিল না।

অভিজিত। তখন জানতাম না বড় লোকের মেয়েদের মন—প্রাণ নেই। তোমাকে বিয়ে করেছিলাম সংসার করবো বলে—সঙ সাজবো বলে নয়।

কেয়া। আমি যে তোমাকে বিয়ে করেছি এ তোমার সৌভাগ্য।

অভিজিত। তুমি সেকথা ভাবতে পারো, কিন্তু আমি মনে করি সে আমার দুর্ভাগ্য।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। [নেপথ্যে] কি হলো—কি হোলরে অভি—[প্রকাশ্যে] তোরা ঝগড়া করছিস কেন ?

অভিজিত। চুপ কর দাদা আসছে। না-না—ঝগড়াঝাঁটি নয়—সামান্য ব্যাপার নিয়ে—

কেয়া। সামান্য ব্যাপার নয়—সত্যিই ঝগড়া হচ্ছিল এবং সেটা আপনাকে নিয়েই—

ভোলা। আমাকে নিয়ে—

অভিজিত। হ্যাঁ দাদা তোমাকে নিয়ে। কেয়া বলছিল সে আমারই জন্য নাকি তোমাকে ঠিকমত সেবা-যত্ন করতে পারছে না, তাই—[ইঙ্গিতে কেয়াকে চুপ করতে বলে]

কেয়া। মিথ্যে কথা—

অভিজিত। কেয়া তুমি চুপ কর। না দাদা ওসব কিছু নয়—

ভোলা। কি হয়েছেরে আজ? তোদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে বিরাট একটা ঘটনা ঘটেছে—অথচ আমার কাছে গোপন করতে চাইছিস। কি হয়েছে বল?

অভিজিত। দাদা—মানে—

কেয়া। বলাবলির কি আছে—আমি ভাল খেতে পরতে চাই, সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে চাই, তাই কয়েকটা কথা বলেছি বলে ওর মুখ ভার হয়ে গেছে।

ভোলা। কেন বৌমা অভি কি তোমাকে কোন কষ্ট দিয়েছে?

কেয়া। না আমাকে খুব সুখেই রেখেছে—

অভিজিত। শুনছো দাদা শুনছো—তোমার আদরের বৌমার কথা শুনেছো?

ভোলা। চুপ কর ভাই চুপ কর—বৌমা ছেলেমানুষ তায় বড়-লোকের মেয়ে। এতদিন ঐশ্বর্য্যের কোলে মানুষ হয়েছে। এখানে নানা রকম অসুবিধা হয়েছে তাই ওকথা বলছে। দেখবি, দুদিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে।

অভিজিত। ঠিক হবে না দাদা, তেলে আর জলে কখনও মিশ খায় না।

কেয়া। তেলে আর জলে যে মিশ খায় না—একথা আগেই বোঝা উচিত ছিল।

অভিজিত। বুঝেছিাম। কিন্তু তোমার বাবা আর আমার দাদা—

ভোলা। অভি! শোন বৌমা, আমি তোমার ভাসুর—তুমি আমার ঘরের বৌ—ঘরের লক্ষ্মী, আমার সামনে এই ভাবে তর্ক করতে নেই। লোকে শুনলে নিন্দে করবে।

কেয়া। করুক। তবু লোকনিন্দার ভয়ে আমি বোবা হয়ে থাকবো না।

ভোলা। বৌমা—

অভিজিত। শোন দাদা শোন, ভাল করে শোন। তুমি যে বড় আদর করে ওকে এনেছিলে, সংসারে হাসির হাট বসাতে চেয়েছিলে—এই তার নমুনা।

ভোলা। যাক ওকথা। এখন শোন, আমি কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম ছন্দুর চোখে জল, তার মুখখানা বড় কালো হয়ে গেছে—তাই ভাবছি—

অভিজিত। তাকে দেখতে যাবে?

ভোলা। হ্যাঁ—যাবো যাবো?

অভিজিত। যাও না কি হয়েছে?

ভোলা। না মানে যেতে তো চাই—কিন্তু সেই কথাটা, সেই।

অভিজিত। কি কথা?

ভোলা। কি কথা! ঐ যে—মানে শরীর—শরীর—কাল থেকে আমার শরীরটা বড় খারাপ, এত পথ যেতে পারবো না। তাই

বলছিলাম, তুই একবার যা। দেখে আয় তারা কেমন আছে।

অভিজিত। কিন্তু দাদা—কেয়া যদি তোমাকে ঠিকমত দেখাশুনা না করে—

ভোলা। না কোন চিন্তা নেই, বৌমা বড় ভাল মেয়ে। মুখে যাই বলুক না কেন, মনে কোন আবিলতা নেই।

অভিজিত। দাদা তুমি কেন এত সরল হলে? এই সরলতার জন্যই হয়তো তোমার উপর দিয়ে একটা বড় ঝড় বয়ে যাবে।

ভোলা। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই ভাই। আমি যে বড়, বড় গাছেই যে ঝড় লাগে বেশী।

অভিজিত। দাদা!

ভোলা। এখন যা ভাই, ছন্দুর সংবাদটা নিয়ে আয়। তার জন্যে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে আছে।

অভিজিত। বেশ যাচ্ছি। ফিরতে হয়তো দেরি হতে পারে, তুমি চিন্তা কর না যেন।

ভোলা। আচ্ছা—আচ্ছা—

অভিজিত। কেয়া—দাদার শরীর খারাপ, সেবা-যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়। ফিরে এসে যদি শুনি কোন রকম অবহেলা করেছো তাহলে কিন্তু স্ত্রী বলে তোমাকে ক্ষমা করবো না।

কেয়া। তাই নাকি!

অভিজিত। কথাটা মনে থাকে যেন। [প্রস্থান।

কেয়া। আচ্ছা আমিও দেখে নেব।

ভোলা। বৌমা—

কেয়া। বলুন।

ভোলা। বৌমা, বাপ-মা মরা ভাই-বোনকে নিয়ে আমি এতদিন

এই সংসারের জোয়াল টেনে এসেছি। ওদের সুখী করাই আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। তুমি আমার অভিন্ন বৌ—আমার বড় আদরের। তাই তোমার কাছে অনুরোধ আমার এ স্বপ্নকে তুমি ভেঙে দিও না মা ভেঙে দিও না।

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। কেয়া কেয়া—

কেয়া। একি দাদা তুমি—

বিনয়। এই যে ভোলাদা, কেমন আছেন? [প্রণাম]

ভোলা। ভালো আছি ভাই ভাল আছি। তোমরা সব ভাল তো?

বিনয়। হ্যাঁ-হ্যাঁ সব ভালো।

ভোলা। তুমি তো আমাদের বাড়িতে একদম আসো না। কেন ভাই গরীব বলে কি আমাদের বাড়িতে আসতে নেই?

বিনয়। না-না—তা নয়—জানেন তো আমি নানান ঝামেলায় থাকি। তার ওপর কারখানার ওয়ার্কাররা এমন হয়েছে যে বলা যায় না। সব সময় দাবী আর দাবী। আজ মাইনে বাড়াও…কাল বোনাস দাও—তারপর ইউনিয়ান তো আছেই জানেন ভোলদা, এক-একবার ইচ্ছে হয় সব ব্যাটাদের গুলি করে মারি।

ভোলা। ওসব কথা থাক ভাই। বৌমা তোমার বিয়ের পর বিনয় এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলো, যাও যাও তাড়াতাড়ি উনুনটা ধরিয়ে দাও।

বিনয়। না-না…আমাকে খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না।

ভোলা। তা বললে কি হয় ভাই, এতদিন রাঁধুনীঠাকুরের হাতের রান্না খেয়ে এসেছো। এবার নিজের বোনের হাতের রান্না খেয়ে যাও, ভুলতে পারবে না।

বিনয়। কিন্তু এখুনি যে আমাকে ফিরতে হবে।

ভোলা। না-না, তা হয় না কিছুতেই আমি তোমাকে না খেয়ে যেতে দেব না। বৌমা তাড়াতাড়ি রান্নার ব্যবস্থা কর। আমি বাজার থেকে ঘুরে আসি! প্রস্থান।

কেয়া। হুঁ যত সব! দাদা—

বিনয়। বলতে হবে না—মুখ দেখেই বুঝেছি যে ভিতরে একটা সাইক্লোন চলছে।

কেয়া। আমার চিঠি তুমি পেয়েছো?

বিনয়। পেয়েছি। আমি আগেই জানতাম এ বিয়ে কখনও সুখের হতে পারে না। তোর মত আলট্রা মডার্ণ মেয়ে কখনই এ ঘরে টিকতে পারে না। তাই দীলিপের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে বলেছিলাম! কিন্তু বাবা যে আমার কোন কথাই শুনলেন না।

কেয়া। তার ফল আমাকেই ভোগ করতে হচ্ছে। নিজের কানে শুনলে তো, আমাকে উনুনে আগুন দিতে হবে, রান্না করতে হবে।

বিনয়। শুনলাম, এবং চিঠি পড়েও বুঝেছি বিয়ের পর তুই কিভাবে দিন কাটাচ্ছিস।

কেয়া। এ আমার বিয়ে হয়নি দাদা, এ আমার জীবনের অভিশাপ। এর চেয়ে বিয়ের আগে বিষ খেয়ে মরাই আমার ভালো ছিল।

বিনয়। উতলা হোসনে কেয়া—এখন শোন, আমি যেকথা বলতে এসেছি—

কেয়া। কি কথা?

বিনয়। তোর সব চিঠিই আমি বাবাকে পড়িয়েছি এবং তোর দুঃখের কথাও সব জানিয়েছি।

কেয়া। শুনে বাবা কি বললেন ?

বিনয়। বললেন, অভাবী সংসার বলেই কেয়ার কষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি সম্পত্তির একটা অংশ অভিজিতের নামে লিখে দিতে চান।

কেয়া। তার নামে লিখে দিতে চান ?

বিনয়। আমি অবশ্য প্রতিবাদ করে বাবাকে বলেছি, তিন মাস হলো কেয়ার বিয়ে হয়েছে—এর মধ্যে একদিনও ওদের মনের মিল হয়নি। এমতাবস্থায় যদি অভিজিতের নামে সম্পত্তি লিখে দেন তাহলে কেয়াকে সে কোন পরোয়াই করবে না—পায়ে পিশে রাখবে।

কেয়া। ঠিক বলেছো দাদা, সে শুধু তার খোঁড়া দাদার কথায় ওঠা-বসা করে। অথচ আমি একটা কথা বললেই তার মাথা গরম হয়ে যায়।

বিনয়। তাইতো বলেছি, সম্পত্তি যদি দিতে হয় কেয়ার নামেই দিন—অভিজিতের নামে নয়।

কেয়া। তুমি ঠিক বলেছো—সম্পত্তি আমার নামেই লিখে দিতে হবে।

বিনয়। আমি বললে তো হবে না বোন—তোকেও বাবার সামনে সেই কথাই বলতে হবে। জানিস তো দয়াল আর তার বৌদি সব সময় তোর আর আমার বিরুদ্ধে বাবার কান ভারি করে !

কেয়া। কিন্তু আমি বাবার সামনে—

বিনয়। কোন ভয় নেই, আমি তোর সহায় আছি। আমি তোকে সাহস দেবো।

কেয়া। দাদা—

বিনয়। জানিস তো তোকে আমি কত ভালবাসি। আমিই তোকে যুগের তালে চলতে শিখিয়েছি। পার্টিতে পার্টিতে নিয়ে গিয়ে

স্বাধীন ভাবে গড়ে তুলেছি। সেই তুই আমারই সামনে ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে মরবি—তা আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। তোর সুখের জন্য দরকার হলে আমি আমার ভাগের সম্পত্তিও তোর নামে লিখে দেব।

কেয়া। ঠিক আছে—আমি রাজী।

বিনয়। তাহলে আমি যা শিখিয়ে দেব তাই বলবি ?

কেয়া। বলবো।

বিনয়। আমি যে পথে চলতে বলবো—চলবি ?

কেয়া। চলবো।

বিনয়। দরকার হলে মিথ্যে অভিনয় করতে হবে—পারবি ?

কেয়া। পারবো।

বিনয়। থ্যাঙ্ক ইউ—থ্যাঙ্ক ইউ—তাহলেই তুই সুখী হবি, তোর জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

কেয়া। হবে! পূর্ণ হবে, একথা ভাবতেও আমার কত আনন্দ হচ্ছে। আচ্ছা দাদা তুমি একটু বসো, আমি তোমার জন্য রান্নার ব্যবস্থা করি—

[প্রস্থান।

বিনয়। হাঃ হাঃ-হাঃ—বাজীর ঘোড়া তৈরী। এইবার জীবন জুয়ার রেস গ্রাউণ্ডে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। সে ছুটবে—জয়ের আশায়, রঙীন নেশায় দিগ্‌ভ্রান্ত উল্কার মত ছুটবে। কিন্তু প্রকৃত জয় হবে কার ? ওর—না আমার ? হাঃ-হাঃ-হাঃ

[প্রস্থান।

———

অষ্টম দৃশ্য।

কক্ষ।

কালীকৃষ্ণ ও পেঁচোর প্রবেশ।

কালী। কারও নয়—তোর আর আমার—বুঝলি পেঁচো, লাভ হচ্ছে শুধু তোর আর আমার।

পেঁচো। তা যা বলেছো গুরু। দিব্যি পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে মদ খাচ্ছি—স্ফুর্তি করছি, বাইজী নিয়ে তা-রে না-না করছি।

কালী। শুধু কি তাই রে পেঁচো, এই যে বাড়ীর ইটগুলো দাঁত বের করেছিলো—সেটাও সারান হলো—

পেঁচো। হলো—

কালী। আমার আশ্রমের ছাদটা পড়ো পড়ো হচ্ছিল, সেটাও সারানো হলো—

পেঁচো। হলো—

কালী। কিন্তু কি করে হলো? এ সবই এর টুপি তার মাথায় তার টুপি এর মাথায় পরিয়েই, বুঝলি?

পেঁচো। বুঝলাম।

কালী। আমি কলির শ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীমৎ স্বামী কালীকৃষ্ণ। আমার কথা মত চল, দেখবি আরও কত কি হয়—হরি ওম্ তৎ সৎ—

বিন্দুর প্রবেশ।

বিন্দু। কি ব্যাপার কালী—পেঁচো, তোমরা এসময় এখানে কেন?

কালী। কিছু টাকার জন্যে বিন্দুদি—

বিন্দু। আবার টাকা!

কালী। হ্যাঁ, শ্যামলী বাইজী আজ পাঁচশো টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে।

বিন্দু। ওই তো সেদিন এক গাদা টাকা নিয়ে গেল, আজ আবার টাকা কি হবে ?

কালী। তা বললে কি হয়—যে কাজের যে খরচ তা করতে হবে বৈকি। নইলে এই এতবড় বাড়ীখানা তুমি পাবে কি করে ?

পেঁচো। ঠিকই তো—ঠিকই তো—

বিন্দু। তাই বলে এত খরচ করতে হবে ?

কালী। তবে থাক আর তোমাকে খরচ করতে হবে না, আমরা যে পর্য্যন্ত এগিয়েছি সেখানেই থেমে যাই। কি বলিসরে পেঁচো ?

পেঁচো। বটেই তো—বটেই তো—

বিন্দু। তার মানে ?

কালী। মানে শ্যামলী বাইজীকে বলে দিইগে জ্যোতিকে ভুলে যাও। এইবার অন্য খদ্দের ধর। বিন্দুদি আর তোমাকে টাকা দিতে পারবে না। চলরে পেঁচো।

বিন্দু। আমলো যা ! আমি সেই কথা বললাম নাকি ?

কালী। তবে কি বললে ?

বিন্দু। বললাম এত যে খরচ করছি—শেষ পর্য্যন্ত আমার আশা পূর্ণ হবে তো ?

পেঁচো। হবে মানে ! হয়ে বসে আছে—কি বল গুরু ?

কালী। হরি ওম্ তৎ সৎ। সে কথা আর বলতে !

বিন্দু। তাই যদি হয় তাহলে জ্যোতি বাড়ীতেই বেশী থাকে কেন ?

কালী। ভালোই তো ! যখনই সে বাড়ীতে থাকবে, তখনই তুমি তার কানে খরচের কথা তুলবে—দেনার কথা তুলবে।

বিন্দু। তারপর ?

পেঁচো। পাওনাদারদের ভয় দেখাবে—বাড়ী বিক্রি করার যুক্তি দেবে—

কালী। আর আমরাও সেই তালে তাল দেব। তারপর সুযোগ বুঝে একদিন দলিলে সই করিয়ে নিয়ে তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে। ব্যাস—ছক্কা—পাঞ্জা—ব্যোম—

বিন্দু। কিন্তু তার বৌটা-- ?

পেঁচো। তার জন্য কোন চিন্তা নেই—আমরা তো আছি।

কালী। এখন টাকা দাও বিন্দুদি, নইলে শ্যামলীর মুখ ভার হয়ে যাবে—আর তোমার সব আশাই পণ্ড হয়ে যাবে।

বিন্দু। ঠিক আছে। এসো আমি টাকা দিচ্ছি। মোদ্দা কথা এ বাড়ীখানা আমার চাই-ই— [প্রস্থান।

কালী। হরি ওম্ তৎ সৎ। আরে বাবা চাইলেই সব পাওয়া যায় না—পাওয়ার জন্য খরচ করতে হয়।

পেঁচো। গুরু—

কালী। কেন ?

পেঁচো। তোমার মাথায় কি আছে গুরু ?

কালী। ঘি, খাঁটি গাওয়া ঘি।

পেঁচো। তাইতো দেখলাম কেমন করে পাঁচশো টাকা ম্যানেজ করলে এ্যাঁ!

কালী। চোপ! শুনে ফেললে গোলমাল হয়ে যাবে।

পেঁচো। আমাকে ভাগ দেবেতো গুরু ?

কালী। দেবো। তোর চার আনা—আমার চার আনা—মায়ের চার আনা—আর কেষ্টর চার—হোলতো একেবারে সমান ভাগ। [প্রস্থান।

পেঁচো। শালা—গুরুর কি মাথা মাইরি, যেন ভাদ্দর মাসের পাকা তাল।

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। কি ব্যাপার পেঁচোদা, তুমি এ সময় এখানে ?

পেঁচো। বাবে শ্যামলী আমাকে পাঠিয়েছে—তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

জ্যোতি। শ্যামলী পাঠিয়েছে ? কেন ?

পেঁচো। বিয়ে করে সেই যে তুমি ডুব মারলে—তারপর থেকে শ্যামলীর দিকে আর তাকানো যায় না—উঠতে বসতে শুধু তোমার নাম করে। হিংসে হয়, জানো ভায়া হিংসে হয়—আহা—কি প্রেম—যেন লায়লা মজনু।

জ্যোতি। লায়লা মজনু ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—যাব আমি যাব, শ্যামলীকে আমার বড় প্রয়োজন।

পেঁচো। তাহলে বেশী দেরী করোনা যেন, সে কিন্তু তোমারই জন্যে সেজে-গুজে বসে আছে। আচ্ছা এখন চলি তাড়াতাড়ি এসো।

[প্রস্থান।

জ্যোতি। মাথার মধ্যে টিউমার। অপারেশন করলে হাজারে একজন বাঁচে। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আমি যাব—আমি শ্যামলীর কাছেই যাব। [প্রস্থানোদ্যত]

ছন্দার প্রবেশ।

ছন্দা। কোথায় যাবে ?

জ্যোতি। যেখানে বিয়ের আগে রাত কাটাতাম সেইখানে।

ছন্দা। হঠাৎ তোমার একি পরিবর্তন—এতদিন ধরে আমাকে কত ভালবাসার কথা বললে—আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না—এর মধ্যে সে সব কথা ভুলে গেলে ?

জ্যোতি। আমি তোমাকে বলেছি ? হাঃ-হাঃ-হাঃ আমি তোমাকে কোন কথাই বলিনি। আর যদি বলেই থাকি— শ্যামলী মনে করেই বলেছি—তোমাকে বলিনি।

ছন্দা। আমি তোমার স্ত্রী, আমার মুখের দিকে চেয়ে বল—মনের ব্যথা বুঝতে চেষ্টা করো। বল তোমার কি হয়েছে ? এক্সরে রিপোর্টে এমন কি আছে, যার জন্য রিপোর্টটা আসার পর থেকেই তুমি ভাল করে খাও না— কথা বল না—বল কি হয়েছে তোমার।

জ্যোতি। ওসব ন্যাকামো আমার ভাল লাগে না।

ছন্দা। তুমি আমাকে ধর্ম সাক্ষী করে বিয়ে করেছো, তোমার উপর কি আমার কোন অধিকার নেই ?

জ্যোতি। অধিকার—হাঃ-হাঃ-হাঃ—কেন আমি কি খাওয়া-পরার খুব কষ্ট দিচ্ছি নাকি ?

ছন্দা। শুধু খাওয়া-পরার জন্যই কি মানুষ বিয়ে করে ?

জ্যোতি। আমি তো তাই মনে করি।

ছন্দা। আমি তো তা মনে করি না।

জ্যোতি। তুমি কি মনে কর না কর তা আমার জানার দরকার নেই।

ছন্দা। তবু আমি জানতে চাই, আমি মাটির পুতুল নয়—রক্তমাংসে গড়া মানুষ। আমার মনেও আশা আছে—আকাঙ্খা আছে।

জ্যোতি। তাই নাকি ?

ছন্দা। আমিও তোমাকে কাছে পেতে চাই, ভালবাসা দিতে চাই—

ভালবাসা নিতেও চাই। তবে কেন তুমি আমাকে বঞ্চিত করে ঐ বাইজীর কাছে যাও—কত সুন্দরী সে বাইজী? কি গুণ আছে তার? কোন গুণে সে তোমাকে জয় করেছে? বল—বল—

জ্যোতি। শুনবে? বাইজী নাচতে জানে—গাইতে জানে—মনের মত করে সাজতে জানে। সে আমাকে মদ ঢেলে দেয়—নিজেও আমার সঙ্গে বসে খায়। মদের গ্লাসে ঘাগরার ছায়া ফেলে প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করে পৃথিবীর রং পাল্টে দেয়। আমার মন যা চায় সব কিছুই তার কাছে আছে। তাই তাকে নিয়েই আমি জীবন কাটিয়ে দেব।

ছন্দা। তাকে নিয়েই যদি জীবন কাটিয়ে দেবে তাহলে আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন?

জ্যোতি। ভুল করেছিলাম। ভেবেছিলাম আমি যা চাই তোমার কাছে তা পাবো। তা তুমি দিতে পারলে না আমি তোমাকে ভালবাসতে পারলাম না। তুমি স্বচ্ছন্দে আমাকে ডাইভোর্স করে চলে যেতে পারো লম্পট স্বামীর সঙ্গে ঘর করবার প্রয়োজন কি!

ছন্দা। আমি যে তোমাকে ভালবেসেছি—আমি যে—

জ্যোতি। থাম—ওসব ন্যাকা কথা অনেক শুনেছি। এখন পথ ছাড়ো—আমাকে যেতে দাও। শ্যামজী আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ছন্দা। করুক। আমি পথ ছাড়ব না, কিছুতেই তোমাকে যেতে দেবো না—[জড়িয়ে ধরে]

জ্যোতি। আটকেও তুমি রাখতে পারবে না। ছাড়ো,—ছাড়ো, বলছি।

জ্যোতি। আটকেও তুমি রাখতে পারবে না। ছাড়ো, ছাড়ো বলছি—

ছন্দা। না কিছুতেই ছাড়বো না —

জ্যোতি। ছাড়বে না! ছাড়াতে আমি জানি ছন্দা—ছাড়ো, দূর হ' শয়তানী—[ধাক্কা দিয়া ফেলে দেয়]

[প্রস্থান ।

ছন্দা। উঃ ভগবান—[মাটিতে পড়ে যায়]

গীতকণ্ঠে নীলুর প্রবেশ।

নীলু।—

গীত।

ললিতারে ললিতা কালা এমনি নিঠুর হায়,
রাধারে কাঁদায়ে সে যে গেল মথুরায়।
(রাধার) নয়নের জলে আজি ভাসিছে বয়ান
হৃদি যমুনায় আজ বহে না উজান!
শ্যামের বিরহে রাই ভূমিতে লুটায়॥
প্রাণের আবেগ বুঝিল না কালা
কালার লাগিয়া দহিয়া দহিয়া বুঝিবা প্রাণ হারায়॥

ছন্দা। ঠাকুরপো—

নীলু। নতুন করে কিছু বলতে হবে না বৌদি। তোমাদের বাড়িতে ঢোকার মুখেই দেখলাম জ্যোতি বেরিয়ে যাচ্ছে, আমাকে দেখে কথা বলল না। তখনই বুঝেছি তোমার উপর দিয়ে একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেছে।

ছন্দা। আমি জ্ঞানতঃ কোন পাপ করিনি ঠাকুরপো। তবে কেন ঠাকুর আমাকে এই শাস্তি দিচ্ছেন?

নীলু। এতো আজ নতুন নয় বৌদি, যুগ যুগ ধরে এই নিয়ম চলে আসছে।

ছন্দা। ঠাকুরপো—

নীলু। সুখ-দুঃখ দুই ভাই। সব সময়েই ওদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই আছে। যে যখন জয়ী সেই তখন মানুষের কাঁধে চেপে বসবে। আজ দুঃখ তোমাকে ভর করেছে—দুদিন পরে সুখও ভর করবে।

বিন্দুর পুনঃ প্রবেশ।

বিন্দু। কে রে মুখপোড়া, বৌমার সঙ্গে এত কি কথা বলছিস?

নীলু। আমি পিসিম—আমি—

বিন্দু। আ-হা-হা—পিসিমা বলে গা জুড়িয়ে দিলে আর কি?

ছন্দা। পিসিমা—পিসিমা আপনার ছেলেকে ধরে রাখতে পারলাম না।

বিন্দু। সে তো দূর থেকেই দেখলাম বাছা, ধরে রাখতে গিয়ে চোরের মার খেয়েছো।

নীলু। তোমার বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে?

বিন্দু। এই তুই চুপ কর।

নীলু। করলাম।

বিন্দু। এখন বল, কেন তুই যখন তখন এ বাড়িতে আসিস?

নীলু। সেকি পিসিমা, আমি তো বরাবরই এ বাড়িতে আসি।

বিন্দু। বরাবর আসিস বলে এখন আর আসতে পারবি না। আমার ঘরে সোমত্ত বৌ রয়েছে—পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে।

নীলু। পাঁচজনে বলুক আর নাই বলুক, তুমি তো বলে বসে আছো—

বিন্দু। কি বললি মুখপোড়া—

ছন্দা। চুপ কর ঠাকুরপো চুপ কর। পিসিমা, নীলমণি আমার ভায়ের মত। মাঝে মাঝে এসে আমাকে ঠাকুর-দেবতার গান শুনিয়ে যায়—তাই কিছুটা ভুলে থাকি—নইলে—

বিন্দু। তাই বললে কি হয় মা, বয়লটা তো মানতে হবে। নীলমণি তো কচি খোকা নয়, আর আশী বছরের বুড়োও নয়। তাছাড়া জ্যোতিকে তো জানো···কি মেজাজের ছেলে। যদি কোনদিন ভুল বুঝে সন্দেহ করে বসে তাহলে কি রক্ষে থাকবে।

ছন্দা। পিসিমা—

নীলু। কি করে রক্ষে থাকবে—তুমিই যে পাঁচখানা করে তার কানে দেবে।

বিন্দু। আমি কেন তার কানে দিতে যাব ?

নীলু। যেহেতু বৃন্দাবনে বিন্দেদুতি মরে তুমি এ যুগে বিন্দে-পিসিমা হয়ে জন্মেছো।

বিন্দু। নীলু···

নীলু। বলি বয়েসটা তো কম হয়নি, ক'দিন পরে চিতায় উঠবে ; মনটা এখনও এত নোংরা কেন ?

বিন্দু। বটে রে মুখপোড়া, আমার মন নোংরা! বেরো, বেরো এ বাড়ী থেকে।

নীলু। বেরোচ্ছি পিসিমা, বৌদি এখন চলি, পরে আবার গান শোনাতে আসবো।

বিন্দু। ঠ্যাং ভেঙে দেবো।

নীলু। খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসবো। [প্রস্থান]

বিন্দু। মুখে রক্ত উঠে মর মর মর—[আঙ্গুল মটকাতে থাকে] এখন শোন বাছা, তামাকে একটা ভালো কথা বলে দিই, আর যেন কোন দিন জ্যোতির কোন কাজে বাধা দিতে যেও না, বুঝলে ?

ছন্দা। সেকি! চোখের সামনে আমার স্বামী নষ্ট হয়ে যাবে—আর আমি বাধা দেব না ?

বিন্দু। বেশ তবে দাও। কিন্তু এরপর জ্যোতি যদি তোমাকে আচ্ছা মত ছেঁচে তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না। আগে থেকে বলে রাখলাম—হ্যাঁ—

দেবীকান্তের প্রবেশ।

দেবী। কি হল মা কি হল ?

বিন্দু। দেবী—দেবীকান্ত, এসেছিস বাবা—দেখ জ্যোতির কাণ্ড দেখ, বৌটাকে মেরে মেরে একেবারে আধমরা করে রেখে গেছে।

ছন্দা। পিসিমা !

দেবী। সেকি ! বৌমা, জ্যোতি তোমার গায়ে হাত তুলেছে !

ছন্দা। না-না, মানে, ঐ তাকে আমি বাইরে যেতে বাধা দিয়ে-ছিলাম কিনা ?

দেবী। তাই তোমার মুখে পাঁচ আঙুলের ছাপ এঁকে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে নিয়েছে। জ্যোতি এত নীচেয় নেমে গেছে ?

ছন্দা। দাদা।

বিন্দু। তুই তো তার ভাই, তুই তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ভাল করার চেষ্টা কর না বাবা। বৌমার এত দুঃখ আর সহ্য করা যায় না, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

দেবী। আহা, হা, তোমার কথা শুনে মাছের মায়ের পুত্রশোকের কথা মনে পড়ে যায়।

বিন্দু। আমি জ্যোতিকে এত করে বাধা দিলাম, তবু সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবী। তুমি বাধা দিয়েছিলে ? মা, সূর্য্যটা কি আজ পশ্চিম দিকে উঠেছিল নাকি ?

বিন্দু। তুই কি আমার কোন কথাই।

দেবী। থাক মা, আর বলতে হবে না। আমি তোমাকে চিনি, এখন একটা সত্যি কথা বলতো, আমি অনেক দিন ধরে দেখছি, ঐ গেরুয়াধারী কালীকৃষ্ণ আর পেঁচো এখানে আসে। কেন আসে ? কি কথা হয় তোমার সঙ্গে ?

বিন্দু। ওমা তাও জানিস না ! ওরা আমার গুরুভাই, মানে এক গুরুর কাছে আমরা দীক্ষা নিয়েছি। তাই মাঝে মাঝে আমাকে ধর্মের কথা শোনাতে আসে। আহা কালীকৃষ্ণ কি চমৎকার ধর্মের কথা বলে শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, মনে হয় এই সংসার-টংসার ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে চলে যাই।

দেবী ! তাই যাও না মা, কে তোমার পথ আটকে আছে ?

বিন্দু। যাবো বৈকি নিশ্চয়ই যাবো, আগে তোদের সংসারটা ভালোমত গুছিয়ে দিয়ে নিই তারপর যাবো। হুঁ, ছেলে তো নয় যেন কেউটে সাপ। [প্রস্থান।

দেবী। কাঁদছো ? কাঁদো-কাঁদো। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সব যুগেই সতী মেয়েরা এমনি করে কেঁদেছে। তুমিও কাঁদো। দেখবে ঐ চোখের জলই একদিন মুক্তোদানা হয়ে দেখা দেবে।

ছন্দা। দাদা !

দেবী। জানো বৌমা, আজ আমার বার বার নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোমার এই দুঃখের জন্য আমিই দায়ী।

ছন্দা। কেন দাদা, একথা বলছেন কেন ?

দেবী। ভেবেছিলাম বিয়ে করলে জ্যোতি ভাল হবে, সংসারী হবে। তাই আমিই তাকে বিয়ে করতে রাজী করিয়েছিলাম। কিন্তু যদি জানতাম কোনদিনই সে ভালো হবে না তাহলে।

ছন্দা। আজ আর ওকথা ভেবে লাভ নেই দাদা। এখন তাকে

পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনাই আমাদের কর্তব্য ।

দেবী । পারবে বৌমা পারবে, তুমি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে ?

ছন্দা । পারতেই হবে । নইলে যে বিয়ের মন্ত্র ভুল হয়ে যাবে, আমার শাঁখা সিঁদুরের কলঙ্ক হবে । তাই তো তাঁকে সর্বনাশের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে আমাকে যত নীচেয় নামতে হয় নামবো, তিনি যা ভাল-বাসেন আমি তাই দিয়েই তাঁর মন জয় করবো ।

দেবী । তা যদি পারো বৌমা—তাহলে জানবে—সীতা—সাবিত্রী—বেহুলা—বিষ্ণুপ্রিয়া—এরা কেউ পুঁথির পাতার ছবি নয়, কল্পনা নয়, তুমিই হবে তার জীবন্ত প্রমাণ ।　　　　[প্রস্থান ।

ছন্দা । ভগবান, তুমি আমার সহায় হও, তুমি আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন—

অভিজিতের প্রবেশ ।

অভিজিত । ছন্দা-ছন্দা—আরে এই যে ছন্দা—

ছন্দা । কেরে ছোট্দা তুই হঠাৎ—মানে বড়দা বৌদি সব ভালো আছে তো ? [অলক্ষে চোখ মোছে]

অভিজিত । দাদার শরীরটা কাল থেকে একটু খারাপ ।

ছন্দা । খারাপ, কেন, কি হয়েছে, কি অসুখ করেছে ?

অভিজিত । আরে, না না, চিন্তার কিছু নাই, সামান্য জ্বর হয়েছে ; কিন্তু তোর একি চেহারা হয়েছে, একেবারে চেনাই যায় না যে !

ছন্দা । কেন তুমি তো বলেছিলে বড়লোকের বৌ হলে আমাকে খুব মানাবে, একেবারে চেনাই যাবে না । তাই তো এরকম চেহারা হয়েছে, যাতে তোর চিনতে কষ্ট হয় ।

অভিজিত । না···না, ঠাট্টা নয়, চেহারার দিকে নজর দে, খুব খারাপ হয়ে গেছে ।

ছন্দা। ঠিক আছে, তুই যখন বলছিস নজর দেবো। আচ্ছা ছোট্দা বৌদির সঙ্গে তোর খুব মিল হয়েছে তো?

অভিজিত। খুব,—যাকে বলে আদায় কাঁচকলায়। হ্যাঁরে জ্যোতি প্রকাশ কোথায়? তাকে ডাক। শালা, বোনাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ জমাই।

ছন্দা কোথা থেকে ডাকবো, এতক্ষণ সে গাড়িতে।

অভিজিত। গাড়িতে—?

ছন্দা। হ্যাঁ, মানে আজই তার এক বন্ধুর বিয়েতে কলকাতা গেছে, ফিরতে ক'দিন দেরী হবে।

অভিজিত। ছন্দা, আমি যদিনই এখানে আসি সেদিনই সে বাড়ি থাকে না। হয় বিয়ে, না হয় শ্রাদ্ধ, কি ব্যাপার বলতো?

ছন্দা। তা কি করবো বল, তুই যদি আগে থেকে খবর দিয়ে আসতিস্ তাহলে আজ তাকে যেতে দিতাম না।

অভিজিত। কি করে খবর দেবো? এই আজকের কথাই ধর না, সবে আফিসে বেরুচ্ছি, অমনি দাদা বললে, অভি কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি ছন্দু আমার কাঁদছে, তার মুখখানা কালো হয়ে গেছে, তুই একবার তাকে দেখে আয় না ভাই।

ছন্দা। এ্যাঁ, দাদা স্বপ্ন দেখেছে আমি কাঁদছি, আমার মুখ কালো হয়ে গেছে! না, না, ছোটদা তুই দাদাকে বলিস আমি কাঁদিনি, আমি খুব সুখে আছি, খুব শান্তিতে আছি। [চোখে জল]

অভিজিত। ছন্দা তোর গলা কাঁপছে কেন, একি তুই কাঁদছিস?

ছন্দা। না-না, আমি কাঁদিনি ছোটদা, আমি খুব ভাল আছি। শান্তিতে আছি।

অভিজিত। কিন্তু তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে দাদার স্বপ্নই সত্যি।

সত্যিই তুই সুখী নোস ?

ছন্দা। [কান্নার আবেগে অভির বুকে পড়ে] ছোট্‌দা…

অভিজিত। কি হয়েছে আমাকে খুলে বল দিকি। আমি তোর সুখের জন্য [দুহাতে মুখ ধরে]—এ কি ছন্দা তোর গালে পাঁচটা আঙ্গুলের চিহ্ন আঁকা রয়েছে কেন !

ছন্দা। ও কিছু নয় ছোট্‌দা…ও কিছু নয়। এ আমার সুখের চিহ্ন এ আমার শান্তির চিহ্ন, শান্তির চিহ্ন।

অভিজিত। ছন্দা—

ছন্দা। আমি তোর পায়ে ধরে বলছি, ছোট্‌দা তোরা আর কখনও এখানে আসিস নে…কখনও না…আমি খুব সুখে আছি…খুব শান্তিতে আছি… [প্রস্থান।

অভিজিত। ছন্দা, ছন্দা, বুঝেছি ছন্দাও সুখী নয়। দাদার স্বপ্নই সত্যি, এখানেও তার অঙ্কে ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আমি, না দাদাকে বলবো ছন্দু খুব সুখে আছে-সে খুব ভাল আছে। [প্রস্থান।

—

নবম দৃশ্য।

বাইজী বাড়ি।

মাতাল জ্যোতি ও পেঁচোর প্রবেশ

জ্যোতি। মদ…মদ…মদ, আরও মদ চাই, যতক্ষণ না নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাই, ততক্ষণ শুধু মদ দাও। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে যেন আমার হুঁশ ফিরে না আসে। দাও…দাও, আরও মদ দাও।

পেঁচো। আমার কাছে যেটুকু ছিল সব তো শেষ করে দিয়েছো ভায়া, এখন—

জ্যোতি। কোন কথা শুনতে চাই না…মদ…আমার মদ, চাইই চাই।

পেঁচো। একটু ধৈর্য্য ধর ভায়া—গুরু তোমার জন্য মদ আনতে গেছে।

জ্যোতি। নেশা কেটে গেলেই সেই ভয়ংকর কথাটা মনে পড়ে যায় আমার দিন নাকি—না-না—সেই কথাটা ভাবলে সব যেন আমার কাছে ফাঁকা হয়ে যায়।

কালীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কালী। কিছু ফাঁকা হবে না ভায়া, আমি ঠিক সময়মত হাজির হয়েছি।

জ্যোতি। মদ এনেছো—দাও—দাও—

কালী। নাও যত পারো খাও। আমরা শুধু তোমাকে যোগান দিয়ে যাবো। হরি ওম্ তৎ সৎ—

[জ্যোতি বোতলে মুখ দিয়ে যায়]

পেঁচো। অমন করে ঢক্ ঢক্ করে খেও না ভায়া—বুকে লাগবে যে—

জ্যোতি। আচ্ছা কালীদা, দিনের পর দিন এত মদ খাচ্ছি, তবু আমি নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিনা, না? কেন বার বার সেই মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠছে?

কালী। কোন মুখ ভায়া—শ্যামলীর?

জ্যোতি। না-না—শ্যামলীর নয়—সেই মুখ—সেই চোখ—

কালী। কি বলছেরে পেঁচো?

পেঁচো। তাইতো ভাবছি গুরু—

জ্যোতি। এখানে আসার সময় সে আমাকে অনেক বাধা দিয়েছিলো—পায়ে ধরে কেঁদেছিল ; কিন্তু আমি যে কেন এসেছি সেই কথাটা হয়তো সে কোনদিনই জানতে পারবে না। তোমরা কেউ পারবে না আমার জ্বালা ভুলিয়ে দিতে ?

কালী। এখুনি ভুলিয়ে দিচ্ছি ভায়া—পেঁচো শীগ্‌গির বাইজীকে ডাক—

পেঁচো। শ্যামলী বাইজী এখন সাজছে গুরু—

কালী। ধ্যাৎ তোর সাজার নিকুচি করেছে। শীগ্‌গির ডাক—দেখছিস না জ্যোতিভায়া কেমন উতলা হয়ে পড়েছে। যা—যা—

জ্যোতি। না-না কালীদা—তাকে ডাকতে হবে না। আমার মনের ব্যথা তোমরা কেউ বুঝবে না।

উভয়ে। জ্যোতিভায়া—

জ্যোতি। অন্ধকার—অন্ধকার—আমার চারিদিকে শুধু নিঃসীম অন্ধকার। না-না—আমি যাব—আমি ফিরে যাব।

বাইজীর প্রবেশ।

বাইজী। কোথায় যাবে ?

জ্যোতি। না না—আমি যাব না, আমাকে যেতে দিও না, মদ দাও—মদ দাও। আমাকে সব ভুলে থাকতে দাও।

কালী। এই নাও ভায়া—যত পার খাও। [জ্যোতিকে মদ দিয়া] যা পেঁচো শীগ্‌গির আর একটা লণ্ঠন নিয়ে আয়।

পেঁচো। গুরু সবই রেডি আছে। শুধু তোমার হুকুমের অপেক্ষায় আছি। [প্রস্থান।

জ্যোতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বাইজী। ওকি, অমন করে হাসছো কেন ?

জ্যোতি। তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাই না ?

বাইজী। হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভালবাসি।

কালী। হ্যাঁ ভায়া আমিও বলছি শ্যামলী তোমাকে খুব ভালবাসে।

জ্যোতি। আচ্ছা তুমি আমাকে তোমার ভালবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে ? [শ্যামলীর মুখ ধরে] চুপ করে আছ কেন—বল—বল—না-না—এতো শ্যামলীর মুখ নয়। এ যে সেই মুখ—সেই জলে-ভরা দুটো চোখ—

বাইজী। কি বলছো তুমি ? আমি শ্যামলী।

জ্যোতি। না না—তুমি শ্যামলী নও। আঃ—

বাইজী ও কালী। কি হল ?

জ্যোতি। মাথার মধ্যে সেই যন্ত্রণা আবার আরম্ভ হয়েছে। যেন সহস্র কালনাগিনী আমার মাথাটা কুরে কুরে খাচ্ছে—কি অসহ্য যন্ত্রণা—আঃ—

কালী। কোন ভয় নেই ভায়া এই নাও ওষুধ খেয়ে নাও। এখুনি যন্ত্রণা কমে যাবে।

বাইজী। কি করছো কালীদা ?

কালী। তুমি চুপ কর। নাও ভায়া খাও। [জ্যোতিকে মদ দেয়]

জ্যোতি। একি ! এর মধ্যেও যে সেই মুখ ভেসে উঠছে। সরে যাও -সরে যাও—আমি আর সহ্য করতে পারছি না। [পাত্র ফেলে দেয়]

বাইজী। কথা শোন, কেন তুমি অমন করছো ?

জ্যোতি। না সরে যাও, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না শ্যামলী—তুমি আমাকে ছুঁয়ো না। আমি যাবো—

বাইজী। কোথায় যাবে?

জ্যোতি। আমার ছন্দ-হারা জীবনের ছন্দ মেলাতে শ্যামলী আমি পারলাম না। ছন্দার ভালবাসার কাছে আমি হেরে গেলাম।

[প্রস্থান।

বাইজী। জ্যোতি যেও না—যেও না— [প্রস্থান।

কালী। যা বাবা সব ফাঁকা। পেঁচো লণ্ঠন নিয়ে আয়। আমরাই বসে বসে ফুর্তি করি।

দশম দৃশ্য

কেয়া ও দীলিপের প্রবেশ।

কেয়া। সত্যি বলছি এতক্ষণ আমি তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম।

দীলিপ। কিন্তু আমি এখানে যাতায়াত করি তোমার ভাসুর বোধ হয় তা পছন্দ করেন না।

কেয়া। তিনি কোনটাই বা পছন্দ করেন! এই তিন মাস ধরে আমাকে জ্বালিয়ে মারছে পায়ে পায়ে দোষ ধরে। আমি মাথায় কাপড় দিই না —সেজেগুজে থাকি, বেড়াতে যাই এর কোনটাই তিনি পছন্দ করেন না।

দীলিপ। সত্যি কেয়া আমার ভাবতেও কষ্ট হয় যে তুমি কিভাবে দিন কাটাচ্ছো।

কেয়া। কি আর বলবো দীলিপ, আমার পতিদেবতাটিও এমন

হয়েছে বাবার কথা ছাড়া এক পাও নড়ে না। যাক ওকথা, এখন বল বিয়ে করছো কবে?

দীলিপ। বিয়ে আমি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—কোন দিনই করবো না।

কেয়া। বল কি দীলিপ—

দীলিপ। সত্যি বলছি আমি জীবনে কোনদিনই বিয়ে করবো না।

কেয়া। একি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—

দীলিপ। না, ব্যর্থ প্রেমের প্রতিজ্ঞা—

কেয়া। দীলিপ—

দীলিপ। তোমাকে নিয়ে যে রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলাম সে স্বপ্ন যখন ভেঙে গেল—তখন আর আমি কাউকে ভালবাসতে পারবো না। এই ভাঙা মন নিয়ে কাউকে ভালবাসা যায় না।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। বৌমা বৌমা—সেই কখন থেকে তোমাকে বলছি একটু সাবু করে দাও—আর তুমি এখানে গল্প করছো?

কেয়া। বেশ করছি গল্প করছি—আমি এখন সাবু তৈরী করতে পারবো না। ক্ষিদে লাগে নিজেই তৈরী করে খান।

ভোলা। রোজই তো নিজে তৈরী করে খাই মা—কিন্তু আজ দুদিন ধরে জ্বরটা ছাড়ছে না। শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে তাই—

কেয়া। খারাপ হয়েছে তো আমি কি করবো, সকাল থেকে আমার বালা জোড়া খুঁজে পাচ্ছি না। এখন আমার মাথার ঠিক নেই, ওসব সাবু-টাবু তৈরী করতে পারব না।

দীলিপ। ঠিকই তো, এমতাবস্থায় কারও মাথার ঠিক থাকে না।

ভোলা। বালা খুঁজে পাচ্ছো না?

কেয়া। কি করে পাবো? চোরে চুরি করলে কি আর পাওয়া যায়?

ভোলা। কি বলছো, বাড়ীতে তো তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই। ঝিটাও দুদিন ধরে আসছে না! কে তোমার বালা চুরি করতে যাবে? তুমি বরং ভাল করে খুঁজে দেখ।

কেয়া। খুঁজে আর কি হবে, ঘরের চোরে চুরি করলে আর পাওয়া যায় না।

ভোলা। ঘরের চোর মানে?

কেয়া। মানে আংটির জন্যে বোনের বাড়িতে যেতে পারছেন না বলে তো হা-হুতাশ করছেন। আর ঠিক সেই সময়ে আমার বালা হারিয়ে গেল। এর পরে কি মানেটা ভেঙ্গে বলতে হবে।

ভোলা। তুমি কি বলতে চাও আমি—

কেয়া। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনিই চুরি করেছেন।

ভোলা। বৌমা! এই ভাবে আমাকে বাইরের লোকের সামনে অপমান করছো, আমাকে তুমি চোর বলছো?

কেয়া। হ্যাঁ বলছি, আপনার জন্যেই আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার জন্য সে আলাদা হতে চায় না, তার উপর আবারই গয়না চুরি।

ভোলা। বৌমা আজ পনের দিন অভি বাড়িতে নেই। এর মধ্যে তুমি আমাকে অনেক নির্যাতন করেছো। আমি এক গ্লাস জল চাইলে তোমার সময় হয় না, অথচ দিন নেই রাত নেই ঐ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করতে তোমার সময়ের অভাব হয় না, তাও আমি সহ্য করেছি। কিন্তু তুমি আজ আমাকে চোর বদনাম দিলে। আমি চোর, আমি তোমার গয়না চুরি করেছি?

কেয়া। হ্যাঁ-হ্যাঁ, করেছেন, করেছেন, করেছেন।

ভোলা। চমৎকার, চমৎকার, অভির কথা না শুনে আমি বড় মুখ করে তোমাকে ঘরে এনেছিলাম কিনা তাই তো আজ তুমিই আমার মুখে চুন কালী মাখিয়ে দিলে।

কেয়া। হুঁ, চুরি করে আবার নাকে কান্না হচ্ছে! যান এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান।

ভোলা। আমার বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে যাবো—

কেয়া। উঃ, ওনার বাড়ী, আপনার আবার বাড়ি কিসের! এ বাড়ি আমার স্বামীর মানে আমার— আর যদি একটা দিনও এ বাড়িতে থাকেন তাহলে আপনার ভাইয়ের মরামুখ দেখবেন।

ভোলা। বৌমা—

কেয়া। যান, যান বেরিয়ে যান।

ভোলা। যাবো—যাবো নিশ্চয়ই যাবো, যাবার আগে ভাল করে এক-বার সংসারটা দেখে নিচ্ছি। অনেক আশা নিয়ে অনেক কষ্টে নিজের হাতে গড়া এই সংসার কিনা! এত বড় দিব্যি দেওয়ার পরও কি এখানে থাকতে পারি—তাহলে যে আমার অভির অকল্যাণ হবে। তবে যাবার আগে ভাল করে—

দীলিপ। যান আর দেরী করবেন না। ভগবান খোঁড়া করেই দিয়েছে। এখন পথে বসে ভিক্ষে করলে পয়সার অভাব হবে না।

ভোলা। গল্পটা উল্টে গেছে দীলিপ। তাই আপন হয়েছে পর আর পর হয়েছে আপন। সারা জীবন ধরে যে অঙ্ক কষেছি সে অঙ্ক আমার ভুল হয়ে গেছে, যোগ অঙ্ক আমার ভাগ হয়ে গেছে—ভাগ শেষে আমি পেয়েছি শূন্য। শুধু শূন্য পেয়েছি হা-হা-হা। [প্রস্থান।

কেয়া। ননসেন্স।

দীলিপ। ঠিক করেছো কেয়া। আমি বলছি বালা জোড়া ও

ছাড়া আর কেউ নেয়নি। যাক ও নিয়ে আর মন খারাপ করো না—আমি তোমাকে এক জোড়া বালা গড়িয়ে দেবো।

কেয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ তোমাকে গড়িয়ে দিতে হবে না বালা আমার আছে।

দীলিপ। তবে এতক্ষণ—

কেয়া। মিথ্যে কথা বলেছি। এই না হলে ওকে এই বাড়ি থেকে সরানো যেতো না। ওরই জন্য আমি এ সংসারের মধ্যে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি।

দীলিপ। সত্যি তোমার মত সোসাইটি গার্ল কি ভাবে যে অভিজিতের কেনা বাঁদীর মত দিন কাটাচ্ছে আমি ভেবে পাই না।

কেয়া। শুধু তুমি কেন আমিও ভেবে পাই না। কিন্তু কি করবো বলো। বাবা শত্রুতা করে যে অপদার্থের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছে—সে এসবের কিছুই বোঝে না।

দীলিপ। সে না বুঝলে আমি তো বুঝি।

কেয়া। দীলিপ—তুমি—

দীলিপ। বিশ্বাস কর কেয়া—আজও আমি তোমাকে ভালবাসি।

কেয়া। দীলিপ—

অভিজিতের প্রবেশ।

অভিজিত। দাদা—দাদা, এই যে কেয়া দাদার শরীর কেমন আছে?

কেয়া। জানি না।

অভিজিত। জানি না মানে!

কেয়া। জানি না মানে জানি না। হুঁ, এসেই দাদার খবর নেওয়া হচ্ছে! তিনি একটু আগে আমার সংগে ঝগড়া করে—

অভিজিত। কি আমার দাদা তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে ?

দীলিপ। ঝগড়া মানে একেবারে খুনোখুনি।

অভিজিত। একি দীলিপবাবু, আপনি এখানে ?

দীলিপ। হ্যাঁ, তুমি বাড়ি এসেছো কিনা বিনয় আমাকে সেই খবর নতে পাঠিয়েছিলো—কিন্তু এসেই দেখি সাংঘাতিক ব্যাপার।

অভিজিত। সাংঘাতিক ব্যাপার কি রকম ?

কেয়া। তোমার দাদাকে সাবু তৈরী ক'রে দিতে একটু দেরী হয়েছিল বলে তিনি আমাকে সেই বাটি ছুঁড়ে মেরেছেন।

অভিজিত। বল কি কেয়া, দাদা তোমাকে সাবুর বাটি ছুঁড়ে মেরেছে ?

দীলিপ। ভাগ্যিস কেয়া একটু সরে গিয়েছিল—নইলে এতক্ষণ—

অভিজিত। ডাক্তার আনতে হতো ?

দীলিপ। এ্যাকজ্যাক্টলি—

অভিজিত। থামুন। এ আমি বিশ্বাস করি না। তার মত সরল সাধাসিধে মানুষ কখনও এ কাজ করতে পারে না।

কেয়া। তুমি তো তা বলবেই। তিনি যে তোমার আপনজন। তা কথা কাটাকাটি করতে করতে আমার গায়ে হাত তুলতে পর্য্যন্ত এলেন—এ কথা কি বিশ্বাস করা যায় !

অভিজিত। না বিশ্বাস করা যায় না—

দীলিপ। বিশ্বাস করো আমি নিজের চোখে দেখেছি।

অভিজিত। মিথ্যাকথা। আমার দাদাকে আমি চিনি।

দীলিপ। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—যে দাদাকে তুমি শ্রদ্ধা কর—এত ভালোবাসো, তোমার সেই দাদার মন যে এত নীচ—

অভিজিত। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—আমার দাদার সম্বন্ধে

আর যদি একটা ছোট কথা বলতে শুনি তাহলে আমি তোমাকে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বের করে দেবো।

কেয়া। খবরদার! দীলিপদা আমার দাদার বন্ধু, তাকে অপমান করার অধিকার তোমার নেই।

অভিজিত। তোমার দাদার বন্ধুই হোক আর তোমার দাদাই হোক, আমার দাদার সম্বন্ধে যে একটা ছোট কথা বলবে তাকে আমি সম্মান দেবো না। যাও বেরিয়ে যাও।

দীলিপ। বেশ যাচ্ছি! কিন্তু কথাটা আমার মনে থাকবে। [প্রস্থান।

অভিজিত। লায়ার—লায়ার—

কেয়া। একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে তুমি এভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে?

অভিজিত। হঁ্যা—দিলাম। আমি জানি দীলিপবাবু তোমার দাদার বন্ধু, ওর সঙ্গে তোমার ভালবাসাও ছিল। তাই তার অপমানটা তোমার বুকে বেশী করে লেগেছে, তাই না—

কেয়া। তার মানে?

অভিজিত। তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর উত্তর পাবে। দাদা, দাদা—

কেয়া। তিনি বাড়ীতে নেই।

অভিজিত। কোথায় গেছে?

কেয়া। জানি না। আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

অভিজিত। কেয়া—কি বললে, তুমি আমার দাদাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ?

কেয়া। হ্যাঁ, দিয়েছি। যিনি আমার গায়ে হাত তুলতে এগিয়ে আসেন তাঁকে ঘরে বসিয়ে রেখে ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করতে হবে নাকি?

অভিজিত। হ্যাঁ-হ্যাঁ—পূজো করবে। আমি জানি আমার দাদা কখনও একাজ করতে পারে না—তুমি মিথ্যে বাদী, তুমি নীচ।

কেয়া। কি! অসভ্য খোঁড়া দাদার জন্য তুমি—

অভিজিত। থামো, আর একবার ওকথা বললে তোমার গলা টিপেই শেষ করে দেব।

কেয়া। এতদূর!

অভিজিত। মনে রেখো কেয়া, খোঁড়া হোক, অন্ধ হোক, সে আমার দাদা। [প্রস্থানোদ্যত]

কেয়া। কোথায় যাচ্ছো?

অভিজিত। দাদাকে ফিরিয়ে আনতে।

কেয়া। আমি যাকে তাড়িয়ে দিয়েছি তুমি তাকে ফিরিয়ে আনবে?

অভিজিত। শুধু তাই নয়। যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলে তুমি চোখের জলে তার পা ভিজিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইবে তবে এ বাড়িতে থাকবে—নইলে নয়—

কেয়া। স্ত্রীর চেয়ে দাদাই তোমার কাছে বড়?

অভিজিত। হ্যাঁ বড়। কারণ তোমার মত স্ত্রী গেলে স্ত্রী পাবো—কিন্তু আমার দাদা গেলে আর দাদা পাবো না। [প্রস্থান।

কেয়া। ইডিয়েট—ননসেন্স—স্ত্রীর চেয়ে দাদা বড়! জানোয়ার জানোয়ার—স্ত্রীকে যে সুখী করতে চায় না—সে মানুষ নয়—জানোয়ার।

[প্রস্থান।

———

একাদশ দৃশ্য

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। এতদিনে মনে হচ্ছে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে। জ্যোতি আজ দশ বারো দিন হলো বাড়ি আসে না। বৌটা দিনরাত কান্নাকাটি করে মরছে। মর মর, কেঁদে কেঁদেই মর। মা কালী এতদিনে ডাক শুনতে পেয়েছো। যাই তাড়াতাড়ি পুজোটা দিয়ে আসি—

দেবীকান্তের প্রবেশ।

দেবী। কি ব্যাপার মা হঠাৎ এত পুজোর ঘটা কেন?

বিন্দু। দেবীকান্ত—

দেবী। আর বৌমাই বা পাশের ঘরে পড়ে পড়ে কাঁদছে কেন?

বিন্দু। কাঁদবে না! জ্যোতি আজ দশ বারো দিন বাড়িতে আসে না—তাইতো বৌমা দিন রাত চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে। তাইতো আমি মা কালীর কাছে পুজো দিতে যাচ্ছি—যেন—

দেবী। জ্যোতি আর কোন দিনই ফিরে না আসে, আর বৌমা কেঁদে কেঁদে মরে যাক। এই তো?

বিন্দু। এঁ্যা—তুই অমন অলক্ষুণে কথা বলতে পারলি?

দেবী। আচ্ছা মা, জ্যোতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বৌমার মুখের দিকে চেয়েও তোমার দয়া হয় না। মনে কর ? যদি তোমার নিজের মেয়ে হত, আর তোমারই চোখের সামনে ধূপের মত জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যেত—তা তুমি সহ্য করতে পারতে?

বিন্দু। ও এতক্ষণে বুঝেছি—বৌমা তোর কান ভারী করেছে, তাই তুই কোমর বেঁধে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিস?

দেবী। বৌমার মন এত নীচ নয় মা। সে নিখাদ, দুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই করা খাঁটী সোনা। বুক পেতে শুধু আঘাত নিতেই শিখেছে—প্রতিঘাত দিতে শেখেনি।

বিন্দু। বটে—আমি তার বুকে আঘাত দিয়েছি!

দেবী। এক বার নয়, একশো বার। তার বিনিময়ে আমিও তোমার বুকে আঘাত দেবো।

বিন্দু। তার মানে?

দেবী। জ্যোতিকে যে পথে এগিয়ে দিয়েছো, আমিও সেই পথে চলবো। [প্রস্থানোদ্যত]

বিন্দু। কথা শোন বাবা কথা শোন।

দেবী। আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই মা। আমি জ্যোতি নয় মা, দেবীকান্ত। আমাকে তেলপড়া জলপড়া দিয়ে বিশেষ সুবিধে হবে না। [প্রস্থান।

বিন্দু। কাল—কাল—কাল—এই ছেলেটাই হল কাল।

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। ছন্দা—ছন্দা আমি ফিরে এসেছি ছন্দা। ছন্দা কোথায় ছন্দা!

বিন্দু। কেন কি হয়েছে বাবা কি হয়েছে?

জ্যোতি। কিছু হয়নি, আগে বল ছন্দা কোথায়?

বিন্দু। আহা-হা—ব্যস্ত হচ্ছিস কেন বাবা—বৌমা ওপরের ঘরেই আছে। কিন্তু তুই এখন বাড়ি থেকে চলে যা—দিন কতক গা আড়াল দিয়ে থাক।

জ্যোতি। কেন—কেন কি হয়েছে?

বিন্দু। পাওনাদারেরা সব সময় তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজ একজন পাওনাদার পুলিশ পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছিল।

জ্যোতি। ও সব পরে শুনবো—এখন তুমি ছন্দাকে ডেকে দাও—ছন্দা—ছন্দা—

বিন্দু। আঃ—জানতে পারলে পুলিশ যে তোকে ধরে নিয়ে যাবে। কথা শোন—

জ্যোতি। আঃ, বিরক্ত করো না পিসিমা! তুমি যাও।

বিন্দু। কি, তুই আমাকে যেতে বলছিস—তুই আমাকে অপমান করছিস?

জ্যোতি। না—না পিসিমা—আমি—

বিন্দু। তোর বাপ বেঁচে থাকলে আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারতিস্? আমি তোকে হাতে করে মানুষ করেছি। এই তার প্রতিদান! আমি চলে যাবো—চলে যাবো—আজই আমি কাশীতে চলে যাবো।

[প্রস্থান।

জ্যোতি। পিসিমা—পিসিমা—পিসিমাও আমাকে ভুল বুঝে চলে গেল। কিন্তু ছন্দা—ছন্দা—কোথায় ছন্দা—

মদের পাত্র হাতে বাইজীর বেশে ছন্দার প্রবেশ।

জ্যোতি। কে? তুমি—তুমি কে?

ছন্দা। আমি ছন্দা—

জ্যোতি। না—তুমি ছন্দা নও। কোথায় তোমার কপালের সেই জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ, কোথায় মিলিয়ে গেল, শত দুঃখের মধ্যেও সেই সব পাওয়ার হাসি!

ছন্দা। এই তো, এই তো আমি হাসছি—হাঃ হাঃ-হাঃ। তুমি তো

সাজ পোশাক ভালবাসো—তাইতো আজ মনের মত করে সেজেছি। দেখ দেখ, ভাল করে দেখ। হ্যাঁগো তোমার চোখে আজ আমাকে খুব ভাল লাগছে তো ?

জ্যোতি। উঃ ভগবান—

ছন্দা। কি হলো কথা বলছো না কেন ? বল—শুধু একবার বল আমি তোমার মনের মত সাজতে পেরেছি ? আমিও শ্যামলীর মত তোমার হাতে মদের গ্লাস তুলে দেবো। আমিও তার মত নাচগানে তোমার মন ভরিয়ে তুলবো। কই নাও। ওকি তুমি এমন করে কাঁপছো কেন! নাও ধর—[মদ এগিয়ে দেয়]

জ্যোতি। না—এ আমি চাইনি। বিশ্বাস কর তুমি, এ আমি চাইনি।

ছন্দা। চাওনি ! কিন্তু তুমি যে বলেছিলে শ্যামলী ভাল সাজতে পারে—নাচতে পারে গাইতে পারে—নিজের হাতে মদ ঢেলে দেয়—তাই তো তুমি সেখানে যাও !

জ্যোতি। বলেছিলাম তোমার ঘৃণা কুড়োবার জন্যে। সরিয়ে নাও সরিয়ে নাও। আমার চোখের সামনে থেকে তোমার এরূপ সরিয়ে নাও—এ বেশ আমি সহ্য করতে পারছি না।

ছন্দা। তবে কিরূপে আমাকে দেখতে চাও ? বল—বল—

জ্যোতি। ঠিক সেই রূপ -যে রূপ এই দশদিন ধরে আমাকে পাগল করে তুলেছে। যে রূপের মাদকতায় আমাকে মাতাল করে এখানে টেনে এনেছে—ঠিক সেইরূপ। কপালে সিঁদুর টিপ, পায়ে রাঙা আলতা—এয়োতীর সেই মঙ্গল চিহ্ন হাতে শাঁখের শাঁখা—

ছন্দা। এঁ্যা—আমি ভুল শুনছি না ! হ্যাঁগো আমার মুখের দিকে চেয়ে বল না—তুমি—তুমি যা বলছো সব সত্যি তো ?

জ্যোতি। সত্যি ছন্দা—সব সত্যি। জীবনের শেষ কটা দিন তোমার ভালবাসায় আমি ডুবে থাকতে চাই। ভুলে থাকতে চাই সেই ভয়ংকর দিনটাকে! যন্ত্রণা—যন্ত্রণা, মাথার মধ্যে আবার সেই অসহ্য যন্ত্রণা—

ছন্দা। দাদা—দাদা—শীগ্‌গির আসুন—শীগ্‌গির আসুন—

দেবীকান্তর প্রবেশ।

দেবী। কি হয়েছে—কি হয়েছে বৌমা—

জ্যোতি। যন্ত্রণা—মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা—

দেবী। সে কি! মাথার যন্ত্রণা—

ছন্দা। কি হবে—কি হবে দাদা?

দেবী। কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই—আমি এখনি ডাক্তার ডেকে আনছি।

জ্যোতি। না ডাক্তার ডাকতে হবে না। ডাক্তারের অসাধ্য এ রোগ সারানো। মনে হচ্ছে আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।

ছন্দা। না—না—ওকথা বলো না—ওগো তুমি চুপ কর।

জ্যোতি। কঠিন অসুখ, অপারেশন ছাড়া উপায় নেই ছন্দা—তুমি বিশ্বাস কর আমি তোমাকে ভালবাসি। শ্যামলীর প্রতি ভালবাসা তোমাকে ছলনা মাত্র। যেদিন ডাঃ রায় আমাকে অসুখের কথাটা জানাল সেদিনই বুঝেছি আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে—তাই তোমাকে আমার জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলাম।

ছন্দা। ওগো কি বলছো তুমি?

জ্যোতি। হ্যাঁ আমার ব্রেন টিউমার হয়েছে।

দেবী। ব্রেন টিউমার হয়েছে—আর তুই এই কথাটা আমার কাছে গোপন করেছিস? তোকে বাঁচতে হবে। না-না-না, তা হয় না। বাঁচতে তোকে হবেই। আমি এখনি ডাঃ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। [প্রস্থান।

ছন্দা। আমি তোমাকে বাঁচাব, হ্যাঁ-হ্যাঁ সাবিত্রী যেমন যমের দুয়ার থেকে সত্যবানকে ফিরিয়ে এনেছিল, আমিও তোমাকে যমের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবো।

জ্যোতি। তোমাদের কথা শুনে সত্যই আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে—আমি বাঁচতে চাই। ছিঁড়ে গেল, ছন্দা আমাকে ধর—আমাকে ধর, হ্যাঁ-হ্যাঁ—আমি বাঁচতে চাই ছন্দা। আই ওয়াণ্ট টু লিভ। এই সুন্দর পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ আমি প্রাণ ভরে গ্রহণ করতে চাই—আমি বাঁচতে চাই। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য

কমলা ও বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। না-না—তা হয় না কমলা।

কমলা। কেন হয় না? ঠাকুরঝি যদি হাসি মুখে এসে এখানে থাকতো তাহলে আমি কোন কথাই বলতাম না। কিন্তু এইভাবে ঝগড়া করে এসে বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকবে—এ আমি কিছুতেই সমর্থন করি না।

বিনয়। তুমি বুঝতে পারছো না, অভিজিত তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কমলা। তাড়িয়ে দিয়েছে—তা ড়িয়ে দিয়েছে—তুমি শুধু ঠাকুরঝির মুখে ঝাল খেয়ে একটা কথাই বলছ তাড়িয়ে দিয়েছে আসল ব্যাপারটা কি—তাকি একবারও তলিয়ে দেখার চেষ্টা করছো?

বিনয়। প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি তো আগেই ফোরকাষ্ট করেছিলাম ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে—তখন কি তোমরা আমার কথায় কান দিয়েছিলে?

কমলা। তাই বলে এখন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে! একটা সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে আর তোমরা মীমাংসা করবে না? এদিকে তো বোনের উপর খুব দরদ দেখাও।

বিনয়। তুমি কি বলতে চাও আমি অভিজিতের পায়ে ধরে মীমাংসা করতে যাবো।

কমলা। মান যাবে? যাক না একটু মান। তোমার একটু মান গেলে যদি ঠাকুরঝি সুখী হয়—

বিনয়। না-না, আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়—

দয়ালের প্রবেশ।

দয়াল। আমি অভিজিত দাদাবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম বৌ-মণি। কিন্তু দশ দিন হল তারা বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না।

শুভেন্দুর প্রবেশ।

শুভেন্দু। মীমাংসা করতে হবে—মীমাংসা করতে হবে—যেমন করেই হোক এই ভুল বোঝা-বুঝির মীমাংসা করতে হবে।

বিনয়। বাবা—

শুভেন্দু। এই যে তোমরা সকলেই এখানে রয়েছো। দয়াল তুমি আজই অভিজিতকে একটা খবর দাও। আমি—

দয়াল। আমি খবর দিতে গিয়েছিলাম কর্তাবাবু, কিন্তু দশ দিন হল তারা বাড়িতে নেই।

শুভেন্দু। বাড়িতে নেই ?

বিনয়। না বাবা। এমন কি আজ দশ দিন ধরে অফিসেও আসছে না। খাতাগুলো সব ইনকমপ্লিট অবস্থায় রয়েছে। এদিকে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তাড়া দিচ্ছে—অথচ অভিজিতের কোন পাত্তা নেই।

শুভেন্দু। অফিসের আলোচনা থাক। এখন কেয়ার কথা চিন্তা কর। এইভাবে রাগারাগি করে সে যদি এখানে পড়ে থাকে তাহলে ভোলানাথের কাছে আমি ছোট হয়ে যাবো। মনে ভাববে আমরা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছি। না-না—যেমন করেই হোক মীমাংসা করে কেয়াকে তার শ্বশুর বাড়ি পাঠাতেই হবে।

কেয়ার প্রবেশ।

কেয়া। না—আমি আর সেখানে যাবো না।

কমলা। যাবে না?

কেয়া। যে আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিছুতেই আমি সেখানে যাব না?

দয়াল। তা যাবে কেন—সেখানে থাকলে ইয়ের মত সেজেগুজে থাকতে পারবে না!

কেয়া। দয়ালদা—

শুভেন্দু। আমার কথা শোন কেয়া—মাথা ঠাণ্ডা কর—আমি নিজে তোমাকে অভিজিতের বাড়িতে দিয়ে আসবো।

কেয়া। বাবা কোনদিন তোমার কথার উপর কথা বলিনি, কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি। জোর করেই আমাকে যদি সেখানে পাঠাতে চাও, তার আগেই আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

দয়াল। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—ওকথা ভাবতেও নেই দিদিমণি! তার চেয়ে কর্তাবাবু যা বলে তাই শোন—তোমার ভাল হবে। দেখ দেখি যখন তখন ঐ সব অলক্ষুণে কথা! যত্ত সব ইয়ে— [প্রস্থান।

কেয়া। আমি যদি তোমাদের গলগ্রহ হয়েই থাকি তাহলে বল আমি চাকরী করেই—

বিনয়। আরে না-না—ওসব চিন্তা করছিস কেন—আমি কি মরে গেছি?

কমলা। ঠাকুরঝি এখনও সময় আছে, এখনও তুমি স্বামীর ঘরে ফিরে যাও। নইলে এই ভুলের জন্যই তোমাকে একদিন অনুতাপের আগুনে জ্বলে মরতে হবে।

কেয়া। বৌদি—

কমলা। রাগলে কি করবো ভাই। শ্বশুর বাড়ির অপমান করে যে বাপের বাড়ি পড়ে থাকে তার আর যাই শোভা পাক রাগ করা শোভা পায় না। [প্রস্থান।

কেয়া। শত্রু—শত্রু, সবাই আমার শত্রু।

শুভেন্দু। কেয়া!

কেয়া। বাবা তোমরা সকলেই শুধু এক তরফা বলে চলেছো, কিন্তু আমি কি করে সেখানে গিয়ে দিন কাটাবো সে কথাটা একবার ভেবে দেখেছো?

বিনয়। কেয়া লক্ষ্মী বোন আমার, কি হয়েছে, কেন তুই সেখানে যেতে চাইছিস না, বাবাকে সব কথা খুলে বল। বাবা নিশ্চয়ই তোর কথা ভেবে দেখবেন। [ইঙ্গিত করে]

কেয়া। সে লজ্জার কথা কি বলবো দাদা! দেখবে আমার পিঠ? সেখানে একটি জায়গাও খালি নেই। দেখবে আমার গুণধর স্বামীর ভালবাসার নমুনা?

শুভেন্দু। তার মানে, অভিজিত তোমাকে মারে?

কেয়া। না-না, মারবে কেন, রোজ রাত্রে মদ গিলে এসে—

শুভেন্দু। অভিজিত মদ খায়!

বিনয়। হ্যাঁ বাবা—আমিও কতদিন পথে-ঘাটে তাকে দেখেছি মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়ী ফিরছে। কিন্তু আপনি মনে দুঃখ পাবেন বলে এতদিন এসব কথা বলিনি।

শুভেন্দু। অভিজিৎ মদ খায়, অভিজিত মারে, তবে কি আমার মানুষ চিনতে ভুল হয়ে গেছে!

কেয়া। ভুলই হয়েছে তাই একটা মাতালের সঙ্গে আমার বিয়ে

দিয়ে জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছো। বল বাবা এরপরও কি কোন মেয়ে ঐ রকম স্বামীর ঘর করতে পারে ?

বিনয়। না পারে না। সত্যই তো কেন তুই এত নির্যাতন সহ্য করে সেখানে পড়ে থাকবি ? কিসের অভাব তোর ?

শুভেন্দু। দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অভিজিত মদ খায়, অভিজিত মারে, কিন্তু ভোলানাথ—

কেয়া। তার গুণের কথা এক মুখে ব্যাখ্যা করা যায় না বাবা। সব সময়ই হট্ টেম্পার হয়ে আছে। পান থেকে চুন খসলে তেড়ে মারতে আসে।

বিনয়। সে তো আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

শুভেন্দু। আচ্ছা তুমি ভেতরে যাও, অভিজিত এলে আমি এর প্রতিকার করবো।

কেয়া। বেশ যাচ্ছি, কিন্তু তোমরা যদি এর উপযুক্ত মীমাংসা না কর তা হলে আমার পথ আমিই দেখে নেবো। [প্রস্থান।

বিনয়। এখন বুঝতে পেরেছেন বাবা কেন আমি অভিজিতের সঙ্গে কেয়ার বিয়েতে আপত্তি করেছিলাম ?

শুভেন্দু। কিন্তু এযে আমি ভাবতে পারছি না। বিনয়, যে আশা করে আমি অভিজিতের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম সে আশা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল।

বিনয়। যা ভাবতেও পারা যায় না তাই তো অনেক সময় বাস্তবে ঘটে যায় বাবা।

দয়ালের পুনঃ প্রবেশ।

দয়াল। কর্তাবাবু তোমার চিঠি—

শুভেন্দু। আমার চিঠি ?

দয়াল। হ্যাঁ, একটা লোক তোমার নাম করে দিয়ে গেল। আমি তাকে ভেতরে আসতে বললুম, কিছুতেই সে এল না। এই নাও—

শুভেন্দু। [পত্র পাঠ করিতে গিয়া] তাই তো চশমাটা আমার—

দয়াল। এনে দেব বাবু ?

শুভেন্দু। না থাক। বিনয় তুমিই চিঠিখানা পড়ো।

বিনয়। [পত্র পাঠ করে] মাননীয় মহাশয়, আমি লোকমুখে শুনিলাম শ্রীঅভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার জামাতা। আমি নিরুপায় হইয়া অতি দুঃখের সহিত একটি কথা জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আমারও জামাতা এবং তাহার দুই বৎসরের একটি পুত্র সন্তানও আছে।

শুভেন্দু। কি বললে বিনয় ? আমি— আমি শুনতে ভুল করিনি তো !

বিনয়। এখন সে আর আমার কন্যার দেখা-শোনা করে না। ভরণপোষণও করে না! অভাগিনী দিবারাত্র চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। তাই নিরুপায় হইয়া আপনার কাছে জানাইতেছি এমতাবস্থায় আমার কি করণীয়—আপনার উপরেই সে বিচারের ভার দিলাম।

ইতি—

ভবদীয়

শ্রীমৎ স্বামী কালীকৃষ্ণ।

শুভেন্দু। বিনয়—বিনয়—একি আমি ভুল করেছি ? এখন আমি বুঝতে পারছি এইজন্যই সে কেয়াকে সহ্য করতে পারে না। এইজন্যই সে কেয়ার উপর অত্যাচার করতো।

বিনয়। শান্ত হোন বাবা—শান্ত হোন—

শুভেন্দু। না-না—সেই ভদ্রবেশী জানোয়ারটাকে শাস্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি শান্ত হতে পারবো না। এতবড় সাহস তার! আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। দুটো মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। না—না—তাকে আমি ক্ষমা করবো না। তুমি—তুমি পুলিশে খবর দাও। আমি আঃ—দয়াল—দয়াল—

দয়াল। কর্তাবাবু -কর্তাবাবু—একি হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বড়খোকা তুমি একজন ডাক্তারকে খবর দাও। বৌমণি—বৌমণি—

[শুভেন্দুকে নিয়ে প্রস্থান।

বিনয়। ডাক্তার—হাঃ-হাঃ-হাঃ এইভাবে এক পা, এক পা করে এগিয়ে যেতে হবে। কেয়া হাতের মুঠোয়। একখানা চিঠিতেই বাবার মন ভেঙ্গে দুটুকরো হয়ে গেছে। এইবার আমার লাষ্ট-টারগেট—না বলবো না আগে কাজ তারপর কথা।

[প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

ছন্দার প্রবেশ।

ছন্দা। ঠাকুর ঠাকুর—আমি তো জানি তুমি মঙ্গলময়। তবে এই দুঃখিনীর প্রতি কেন এত নির্দয়! মুখ তুলে চাও ঠাকুর, মুখ তুলে চাও। আমার স্বামীকে তুমি সুস্থ করে দাও। একরাশ আশা বুকে নিয়ে আমি যে সুখের স্বপ্ন দেখেছি, তুমি আমার সে স্বপ্ন ভেঙে দিও না ঠাকুর, ভেঙে দিও না।

গীতকণ্ঠে নীলমণির প্রবেশ।

নীলমণি।—

গীত।

পাষাণের বুকে নাই গো হৃদয়
আছে সে নয়ন মুদিয়া,
বুকের রক্ত অঞ্জলি দিলে
কাঁদিবে না তবু হিয়া।
তার পায়ে যে জীবন বিকায়,
নিঠুর দেবতা তারেই কাঁদায়,
শ্রীমতির প্রেম যে নিঠুর কালা
দুপায়ে গেল গো দলিয়া।

ছন্দা। ঠাকুরপো—

নীলু। পাষাণ—পাষাণ—দেবতা আজ পাষাণ হয়েছে। বৌদি তার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরলেও সে চোখ মেলে চাইবে না।

ছন্দা। ওকথা বলনা ভাই। দেবতা মঙ্গলময়, নিশ্চয়ই আমার মঙ্গল করবেন।

নীলু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তার নমুনা তো খুব দেখছি। যাক ওকথা, জ্যোতি আজ কেমন আছে বৌদি?

ছন্দা। কি আর বলবো ভাই, সে কথা বলতে আমার—

নীলু। কেঁদনা বৌদি কেঁদনা—জ্যোতি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে।

ছন্দা। উঠবে! আমার মনের আশা পূর্ণ হবে! ভগবান আমার দিকে মুখ তুলে চাইবে!

নীলু। তা না হলে যে সীতা সাবিত্রীর কথা মিথ্যা হয়ে যাবে বৌদি।

ছন্দা। ঠাকুরপো—

নীলু। জানো বৌদি, শুনেছি শ্যামপুরে এক জাগ্রত কালীঠাকুর আছে। সেই কালীর হাতের খাঁড়া ধোয়া জল খেয়ে নাকি অনেকের অসুখ ভাল হয়ে গেছে।

ছন্দা। তাই নাকি! আমাকে একবার সেখানে নিয়ে যাবে ভাই? আমি ওর জন্যে খাঁড়া ধোয়া জল আনবো।

নীলু। ন-না তোমাকে যেতে হবে না। আমিই জ্যোতির জন্যে জল এনে দেব।

ছন্দা। তুমি এনে দেবে?

নীলু। কেন দেব না। জ্যোতি আমার বন্ধু, ছেলেবেলা থেকে আমারা এক সঙ্গে খেলা-ধুলো করেছি। আজ তার অসুখের সময় আমি কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি!

ছন্দা। ঠাকুরপো তোমার এ ঋণ—

নীলু। না-না, ঋণের কথা বলনা বৌদি, এ আমার কর্ত্তব্য, বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য। [প্রস্থান।

ছন্দা। মা সাবিত্রী আমি তোমার নামেই আমার শাঁখা সিঁদুর উৎসর্গ করলাম। তুমি আমার বুকে শক্তি দাও। আমার মনে সাহস দাও, আমি যেন আমার স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে পারি।

বিন্দুবাসীর প্রবেশ।

বিন্দু। পারবে মা পারবে। তোমার শাঁখা সিঁদুরের জোরে জ্যোতি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে।

ছন্দা। পিসিমা—

বিন্দু। আহা, তোর এ কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু

ভগবানের উপর ভরসা করে পড়ে থাকলে তো আর রোগ ভাল হবে না মা। দস্তুর মত চিকিৎসা করাতে হবে, অপারেশন করাতে হবে।

ছন্দা। কিন্তু অপারেশন করাতে তো অনেক টাকার দরকার পিসিমা।

বিন্দু। তুমি ইচ্ছে করলেই টাকার যোগাড় হয়ে যায়।

ছন্দা। আমি ইচ্ছা করলেই হয়?

বিন্দু। হ্যাঁ মা, আমি জ্যোতিকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। একে দিনরাত পাওনাদারের তাড়া, তার উপর সে দারুণ অসুখে ভুগছে এ আমি সহ্য করতে পারছি না। তাইতো, তাকে বলেছিলাম এই বাড়ীখানা বন্ধক দিলে অথবা বিক্রি করলে সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু সে কিছুতেই আমার কথা বুঝতে চাইছে না।

ছন্দা। তাহলে আমি কি করবো পিসিমা?

বিন্দু। তুমি একটু তাকে বুঝিয়ে বল মা। সোয়ামীর চেয়ে বড় জিনিষ তো আর কিছু নেই, কথায় বলে সোয়ামীর সঙ্গে গাছতলায় বাস করলেও শান্তি।

ছন্দা। পিসিমা—

বিন্দু। একমাত্র তুমিই পারো তাকে রাজী করাতে। নইলে এই ভাবে জলজ্যান্ত ছেলেটা চোখের সামনে শেষ হয়ে যাবে। টিউমারটা ফেটে গেলেই—

ছন্দা। না আমি তাকে শেষ হয়ে যেতে দেবো না। যেমন করে হোক আমি তাকে রাজী করাবোই করাবো।

বিন্দু। এইতো—এইতো—সতী লক্ষীর কথা। আমি আশীর্বাদ করি মা তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক।

অভিজিতের প্রবেশ।

অভিজিত। হাতের শাঁখা বজ্র হোক।

ছন্দা। ছোটদা তুই এসেছিস ?

বিন্দু। বৌমা তোমার ছোটদা যখন এসে গেছে তখন আর কোন চিন্তা নেই।

অভিজিত। কেন পিসিমা—কি হয়েছে ?

বিন্দু। জ্যোতির দারুণ অসুখ, বাঁচার আশা নেই।

অভিজিত। বাঁচার আশা নেই, কেন কি হয়েছে তার ?

ছন্দা। ডাক্তার বলেছে ব্রেন টিউমার হয়েছে। অপারেশন করতে হবে। কিন্তু—

অভিজিত। ব্রেণ টিউমার, এতো সাংঘাতিক অসুখ। কতদিন ধরে এ অসুখ হয়েছে ?

বিন্দু। তা বলতে পারবো না। গোপন করে রেখেছিল তো। আর এখন চিকিৎসা করাতে পারছি না বলে রোগটা বেড়েই যাচ্ছে এখন এমন অবস্থা হয়েছে অপারেশন ছাড়া বাঁচার আশাই নেই। কি হবে বাবা ? অপারেশন করাতে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু জ্যোতির এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে একটা পয়সাও তার হাতে নেই।

অভিজিত। সেকি ! ভেতরে ভেতরে এমন অবস্থা হয়েছে অথচ—যাক, ও চিন্তা পরে করা যাবে। এখন চল বোন তাকে একবার দেখে আসি।

বিন্দু। এখন যেও না বাবা। ডাক্তার তাকে ঘুমের ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে গেছে, এখন ঘুমোচ্ছে।

অভিজিত। ঘুমোচ্ছে! ঘুমোক ঘুমোক, আমি তার ঘুমের ব্যাঘাত করবো না, শুধু একবার চোখের দেখা দেখে যাবো।

ছন্দা। কি হবে ছোটদা?

অভিজিত। কাঁদিসনি বোন কাঁদিসনি, যেমন করেই হোক আমি টাকার জোগাড় করবো। জ্যোতিকে ভাল করে তুলবো।

ছন্দা। ছোটদা—

অভিজিত। তোর কোন চিন্তা নেই, কোন ভয় নেই। যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে বছরে বছরে যার কপালে তুই ভাইফোঁটা দিয়েছিস—আমি তোর সেই ছোটদা। আমি বেঁচে থাকতে তোর ঐ সিঁথির সিঁদুর কেউ মুছে দিতে পারবে নারে—পারবে না। [প্রস্থান।

বিন্দু। আহা—বড় ভাল ছেলে—

ছন্দা। পিসিমা—

বিন্দু। যাও মা যাও কাল থেকে কিছু মুখে দাওনি। জ্যোতি ঘুমুচ্ছে, ঘুম থেকে উঠলে তুমি সময় পাবে না, এই সময় কিছু খেয়ে নাওগে যাও—আর শোন—জ্যোতি উঠলে আমি যা বললাম বুঝিয়ে বল। লক্ষ্মী মা আমার তাতে জ্যোতির মঙ্গলই হবে। যাও মা যাও। আঃ যাও না— [ছন্দার নীরবে প্রস্থান।

বিন্দু। হে মা কালী—হে মা দুর্গা, বৌমা যেন জ্যোতিকে রাজী করাতে পারে, আমি তাহলে—

কালীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কালী। হরি ওম্ তৎ সৎ। কি খবর বিন্দুদি?

বিন্দু। আর খবর! জ্যোতিকে বাড়ি বিক্রির জন্য কিছুতেই রাজী করাতে পারছি না। শুধু বলছে, বাড়ী বিক্রি করলে ছন্দার কি হবে?

সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এখন দেখছি ও থাকতে আমার কোন আশাই পূর্ণ হবে না।

কালী। বেশ তো, তুমি যদি রাজী থাকো তাহলে ওকে সরিয়ে দিই।

বিন্দু। কিন্তু পরে এ নিয়ে কোন গোলমাল হবে না তো?

কালী। কিছু না। এই কালী আর কৃষ্ণের ফটো যতদিন আমার গলায় ঝুলবে, ততদিন কোন গণ্ডগোলই আমার ধারে আসতে পারবে না। তুমি শুধু বৌটাকে কৌশল করে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বল। তারপর যা করার আমিই করছি

বিন্দু। ঠিক আছে, মাগীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [প্রস্থান।

কালী। ওঃ, শালা মেয়েছেলে তো নয় সাক্ষাৎ ডাইনী! যার খাচ্ছে তারই সর্বনাশের চিন্তা করছে। মরুকগে যাক আমার কি! আমি মাথায় হাত বুলিয়ে টাকা ঝাড়তে পারলেই হল।

ছন্দার পুনঃ প্রবেশ

ছন্দা। পিসিমা—পিসিমা একি আপনি!

কালী। হ্যাঁ আমি সন্ন্যাসী।

ছন্দা। ও আচ্ছা।

কালী। একটু দাঁড়াও কল্যাণী। আমি তোমার স্বামীর কল্যাণে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ছন্দা। সন্ন্যাসী—

কালী। মা আমাকে স্বপ্নাদেশে বলেছেন তোমার খুব বিপদ। তোমার স্বামী এখন মরে তখন মরে অবস্থা। তাই আমি মায়ের নির্দেশে তোমাকে নিশ্চিত বৈধব্যের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছি।

ছন্দা। পারেন সন্ন্যাসী, আপনার যোগবলে আমার স্বামীকে রোগ-মুক্ত করতে পারেন?

কালী। পারি। কিন্তু তোমাকে তার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে দেবী।

ছন্দা। নিশ্চয়ই করবো। স্বামীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে আমাকে যত কষ্ট স্বীকার করতে হয় করবো। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই শুধু আমার স্বামীকে আপনি বাঁচিয়ে দিন। [পায়ে ধরে]

কালী। হরি ওম্ তৎ সৎ—একেই তো বলে সতী-সাধ্বী নারী। শোন দেবী, আগামী অমাবস্যায় তুমি সারাদিন উপোস থেকে ঠিক সন্ধ্যের সময় আমার আশ্রমে যাবে। আমি মন্ত্র সাধানার দ্বারা মা ভবতারিণীকে জাগিয়ে তুলবো, আর তুমি মায়ের কাছ থেকে আশীর্বাদী ফুল চেয়ে নেবে। সেই ফুল তোমার স্বামীর সর্ব-শরীরে বুলিয়ে দিলেই সে রোগমুক্ত হবে।

ছন্দা। কিন্তু কোথায় আপনার আশ্রম?

কালী। বিলাসপুর শ্মশানের ধারে যে কালীমন্দির আছে, আমার আশ্রম তার পিছনেই। কিন্তু খুব সাবধান, একথা কাউকে জানাবে না, তুমি একা যাবে।

ছন্দা। একা যাবো?

কালী। হ্যাঁ একা যাবে। কারণ কথাটা তিন কান হলে ফল হবে না।

ছন্দা। কিন্তু একা আমি—

কালী। ও বুঝেছি তোমার মনে পাপ চিন্তা এসেছে, অতএব স্বামীকে তুমি বাঁচাতে পারবে না—বিধবা তুমি হবেই হবে।

ছন্দা। না-না—ওকথা বলবেন না। আমি পারবো—নিশ্চয়ই পারবো। আমার স্বামীর কল্যাণের জন্য আপনি যা বল্লেন আমি তাই

করবো। তবু বৈধব্যের জ্বালা আমি সইতে পারবো না, কিছুতেই না। [প্রস্থান।

কালী। হরি ওম্ তৎ সৎ য'ক নিশ্চিন্ত। আহা কি রূপ-কি যৌবন—শালা একবার বাগে পেলে হয়। তারপর—হরি ওম্ তৎ সৎ—
[প্রস্থান।

চতুর্দশ দৃশ্য।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। তাইতো—রোজ একবার এই বাড়ির চার পাশে ঘুরে বেড়াই যদি চন্দার দেখা পাই। কিন্তু না, একটা দিনও পেলাম না। যাবো একবার বাড়ির মধ্যে—কিন্তু আংটি—না যাব না। ওকি বাড়ির দরজার খুলে কে যেন বেরিয়ে আসছে না!

নীলমণির প্রবেশ।

নীলু। থাঁড়া ধোয়া জল আনবো—বৌদির চোখের জল মুছিয়ে দেব —তারপর—

ভোলা। এই যে ভাই শোন—শোন—

নীলু। কি বলবে তাড়াতাড়ি বল—আমার দেরী করবার সময় নেই।

ভোলা। আচ্ছা তুমিতো এই বাড়ি থেকে বের হলে, তাই না?

নীলু। হ্যাঁ—কেন—কি হয়েছে—

ভোলা। না মানে বলছিলাম কি—ওটা তো জ্যোতির মানে, জ্যোতিবাবুর বাড়ি তো ?

নীলু। হ্যাঁ—যা বলবার তাড়াতাড়ি বল।

ভোলা। জ্যোতিবাবু তোমার কে হয় ভাই ?

নীলু। আমার বন্ধু। তুমি লোকটা কে হে ? আজ ক'দিন ধরে দেখছি এই বাড়ির চার পাশে ঘোরাফেরা করছ ? কি মতলব তোমার ?

ভোলা। না-না—মতলব কিছু নেই। আমি মানে, ঐ পথের ভিখারী।

নীলু। ভিখারী—

ভোলা। না-না—ভিখারী নই, ভিখারী নই—আমি কোনদিনই ভিখারী ছিলাম না।

নীলু। পাগল কোথাকার !

ভোলা। কি বল্লে, পাগল ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছ—আমি চোর নই—পাগল। বদ্ধ পাগল। সংসার আমাকে পাগল সাজিয়েছে। আচ্ছা শোন এ বাড়িতে একটি মেয়ে আছে—তাকে তুমি চেন ?

নীলু। মেয়ে—

ভোলা। হ্যাঁগো মেয়ে, একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমার মত দেখতে। তার নাম ছন্দা—চেনো তাকে ?

নীলু। চিনি—

ভোলা। চেনো, বলতো—বলতো, সে কেমন আছে ?

নীলু। কেন তার খবরে তোমার কি দরকার ?

ভোলা। আমার মানে, আমি, আমি, তার, হাঃ-হাঃ-হাঃ। কেউ নই, বল না গো সে কেমন আছে ?

নীলু। অত কথা বলার সময় নেই, এখন পথ ছাড়ো।

ভোলা। শোন, শোন, একটা কাজ করতে পারো? আমি একখানা চিঠি দিচ্ছি, তুমি চিঠিখানা ছন্দার হাতে দিয়ে আসতে পারো? আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাছি, সে যেন চুপি চুপি একটিবার আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

নীলু। থামো, এখনও বলছি বাড়ীর সামনে থেকে সরে যা—নইলে মার খেয়ে মরতে হবে।

ভোলা। দয়া করো, আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি [পায়ে ধরে]

নীলু। আঃ—পা ছাড়ো—ছাড়ো বলছি, তবু ছাড়বে না! তবে দূর হ' শয়তান কোথাকার! [ধাক্কা দেয়]

ভোলা। তুমি আমাকে মারলে?

নীলু। হ্যাঁ, এখন তো এক ঘা মারলাম, কিন্তু এরপর ফিরে এসে যদি তোমাকে এ বাড়ির চার ধারে ঘুরতে দেখি তাহলে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব। তখন বুঝবে পরের বৌকে ফুসলে নিয়ে যাওয়ার মতলব করার ফলটা কি?

[প্রস্থান।

ভোলা। ভগবান—ভগবান তুমি আমাকে বলে দাও কেন আমার সব থাকতেও আজ আমি সর্বহারা।

অভিজিতের প্রবেশ।

অভিজিত। না-না—সর্বহারা হতে দেব না। আমি বেঁচে থাকতে ছন্দাকে কাঙালিনী সাজতে দেব না।

ভোলা। কে?

অভিজিত। একি দাদা—

ভোলা। অভি—অভি—আমার অভি—[বুকে জড়িয়ে ধরে] ভালো আছিস ভাই ভালো আছিস ?

অভিজিত। আমার ভাল মন্দ সবই তো তুমি দাদা। তুমি আমার কাছে না থাকলে আমি কি করে ভাল থাকি ?

ভোলা। হাঁরে আমার ছন্দু কেমন আছে, ছন্দু ?

অভিজিত। ভাল নেই দাদা। জ্যোতির দারুণ অসুখ। তার ব্রেন টিউমার হয়েছে। ডাক্তার বলেছে অপারেশন ছাড়া কোন উপায় নেই। তার জন্যে দরকার অনেক টাকা।

ভোলা। ব্রেন টিউমার! অপারেশন ছাড়া উপায় নেই! টাকার দরকার—অনেক টাকা!

অভিজিত। তুমি বাড়ি ফিরে চল দাদা। আমি টাকার জোগাড় করবো।

ভোলা। না-না—আমি বাড়ি ফিরে যাব না।

অভিজিত। কেন যাবে না—তোমার বাড়ি—তোমার ঘর? কার ভয়ে তুমি বাড়ি ফিরে যাবে না ?

ভোলা। ভয়! আরে ভয় করবো কেন? হ্যারে বৌমা কেমন আছে রে ?

অভিজিত। কেয়া তার বাপের বাড়ি চলে গেছে।

ভোলা। বৌমা চলে গেছে, না তুই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস ?

অভিজিত। তুমি ভুল বুঝো না দাদা, আমি তাকে তাড়িয়ে দিইনি। সে নিজেই চলে গেছে। কেয়ার ধারণা ছিল তাদের কোম্পানীতে চাকরী করি বলেই তার অন্যায়কে আমি মুখ বুজে সহ্য করবো। তাই চাকরীও আমি ছেড়ে দিয়েছি।

ভোলা। এই দুর্দ্দিনের বাজারে তুই চাকরী ছেড়ে দিয়েছিস ?

অভিজিত। হ্যা দিয়েছি। চাকরী বজায় রাখতে হলে কেয়ার অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। তাই ভেবে দেখলাম অসম্মানের চাকরী করে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে সম্মানের শাক-ভাত খাওয়া অনেক ভাল।

ভোলা। পাগলামী করিস না ভাই, কথা শোন বাড়ি ফিরে যা। বৌমাকে ফিরিয়ে আন।

অভিজিত। না দাদা ও কথা আমি রাখতে পারব না। যতদিন না সে নিজে এসে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে, ততদিন আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো না।

ভোলা। বেশ তবে চল আমার সঙ্গে আমার বস্তি বাড়িতে। সেখানে আবার আমরা দু'ভাই এক নতুন সংসার গড়ে তুলবো। দুঃখের পোশাক গায়ে চাপিয়ে আবার আমরা সুখের স্বপ্ন দেখবো।

অভিজিত। দাদা—

ভোলা। না-না—এখন নয়। ছন্দু, আমার ছন্দুর কি হবে! সে যে বড় কাঁদছে। জ্যোতির যে দারুণ অসুখ, না-না টাকা চাই—টাকা, অনেক টাকা! জ্যোতিকে বাঁচাতে হবে—নিশ্চয়ই বাঁচাতে হবে। চল ভাই চল, এখনও তো আমাদের শেষ সম্বল আছে। দেখি তার বিনিময়েও আমরা জ্যোতিকে বাঁচাতে পারি কি না।

[উভয় প্রস্থান।

— —

পঞ্চদশ দৃশ্য।

মুখার্জী ভিলা।

বিনয় ও কমলার প্রবেশ।

কমলা। না-না-না—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিনা। ঠাকুর-জামাই কখনও এ কাজ করতে পারে না।

বিনয়। যা হতে পারে না তাই হয়েছে কমলা। আমি নিজে বিলাসপুরে গিয়ে কালীকৃষ্ণবাবুর কাছ থেকে সব জেনে এসেছি।

কমলা। কিন্তু এ যে আমি ভাবতেও পারছি না।

বিনয়। যা ভাবতে পারা যায় না তাইতো অনেক সময় বাস্তবে ঘটে যায়। বাবাও কি আগে থেকে কিছু জানতেন ? তাই হঠাৎ সব জানতে পেরে এতবড় আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। ক্ষোভে দুঃখে, অপমানে সেই যে বিছানা নিলেন আর উঠলেন না।

কমলা। আচ্ছা বাবা তোমার নামেই সব সম্পত্তি উইল করে গেছেন, একথা কি সত্যি ?

বিনয়। হাঁ সত্যি।

কমলা। আচ্ছা আমি তো শুনেছি সম্পত্তিটা তোমাকে আর ঠাকুরঝিকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেছেন।

বিনয়। তুমি ভুল শুনেছো কমলা। কেয়াকে তিনি কিছুই দিয়ে যাননি।

অভিজিতের প্রবেশ।

অভিজিত। নমস্কার বিনয়দা।

বিনয়। একি অভিজিত তুমি ?

কমলা। ঠাকুরজামাই তুমি!

অভিজিত। হ্যাঁ আমি। আমাকে দেখে খুব আশ্চর্য্য হচ্ছেন নাকি বৌদি?

কমলা। না-না—আশ্চর্য্য হব কেন? তবে –

বিনয়। আমি কিন্তু খুবই আশ্চর্য্য হচ্ছি। তুমি যে আর কোন-দিন এ বাড়ীতে ঢুকবে, এ আমি ভাবতেও পারিনি।

অভিজিত। আমিও ভাবতে পারিনি বিনয়দা, তবু বাধ্য হয়ে আজ আসতে হল।

কমলা। ঠাকুরজামাই একথা কি সত্যি তুমি ঠাকুরঝিকে বিয়ে করার আগেও নাকি বিয়ে করেছিলে?

অভিজিত। আমি বিয়ে করেছিলাম!

কমলা। হ্যাঁ তোমার নাকি দুবছরের একটা ছেলেও আছে?

অভিজিত। কি বলছেন বৌদি—আমি বিয়ে করেছিলাম, আমার ছেলেও আছে? কে বলেছে এসব কথা?

বিনয়। যার মেয়েকে বিয়ে করেছো সেই কালীকৃষ্ণবাবুই চিঠি দিয়ে…

অভিজিত। কালীকৃষ্ণবাবু—

কমলা। হ্যাঁ। সে নাকি আবার একজন সাধক পুরুষ—বিলাসপুরে থাকে।

বিনয়। আঃ—কমলা তুমি থামো!

অভিজিত। না-না—এ সম্পূর্ণ মিথ্যে। আপনারা যা শুনেছেন সব ভুল।

কমলা। শুনছো—শুনছো তুমি, আমি একটু আগেও বলিনি এ কখনও হতে পারে না!

বিনয়। নিশ্চয় হতে পারে—

অভিজিত। না হতে পারে না।

বিনয়। থামো। তুমি কি এইসব কথা বলতেই এখানে এসেছো ?

অভিজিত। না।

বিনয়। তবে কি জন্য এসেছো ?

অভিজিত। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকার জন্য এসেছি।

বিনয়। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড !

অভিজিত। হ্যাঁ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড। আট বছর তোমাদের ফ্যাক্টরীতে চাকরী করেছি। প্রতি মাসেই ফাণ্ডের টাকা কেটে নিয়েছো। অথচ বার বার রিমাইণ্ডার লেটার দেওয়া সত্ত্বেও আমার পাওনা টাকা পেতে এত দেরী হচ্ছে কেন বুঝতে পারলাম না। তাই নিজেই এসেছি টাকাটা চাইতে।

বিনয়। চাইলেই কি সব সময় সব জিনিস পাওয়া যায় ?

অভিজিত। তার মানে ?

বিনয়। মানে—তুমি যে আমাদের কোম্পানীতে চাকরী করেছো তার কোন প্রমাণ নেই।

কমলা। কি বলছো তুমি ?

বিনয়। যা সত্যি তাই বলছি।

অভিজিত। বিনয়দা—

বিনয়। তুমি এখান থেকে চলে গেলেই আমি সুখী হবো অভিজিত।

অভিজিত। তাহলে আমার টাকা তুমি দেবে না ?

বিনয়। বলেছি তো তুমি এখানে চাকরী করেছো কি না তার

কোন প্রমাণ নেই। অতএব টাকা তুমি দাবী করতে পারো না।

অভিজিত। বেশ তাহলে উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রমাণ দিয়েই আমি টাকা আদায় করে নেব।

বিনয়। ভয় দেখাচ্ছো ?

অভিজিত। না—তোমার মত মিথ্যাবাদীকে ভয় দেখিয়ে কোন ফল হবে না তা আমি জানি।

বিনয়। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকেই মিথ্যাবাদী বলছো!

অভিজিত। মুখের উপর যে এতবড় সত্যকে অস্বীকার করতে পারে তাকে শুধু মিথ্যাবাদী বললে সম্মান দেওয়া হয়। তুমি—

বিনয়। অভিজিত! কথা না বাড়িয়ে এখান থেকে চলে গেলেই আমি খুশী হবো।

কমলা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—অন্যায় করেও তোমার এ কথা বলতে লজ্জা করছে না!

অভিজিত। লজ্জা—লজ্জা ওর নেই বৌদি। তা যদি থাকতো তাহলে নিজের বোনকে এত উচ্ছৃঙ্খল করে গড়ে তুলতো না। তাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমার সংসার ভেঙে দিত না। গরীব শ্রমিকের টাকা মেরে দিতে এতবড় মিথ্যা কথাও বলতে পারতো না।

বিনয়। অভিজিত!

অভিজিত। আচ্ছা, চলি বিনয়দা। হয়তো আবার দেখা হবে, আর সেদিন—না থাক। আজ নয়, সেদিনের কথা সেদিনই বলবো।

[প্রস্থান।

কমলা। ওগো আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি—ঠাকুরজামাইয়ের টাকা দিয়ে দাও—এতবড় অন্যায় তুমি করো না।

বিনয়। চুপ কর কমলা, সব কথায় কথা বলতে এসো না।

কমলা। কেন বলবো না—তুমি জলজ্যান্ত সত্যিকে অস্বীকার করবে আর আমি মুখ বন্ধ করে থাকবো ?

বিনয়। হ্যাঁ থাকবো।

কমলা। না—না তা হবে না। বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি অন্যায়ভাবে দয়ালদাকে তাড়িয়ে দিয়েছো। তা আমি সহ্য করেছি। কিন্তু এ অন্যায় আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

বিনয়। কমলা—মনে রেখো আমার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে, তোমাকে তোমার বাপের বাড়িতে গিয়েই জীবন কাটাতে হবে !

কমলা। তুমি ভুলে যাচ্ছো—আমি কেয়া নই—কমলা। চিরদিন এই বাড়িতে থাকবো—আর এইভাবে তোমার অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো।

[প্রস্থান।

বিনয়। এরা সবাই আমাকে ভয় দেখাতে চায়—হাঃ-হাঃ-হাঃ—এরা আমাকে চেনে না। জানে না যে ভয়ই আমাকে দেখে ভয় পায়—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দিলীপের প্রবেশ।

দিলীপ। বিনয়—বিনয়—আমি তোর কথা মত অভিজিতের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত সমস্ত পুরোনো রেকর্ডপত্তর পুড়িয়ে দিয়েছি।

বিনয়। থ্যাঙ্ক ইউ—থ্যাঙ্ক ইউ।

দিলীপ। তাহলে এবার আমার বিষয়—

বিনয়। হ্যাঁ-হ্যাঁ—তোর বিষয় আমি অনেক চিন্তা করেছি। কিন্তু কেয়া যে এইভাবে আমার কথার অবাধ্য হবে এ আমি ভাবতেও পারিনি।

দিলীপ। কেয়া তোর কথার অবাধ্য হয়েছে?

বিনয়। হ্যাঁরে আজ কদিন ধরে আমি কেয়াকে রাজী করাবার অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই সে রাজী হচ্ছে না।

দিলীপ। রাজী হচ্ছে না! তাহলে—

বিনয়। আমি বলি কি দীলিপ তুই কেয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে কর।

দিলীপ। তা না হয় করলাম। কিন্তু তুই যে বলেছিস এই সম্পত্তির একটা অংশ আমাকে দিবি—তার কি করবি?

বিনয়। বোকা—বোকা—তুই একেবারে বোকা। আমি সম্পত্তি নিয়েছি কি তোকে দেওয়ার জন্য।

দীলিপ। তার মানে? আমি তোর জন্য এত করলাম।

বিনয়। তাই তো তোকে সামান্য প্রডাকশন ম্যানেজার থেকে জেনারেল ম্যানেজার করে দিয়েছি। মাইনেও অনেক হয়েছে। তাতেই সন্তুষ্ট থাক আর বেশী আশা করিসনি।

দিলীপ। তুই তাহলে এতদিন ধরে আমাকে খেলিয়ে বেড়িয়েছিস?

বিনয়। তোর মত বুদ্ধিমান লোক যে এতদিন কথাটা বুঝতে পারিসনি কেন আমি ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।

দিলীপ। তুই বোধ হয় ভুলে যাচ্ছিস বিনয়, যে উইলের জোরে তুই সম্পত্তি পেয়েছিস সে উইলের আমি সব কিছুই জানি!

বিনয়। ভয় দেখাচ্ছিস? না—না—ভয় পাবার লোক আমি নই। তুইও বোধ হয় ভুলে যাচ্ছিস—সে উইলের প্রধান সাক্ষী হয়ে তুইও

সকলের আগে সই করেছিস। এখন আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করলে তুইও কিন্তু বাদ যাবি না। অতএব ঐ নিয়ে নাড়াচাড়া করে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ করে কোন লাভ নেই। যেমন আছিস তেমনি থাক।

দিলীপ। ঠিক আছে—তেমনি থাকবো। তবে কাজটা কিন্তু ভাল করলি না এ কথাটা মনে রাখিস।

[প্রস্থান।

বিনয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ—বড় আশায় ছাই পড়েছে, তাই ছোবল মারতে চেয়েছিল। কিন্তু ও জানে না যে আমি পাকা সাপুড়ে। সাপ নিয়ে খেলা করতে আমি ভালবাসি—খুব ভালবাসি—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

ষোড়শ দৃশ্য।

জ্যোতির বাড়ী।

অসুস্থ জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ—এসেছে আদেশ। আঃ—

ওষুধ হাতে ছন্দার প্রবেশ।

ছন্দা। ওষুধটা খেয়ে নাও।

জ্যোতি। না-না—ওষুধ নয় ছন্দা—পারোতো খানিকটা বিষ এনে দাও। এ যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

ছন্দা। ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। ডাক্তারবাবু তোমাকে উত্তেজিত হতে বারণ করেছেন। ওষুধটা খেয়ে নাও। [ওষুধ খাওয়ায়]

জ্যোতি। এতে কোন লাভ হবে না ছন্দা, এ যে কঠিন রোগ—অপারেশন ছাড়া—

ছন্দা। তাইতো আমি বার বার বলছি বাড়ীখানা—

জ্যোতি। না—তা হয় না ছন্দা। বাড়ী বিক্রী করে তোমাকে পথে বসাতে পারবো না।

ছন্দা। না গো না—ও চিন্তা তুমি করো না। আমার এই শাঁখা সিঁদুরের কাছে বাড়ীখানা তো দূরের কথা, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যও আমার কাছে কিছু নয়।

জ্যোতি। তুমি বুঝতে পারছো না ছন্দা—তাই ও কথা বলছো। এ বড় জটিল রোগ—ক্যানসারের মতই ভয়ংকর।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। একি বৌমা তুমি, আবার জ্যোতিকে বকাচ্ছো?

ছন্দা। না—পিসিমা, আমি ওকে ওষুধ খাওয়াতে এসেছিলাম।

বিন্দু। ওষুধ তো খাওয়ানো হয়েছে। এবার তুমি যাও।

জ্যোতি। না পিসিমা, ও আমার কাছেই থাক। ও কাছে থাকলে আমি রোগের কথা ভুলে যাই।

বিন্দু। তা বললে কি হয় বাছা। ডাক্তারের নিষেধ না মানলে রোগ যে আরও বেড়ে যাবে। তুমি যাও বৌমা। আজ আবার অমাবস্যা। আমাকে একটু মায়ের পুজোয় বসতে হবে।

ছন্দা। অমাবস্যা—হ্যাঁ-হ্যাঁ, অমাবস্যা—আজ অমাবস্যা—

বিন্দু। কি গো বিড়বিড় করছো কেন? যাও—

ছন্দা। হ্যাঁ যাচ্ছি! আজ অমাবস্যা, আমাকে যেতেই হবে—যেতেই হবে— [প্রস্থান।

বিন্দু। এখন শোন বাবা। পাওনাদারেরা যে রোজ বাড়ীতে এসে অপমান করছে তার কি করবো বল?

জ্যোতি। এত পাওনাদার হলো কি করে পিসিমা? আমার নগদ টাকা—মায়ের গয়না—ছন্দার গয়না সবই কি শেষ হয়ে গেছে?

বিন্দু। অবাক করলি বাবা! সে তো সংসারের পেছনেই শেষ হয়ে গেছে। উপরন্তু তোর অসুখের খরচ জোগাতে এক একজন ভাড়াটের কাছ থেকে পাঁচ-ছ মাসের ভাড়া আগাম নিতে হয়েছে। তাই বলছি পাওনাদারদের কাছে রোজ অপমানিত হওয়ার চেয়ে বাড়ীখানা বিক্রী করে দেনা শোধ করে দে।

জ্যোতি। তা হয় না পিসিমা। বাড়ী বিক্রী করে ছন্দাকে আমি পথে বসাতে পারবো না।

বিন্দু। আহা পথে বসাতে হবে কেন। আমি তাকে বুক দিয়ে দেখবো।

জ্যোতি। না-না—পিসিমা, যদি অন্য কোন উপায় থাকে—

বিন্দু। উপায়—তাহলে তুই এক কাজ কর। বাড়ীখানা বন্ধক দিয়ে দে—তাতে দেনাও শোধ হয়ে যাবে, আর—

দেবীকান্তের প্রবেশ।

দেবী। না—বাড়ী বন্ধক দিতে হবে না, আর বিক্রি করতেও হবে না।

বিন্দু। তুই তো বলেই খালাস। এদিকে আমি পাওনাদারদের তাগাদায় টিকতে পারছি না।

দেবী। তুমি পাওনাদারদের আমার সঙ্গে দেখা করতে বল। আমি তাদের কাছ থেকে এক বছরের সময় চেয়ে নেব।

বিন্দু। কি বলছিস তুই ?

দেবী। ঠিকই বলছি। সাফ কথা আমি বাড়ী বন্ধক দিতে দেবো না।

বিন্দু। কিন্তু জ্যোতির চিকিৎসা—?

দেবী। সেজন্যে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না, আমি তার ব্যবস্থা করবো।

জ্যোতি। আঃ, বড় যন্ত্রণা দেবীদা—

দেবী। কোন চিন্তা নেই জ্যোতি। আমি তোর বড় ভাই, আমি তোর পিছনে আ'ছ। আমি টাকা জোগাড় করে তোর চিকিৎসা করাবো।

জ্যোতি। দেবীদা—

দেবী। আমাদের দুর্দিনে তুই যেমন বুক দিয়ে দেখেছিস, তোর দুর্দিনেও আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারবো না। [প্রস্থান।

বিন্দু। [স্বাগতঃ] বোকা আর কাকে বলে ! [প্রকাশ্যে] ঐ যাঃ, একটা কথা তোকে বলতে ভুলে গেছি। আজ ক'দিন ধরে একটা মেয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে যাচ্ছে।

জ্যোতি। মেয়ে ! কে মেয়ে ?

বিন্দু। কি যেন নাম বললে—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে, শ্যামলী।

জ্যোতি। শ্যামলী, শ্যামলী না-না, ঢুকতে দিও না। আমার বাড়ীতে তাকে ঢুকতে দিও না। সে আমার জীবনের রাহু, তাকে ঢুকতে দিও না পিসিমা, ঢুকতে দিও না। সে একটা মায়াবিনী—সে একটা ডাইনী—সে একটা—সে একটা—

বিন্দু। জ্যোতি—বাবা জ্যোতি—

জ্যোতি। আঃ—ছন্দা—ছন্দা—তুমি আমাকে ঘিরে রাখো—তুমি আমাকে ঘিরে রাখো—তুমি আমাকে যেতে দিও না—ছন্দা—ছন্দা— [প্রস্থান।

বিন্দু। হুঁ, একে তো পেটের ছেলেটা শত্রুতা করছে। তার উপর মাগীটা সকলকে যাদু করেছে। আচ্ছা দেখি আমার নাম বিন্দুবাসিনী, বাড়ি বেচাবো তবে ছাড়বো।

টাকা নিয়ে ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। ছন্দু—ছন্দু—তোর কোন ভয় নেই আমি এসে গেছি। ছন্দু—ছন্দু—

বিন্দু। কেন, তাকে কি দরকার? আমাকে বল, তার সঙ্গে এখন থেকে আর কারও দেখা-সাক্ষাৎ হবে না।

ভোলা। পিসিমা! আমি তার দাদা, জ্যোতির চিকিৎসার জন্য টাকা এনেছি। আর সেই আংটিটাও এনেছি।

বিন্দু। এ্যাঁ তুমি! তোমাকে আমি চিনতে পারিনি বাবা। তাছাড়া জ্যোতির চিন্তায় আমার মাথাটা খারাপ হয়ে আছে তাই কি বলতে কি বলেছি—তুমি যেন তার জন্য কিছু মনে করো না।

ভোলা। না-না, আমি কিছু মনে করিনি। জ্যোতি কেমন আছে?

বিন্দু। কি আর বলবো বাবা, সেকথা বলতে গেলে আমার বুক চড়চড় করে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

ভোলা। কোথায় আছে সে? আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করবো।

বিন্দু। উপরের ঘরে আছে। কিন্তু ডাক্তার বলেছে কেউ সেখানে যেতে পারবে না, তাহলেই রোগ বেড়ে যাবে—আর বাঁচানো যাবে না।

ভোলা। না-না—তাহলে আমি তার সঙ্গে দেখা করবো না। ছন্দু কোথায়—আমার ছন্দু? অনেকদিন তাকে দেখিনি—দয়া করে একটু ডেকে দিন না।

বিন্দু। বৌমা বাড়িতে নেই। জ্যোতির চিকিৎসার জন্য সকাল থেকে টাকার যোগাড় করতে বেরিয়েছে।

ভোলা। বেরোবে—বোরোবে—সে যে আমার সতীলক্ষ্মী বোন। সীতা—সাবিত্রী—বেহুলার মন নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছে। তাইতো স্বামীকে মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য টাকার জোগাড়ে বেরিয়েছে।

বিন্দু। সতীলক্ষ্মী বলে সতীলক্ষ্মী—এমন সতীলক্ষ্মী আমি জন্মেও দেখিনি। হ্যাঁ তুমি টাকার কথা কি যেন বলছিলে বাবা?

ভোলা। হ্যাঁ আমি জ্যোতির চিকিৎসার জন্য টাকা এনেছি।

বিন্দু। টাকা এনেছো?

ভোলা। আনবো না! সে যে আমার ছন্দুর স্বামী—তাকে আমার বাঁচাতেই হবে। তাই দুই ভাইয়ে যুক্তি করে চৌদ্দপুরুষের ভিটে বন্ধক দিয়ে টাকা এনেছি। এই নিন টাকাটা আপনার কাছেই রেখে দিন। আমি বস্তির বাড়িতে থাকি তাই এতগুলো টাকা রাখতে সাহস হয় না। আর এই নিন সেই আংটি—যে আংটির জন্যে আমি এতদিন এখানে আসতে পারিনি। এইবার বলুন পিসিমা আমি ঋণমুক্ত হয়েছি!

বিন্দু। ওকি কথা বাবা—ঋণের কথা বলতে নেই। আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে হরিশ্চন্দ্রও তোমার কাছে হার মেনে গেল—শ্রীকৃষ্ণও বোধ হয় তার বোন সুভদ্রাকে এত ভালবাসেনি।

ভোলা। আমি এখন চলি পিসিমা, ছন্দু এলে তাকে চিন্তা করতে

বারণ করবেন। আমি আর অভি কলকাতার সমস্ত বড়বড় হাসপাতাল খুঁজে জ্যোতির জন্য কেবিন ঠিক করবো, না পাই নার্সিং হোমে রেখে সবচেয়ে বড় সার্জেন দিয়ে তার অপারেশন করাবো। তাতে যদি এ টাকায় না কুলায় আমি বাড়ি বিক্রি করবো, দরকার হলে পথে পথে ভিক্ষে করে টাকা জোগাড় করবো তবু ছন্দুর হাতের শাঁখা আমি ভেঙে যেতে দেবো না।

বিন্দু। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা। বৌমা বাড়িতে নেই, জ্যোতির জন্য আমারও মন-মেজাজ ভাল নয়। তাই তোমার খাতির-যত্ন করতে পারলাম না।

ভোলা। না-না এখন আমার খাতির-যত্ন করতে হবে না। আগে জ্যোতিকে ভাল করে তুলি তারপর ইচ্ছামত খাতির-যত্ন করবেন।

বিন্দু। ঠিক বলেছো বাবা, আগে জ্যোতির চিকিৎসা তারপর অন্য কথা। আচ্ছা তুমি এখন এসো, আমি ঠাকুর ঘরে যাই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আজ আবার অমাবস্যা, জ্যোতির মঙ্গলের জন্য পূজো দিতে হবে। মাগো জ্যোতিকে ভাল করে দাও—মা জ্যোতিকে ভাল করে দাও। [প্রস্থান।

ভোলা। ওঃ, এত আশা করে ছুটে এলাম তবু তার সঙ্গে দেখা হলো না। ওকি ছন্দু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে না! হ্যাঁ-হ্যাঁ—ছন্দুই তো বটে। পিসিমা বল্লেন বাড়িতে নেই অথচ—তাহলে বোধ হয় পিসিমা জানেন না যে ছন্দু কখন বাড়ীতে এসেছে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় আবার কোথায় যাচ্ছে? ছন্দু—ছন্দু—ওকি! আমার ডাকে সাড়া না দিয়ে চলে যাচ্ছে কেন? ছন্দু—ছন্দু—

[প্রস্থান।

সপ্তদশ দৃশ্য ।

কালীকৃষ্ণের আশ্রম ।

কালীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

কালী। আজ অমাবস্যা। জ্যোতিকে বাঁচাবার জন্যে তার বৌ আমার কাছে আসবে—আর আমারও মনোবাসনা পূর্ণ হবে। কিন্তু রাত্রি তো অনেক হয়ে গেল, এখনও আসছে না কেন? তবে কি আসবে না!

দ্রুত ছন্দার প্রবেশ ।

ছন্দা। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী! আমি এসেছি—আমি এসেছি—

কালী। এসেছো, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি দেবী।

ছন্দা। কোথায় আপনার মায়ের মূর্তি? তাঁকে জাগিয়ে তুলুন, আমি তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদী ফুল চেয়ে নেবো। আমার স্বামী দিনরাত মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। আমি তাকে বাঁচিয়ে তুলবো।

কালী। পারবে না—পারবে না—

ছন্দা। পারবো না, কেন পারবো না! আমি তো আপনার কথামত সারাদিন উপোষ থেকে কাউকে না জানিয়ে এখানে ছুটে এসেছি।

কালী। তবুও তুমি তাকে বাঁচাতে পারবে না।

ছন্দা। কিন্তু আপনি যে বললেন—মায়ের আশীর্বাদী ফুল নিয়ে গেলে—

কালী। যম যার দিকে নজর দিয়েছে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

ছন্দা। তা হলে আপনি আমাকে এখানে আসতে বলেছেন কেন ?

কালী। তোমার মঙ্গলের জন্য। কেন মিছিমিছি মড়া ঘেঁটে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করছো—যে মরছে তাকে মরতে দাও।

ছন্দা। কি বলছেন আপনি ! আমার স্বামী—

কালী। ধ্যাৎ তোর স্বামীর নিকুচি করেছে। আজ বাদে কাল যে মরবে তার জন্য কেন এত চিন্তা। তোমার এত রূপ যৌবন থাকতে স্বামীর অভাব কি ? [ছন্দাকে ধরে]

ছন্দা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও —

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। খবরদার শয়তান—কালীকৃষ্ণ ছন্দাকে ছাড়িয়া দেয়]

ছন্দা। একি দাদা ! দাদা—তুমি —

ভোলা। কোন ভয় নেই দিদি। আমি তোর পিছন পিছনই আসছিলাম—খোঁড়া মানুষ তাই একটু দেরী হয়ে গেছে।

কালী। এই শালা ল্যাংড়া। এখনও ভাল চাস তো এখান থেকে বেরিয়ে যা। আমার কাজে বাধা দিলে তোকে আমি শেষ করে দেবো [ভোলানাথকে মারতে ছুরি তোলে।

অভিজিত বিদ্যুৎগতিতে প্রবেশ করে ছুরি ধরে কালীকৃষ্ণের হাত থেকে ছুরি কেড়ে নেয়।

কালী। কোন শালারে—

ছন্দা। ছোট্‌দা—

ভোলা। অভি—

অভিজিত। হ্যাঁ দাদা আমি। পরে সব কথা শুনছি, আগে এই মহাপুরুষের সঙ্গে আলাপটা শেষ করে নিই।

কালী। তু—তু—আ—আ—পনি—হরি ওম্ তৎ সৎ।

অভিজিত। কি হলো একেবারে তোতলা হয়ে গেলে কেন সাধুবেশী শয়তান? চেন নাকি আমাকে—

কালী। না, চিনি না মাইরী বলছি, কোনদিন দেখিওনি।

অভিজিত। সে কি! আমি নাকি তোমার মেয়েকে বিয়ে করেছি? আমার নাকি ছেলেও আছে? অথচ শ্বশুর হয়ে জামাইকে চিনতে পারছো না?

ভোলা। কি বলছিস অভি—

অভিজিত। ঠিকই বলছি দাদা। এই শয়তান—আমার চরিত্রের উপর কলঙ্ক দিয়ে আমার শ্বশুর বাড়ীতে লিখেছিলো, তাই আজ বেশ কয়েক দিন ধরে খুঁজছিলাম। আজ ঠিক সময়মত এসে পড়েছি। বল শয়তান কেন তুই এ চিঠি লিখেছিল? কে তোকে লিখতে বলেছিলো?

কালী। আজ্ঞে ঐ বিনয়বাবু। বিনয়বাবুই টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে লিখিয়েছিলো। এইবার দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

অভিজিত। ছেড়ে দেবো! তোমার মত সমাজের শত্রুকে আমি ছেড়ে দেবো না। আমি তোমাকে—

ভোলা। ছেড়ে দে ছেড়ে দে—[ভোলানাথ অভির হাত ধরে, ইত্যবসরে কালীকৃষ্ণ পালাতে চেষ্টা করে।]

দ্রুত পুলিশ ইনস্পেক্টরের প্রবেশ।

ইনস্পেক্টর। হ্যাণ্ডস্ আপ!

কালী। পুলিশ! হরি ওম্ তৎ সৎ।

ইনস্পেক্টর। আর তৎ সৎ বলে লাভ নেই ভণ্ড। পুলিশের চোখে আর ধুলো দিতে পারবে না। একি আপনারা এখানে কেন? মেয়েছেলে এখানে কেন?

ভোলা। ঐ শয়তানের চক্রান্তে—

ইনস্পেক্টর। তার মানে?

ছন্দা। আমার স্বামী অসুস্থ। তাই এই শয়তান আমাকে বলেছিলো আজ অমাবস্যার রাত্রে মন্ত্রবলে মাকে জাগিয়ে তুলে আমার স্বামীকে রোগমুক্ত করে দেবে। তাই আমি—

ইনস্পেক্টর। এখানে এসে বিপদে পড়ে গেছেন।

ভোলা। যদি আপনি ঠিক সময়মত এসে না পড়তো তাহলে যে কি হত তা ভাবতেও পারা যায় না।

কালী। না-না, বিশ্বাস করবেন না হুজুর—এদের সকলের কথা মিথ্যে। আমি নেহাত সাধুসন্ত মানুষ।

ইনস্পেক্টর। চুপ সাধুসন্ত মানুষ! থানার খাতায় সমাজবিরোধী গুণ্ডা বলে যার হাজারটা ডায়রী রয়েছে—পুলিশ একসময় যাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে—স কিনা সাধুসন্ত মানুষ!

কালী। কি বলছেন হুজুর!

ইনস্পেক্টর। ইউ আর এ বর্ণ ক্রিমিনাল—খুনী আসামী। তোমার আসল নাম ফণী গাঙ্গুলী।

কালী। হুজুর বিশ্বাস করুন আমি—

ইনস্পেক্টর। সাট আপ! আপনারাও একবার থানায় আসুন। আপনাদের অভিযোগগুলোও ভালভাবে লিখে নেব।

ছন্দা। সে কি! থানায় যেতে হবে?

ভোলা। কোন ভয় নেই দিদি। কথায় বলে রাখে হরি মারে কে, আর মারে হরি রাখে কে। তাহলে আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।

[ছন্দা সহ প্রস্থান।

কালী। হরি ওম্ তৎ সৎ—

অভিজিত। হ্যাঁ-হ্যাঁ ভাল করে হরিনাম কর নকল শ্বশুরমশাই। মরার সময় হরিনামই একমাত্র সম্বল।

[প্রস্থান।

ইনস্‌পেক্টর। চল সাধুবেশী শয়তান। অনেকদিন পুলিশকে হয়রান করছো, এইবার থানায় নিয়ে গিয়ে খাতির-যত্নটা ভাল করে করবো।

কালী। হরি ওম্ তৎ সৎ—

[সকলের প্রস্থান।

———

অষ্টাদশ দৃশ্য।

জ্যোতির বাড়ি।

সাদা ডেমি কাগজ ও কলম হাতে বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। যাক এতদিনে নিশ্চিন্ত। মাগী সেই কাল সন্ধ্যায় বেরিয়েছে। আজ বেলা দশটা বাজতে চললো এখনও ফিরে আসেনি। কালীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার কথা মত কাজ করেছে। এইবার যেমন করেই হোক জ্যোতিকে দিয়ে এই কাগজ দুটোয় সই করাতে হবে। তাহলেই আমার মনের আশা পূর্ণ হবে।

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। ছন্দা—ছন্দা! কোথায় গেলে তুমি ছন্দা—ছন্দা—

বিন্দু। বৌমা তো এখনও ফেরেনি বাবা।

জ্যোতি। সে কি! কাল সন্ধ্যায় গেছে এখনও ফেরেনি? আঃ, আবার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। বোধ হয় আজই আমার শেষ দিন। ছন্দা—ছন্দা—

বিন্দু। বৌমার জন্য তুই এত ভাবছিস, কিন্তু বৌমা—

জ্যোতি। কেন পিসিমা, সে কি করেছে?

বিন্দু। এই যে কাউকে না বলে হুট করেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়—কেন যায়,. কোথায় যায়?

জ্যোতি। সে যেখানেই যাক, যাই করুক, আমার মঙ্গলের জন্যই করছে।

বিন্দু। কিন্তু ঘরের বৌ হয়ে—

জ্যোতি। একরাশ আশা বুকে নিয়ে সে আমার ঘরে এসেছিল পিসিমা। কিন্তু আমার এই অসুখ তার সব আশা ছাই করে দিয়েছে।

বিন্দু। তাইতো বলছি বাবা, বৌমাকে সুখী করতে তোকে বাঁচতে হবে। গোঁয়ার্ত্তুমী করে অমন সতীলক্ষ্মীকে বিধবা সাজাসনি। নে তুই শুধু একটা সই করে দে।

জ্যোতি। না পিসিমা। আমি বাড়ীবন্ধক দিয়ে চিকিৎসা করবো না।

বিন্দু। তোর জীবনের চেয়ে বাড়ীটাই বড় হল বাবা?

জ্যোতি। পিসিমা, যমদূত যার শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে আছে— কেন তোমরা তাকে নিয়ে এত টানা-হ্যাঁচড়া করছো?

বিন্দু। কথা শোন বাবা, আগে নিজে বাঁচ তারপর অন্য চিন্তা করিস।

জ্যোতি। বেশ—আর আমি বাধা দেব না। যখন তোমাদের সকলের একমত, পিসিমা আমি রাজী—আমি—আমি বাড়ী বন্ধক দেবো। কাগজটা দাও। [বিন্দুবাসিনী সাদা ডেমি কাগজ ও কলম ধরে] একি পিসিমা, এ যে সাদা কাগজ!

বিন্দু। হ্যাঁ সাদা কাগজ তোর কোন চিন্তা নেই বাবা, শুধু একটা সই করে দিবি তারপর যা লিখতে হয় আমি উকিল দিয়েই লিখিয়ে নেব। নে সইটা করে দে বাবা, আর দেরী করিস নি।

জ্যোতি। বেশ দাও। কলম দাও আমি সই করে দিই—সই করে] এই নাও পিসিমা—এই নাও—[পিসিমার হাতে দিতে যায়]

এমন সময় দেবী প্রবেশ করে ও কাগজ ছিঁড়ে দেয়।

বিন্দু। একি কাগজটা ছিঁড়ে ফেললি?

দেবী। হ্যাঁ ফেললাম, কারণ বাড়ী আমি বন্ধক দিতে দেবো না। আমি টাকার ব্যবস্থা করেছি।

জ্যোতি। দেবীদা তুমি টাকার ব্যবস্থা করেছো ?

দেবী। হাঁ ভাই আমি কলকাতা নার্সিং হোমে অপারেশনের ব্যবস্থা করে এসেছি। সঙ্গে করে গাড়িও এনেছি। আজ এখুনি আমি তোকে নিয়ে যাবো—চল

জ্যোতি। কিন্তু ছন্দা—ছন্দা যে বাড়ীতে নেই—

ছন্দা সহ ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। এসে গেছি—এসে গেছি। ছন্দুকে নিয়ে আমি এসে গেছি।

বিন্দু। [স্বাগতঃ] সর্বনাশ—

ছন্দা। কেমন আছো—কেমন আছো তুমি ?

জ্যোতি। ছন্দা—কাল থেকে তুমি কোথায় ছিলে ?

ভোলা। আমি বলছি জ্যোতি—সব শুনলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে। এক সাধুবেশী শয়তানের ছলনায় ভুলে—

জ্যোতি। সেকি !

বিন্দু। তুমি চুপ কর বাবা চুপ কর। যা বলবার পরে বল—দেখছো না ছেলেটা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। বাবা দেবী আর দেরী করিস না, এখুনি ওকে নিয়ে যা।

ভোলা। নিয়ে যাবে, কোথায় নিয়ে যাবে ?

দেবী। কলকাতা নার্সিং হোমে আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি।

ছন্দা। ভগবান তুমি আছো তুমি আছো—

বিন্দু। হ্যাঁ ভগবান নিশ্চয়ই আছে মা। দেবী আর দেরী করিসনি—

দেবী। না-না আর দেরী নয়। চল ভাই চল, বৌমার সাধনা, ভোলাদার ভালবাসা আর আমার পরিশ্রম দিয়ে আগে তোকে বাঁচিয়ে তুলি, তারপর তুই এক এক করে সব কথাই জানতে পারবি—

ভোলা। ঠিক বলছো ভাই। সব ব্যবস্থাই যখন করে এসেছো তখন আর দেরী করা উচিত নয়। জ্যোতি চল আগে তোমাকে ভাল করে তুলি তারপর সব কথা শুনো।

জ্যোতি। আসি পিসিমা—ছন্দা রইলো তুমি তাকে দেখো।

বিন্দু। দেখবো বৈকি—নিশ্চয়ই দেখবো। বৌমা যে আমার মেয়ের মত।

জ্যোতি। আসি ছন্দা। জীবনে চলার পথে অনেক ভুল করেছি। তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। যদি ফিরে আসি সে ভুলের সংশোধন করবো। আর যদি ফিরে না আসি তুমি আমাকে ক্ষমা করো। [দেবী সহ প্রস্থান।

ছন্দা। না-না, তুমি ফিরে আসবে—নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

ভোলা। ভেঙ্গে পড়িসনি দিদি - ভেঙ্গে পড়িসনি—তোর শাঁখা সিঁদুরের জোরে সে নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। এ যদি মিথ্যে হয়, তাহলে ভগবানের সৃষ্টিটাই মিথ্যে হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

ছন্দা। ভগবান ভগবান—জীবনে মরণে তোমার কাছে আমার একটাই প্রার্থনা তুমি আমাকে আরও দুঃখ দাও—আমার সব কিছু কেড়ে নাও, শুধু ওকে ভাল করে দাও ঠাকুর, ভাল করে দাও।

[প্রস্থান।

বিন্দু। আর ভালো হয়েছে। যে রোগে ধরেছে এখন ডাক্তার বেটে খাওয়ালেও ভাল হবে না। ঠাকুর একটু মুখ তুলে চাও ঠাকুর। জ্যোতি যেন আর না ফিরে আসে ঠাকুর—আর না ফিরে আসে।

[প্রস্থান।

———

উনবিংশতি দৃশ্য।

মুখার্জী-ভিলা।

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। বাড়ী-গাড়ী-কারখানা সব আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আর কাউকে কিছু ভাগ দিতে হবে না। উইল রেজিষ্ট্রি করে আমার পর যদি কেউ আমার সঙ্গে বিট্রে করতে চায়, তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ টেনে আনবে। শুধু কেয়া— কেয়া এখনও গোলাক-ধাঁধার মধ্যে রয়েছে। তার সে ধাঁধা আমাকেই ভেঙে দিতে হবে।

কেয়ার প্রবেশ।

কেয়া। দাদা-দাদা আমাকে কিছু টাকা দাও তো।

বিনয়। টাকা—টাকা কি হবে?

কেয়া। আমার কস্‌মেটিকস্‌ ফুরিয়ে গেছে, তাছাড়া দুখানা নতুন ডিজাইনের কাপড় কিনতে হবে তাই হাজার খানেক টাকার দরকার। কোলকাতায় একটু মার্কেটিং করতে যাবো।

বিনয়। না, তোমাকে আর একটা পয়সাও দেব না।

কেয়া। দেবে না?

বিনয়। না। এতদিন স্বাধীন ভাবে চলে ফিরে তুমি অনেক টাকা নষ্ট করেছো। কিন্তু এভাবে টাকা নষ্ট করতে দেওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেয়া। ঠিক আছে, আমাকে আমার সম্পত্তির অংশ বুঝিয়ে দাও। আমি আর তোমার কাছে টাকা চাইবো না।

বিনয়। সম্পত্তির অংশ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কেয়া। ও কি, অমন করে হাসছো কেন?

বিনয়। তোমার কথা শুনে।

কেয়া। তার মানে?

বিনয়। মানে, এ সম্পত্তিতে তোমার কোন অংশ নেই।

কেয়া। নেই?

বিনয়। না, বাবা সব কিছুই আমার নামে উইল করে দিয়ে গেছেন।

কেয়া। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর তুমিই তো বলেছো এই সম্পত্তির একটা অংশ আমাকে দিয়ে গেছেন।

বিনয়। সে তোমাকে সান্ত্বনা দিয়েছি মাত্র।

কেয়া। ও, তুমি তা হলে এতদিন ধরে আমাকে নিয়ে কানামাছি খেলেছো?

বিনয়। এ্যাকজ্যাক্টলি।

কেয়া। শয়তান-বেইমান-বিশ্বাসঘাতক!

বিনয়। বিশ্বাসঘাতক, হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাইট ইউ আর। আমি নিজের স্বার্থে বিশ্বাসঘাতক। বাট ইউ—তুমি কি? অন্যায়ভাবে যে দেবতার মত ভাসুরকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়, স্বামীকে অবহেলা করে, পরের শেখানো কথায় বাবার কাছে স্বামীর নামে মিথ্যে কথা বলে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় তাকে কি আখ্যা দেওয়া যায় কেয়া?

কেয়া। চমৎকার দাদা চমৎকার!

বিনয়। শোন, সামনে তোমার দুটি পথ। হয় অনাথিনীর মত এ বাড়িতে পড়ে থাকবে, না হয় স্বামীর ঘরে ফিরে যাবে, যেটা ইচ্ছা বেছে নাও।

কেয়া। কোনটাই বেছে নেব না। আমি কি করবো না করবো সেটা আমিই বুঝবো। [প্রস্থানোদ্যতা

বিনয়। দাঁড়াও কেয়া। উত্তেজিত হয়ে ভুল পথে চলতে চেষ্টা করনা, ফল ভাল হবে না। তোমাকে দিয়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে, তাই একটা ভুল ভেঙে দিয়ে আমিও তোমার উপকার করতে চাই।

কেয়া। যথা—

বিনয়। এতদিন তুমি যা জেনেছো সব মিথ্যে। অভিজিত বিয়ে করেনি।

কেয়া। বিয়ে করেনি! সেই চিঠির কথা তা হলে—

বিনয়। সম্পূর্ণ মিথ্যে—

কেয়া। এও তাহলে তোমার ষড়যন্ত্র ?

বিনয়। বড় দেরীতে বুঝেছো। এখন তা হলে কি করবে ভেবে দেখ।

কেয়া। কি করবো! আমি স্থির জানি বাবা আমার নামে সম্পত্তির একটা অংশ লিখে দিয়ে গেছেন। তাই সম্পত্তি আদায় করতে আগে যাবো থানায়—তারপর কোর্টে।

বিনয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ থানায় যাবে, আমার বিরুদ্ধে কেস করে সম্পত্তি আদায় করবে! আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে ? হাঃ-হাঃ-হাঃ। বোকা মেয়ে কোথাকার, আমি তোর সঙ্গে একটু রহস্য করছিলাম।

কেয়া। দাদা—

বিনয়। হ্যাঁরে হ্যাঁ—স্রেফ রহস্য। তুই আমার ছোট বোন, আমি কি তোকে ফাঁকি দিতে পারি? আয় আয় টাকা নিয়ে যা—

[এগিয়ে যায়, কেয়ার গলা টেপে।]

কেয়া। দাদা—আঃ—আঃ—

বিনয়। হাঃ-হাঃ হাঃ—

কেয়া। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

পুলিশ ইনস্‌পেক্টরের প্রবেশ।

ইনস্‌পেক্টর। হ্যাণ্ডস্ আপ!

বিনয়। এ কি! আপনি এসময়ে এখানে?

ইনস্‌পেক্টর। জানেন তো আমরা পুলিশের লোক—আসামী ধরার জন্য কোন সময় নির্ণয় করি না।

বিনয়। আসামী—কে আসামী?

ইনস্‌পেক্টর। আপনি।

বিনয়। আমি!

ইনস্‌পেক্টর। হ্যাঁ মিঃ মুখার্জী আপনি। আহরন এণ্ড ষ্টীল ফ্যাক্টরীর জেনারেল ম্যানেজার ও আপনার বিশিষ্ট বন্ধু দীলিপ চৌধুরীকে হত্যার অপরাধে আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট করলাম। এই আপনার ওয়ারেণ্ট।

বিনয়। কি বলছেন আপনি! আ—মি, মানে আমার—

অভিজিতের প্রবেশ।

অভিজিত। কি হলো বিনয়দা, মুখটা শুকিয়ে গেল যে!

বিনয়। অভিজিত !

অভিজিত। বড় অসময়ে এসে পড়েছি তাই না বিনয়দা ! কিন্তু কি করবো বল। আমি এখানে চাকরী করেছি কি না—তার প্রমাণ দিতেই এসেছিলাম। এই দেখো আমার শ্বশুরমশাই—আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর মালিক শুভেন্দু মুখার্জীর সই করা সেই এ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার।

বিনয়। অভিজিত—

অভিজিত। এইখানেই সব শেষ নয় বিনয়দা। তাঁর সই করা অনেক অফিসিয়াল লেটারও আমার কাছে আছে। তাঁর সেই সব সই দিয়েই প্রমাণ করবো যে তুমি জাল উইল তৈরী করে এই সম্পত্তি দখল করছো।

বিনয়। জাল উইল !

অভিজিত। হ্যাঁ জাল উইল। আর সেই কথা জানাজানি হওয়ার ভয়েই আজ তুমি তোমার বোনের গলা টিপে মারতে যাচ্ছিলে।

বিনয়। কি বলছো তুমি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না !

অভিজিত। না বোঝার ভান করে কোন লাভ নেই বিনয়দা ! আজ কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে।

বিনয়। মানে ?

ইনস্‌পেক্টর। মানেটা থানায় গেলেই বুঝতে পারবেন মিঃ মুখার্জী। তবে একান্তই যদি শুনতে চান—তবে শুনুন। যাকে দিয়ে আপনার বাবার সই নকল করে জাল দলিল লিখিয়েছিলেন, সেই এ্যাটর্নী মিঃ স্যানালকে আমরা কাল এ্যারেষ্ট করেছি।

বিনয়। আপনাদের হাতে আইন আছে, যখন যাকে খুশি এ্যারেষ্ট

করতে পারেন। কিন্তু তাই দিয়ে প্রমাণ হয় না যে আমি জাল উইল তৈরী করেছি। আর তাছাড়া বাবা যখন উইল করেন তার সাক্ষী হিসাবে দুজন ছিলেন। তাদের দিয়ে আমি প্রমাণ করবো যে—

অভিজিত। তুমি জাল উইল তৈরী করোনি। কিন্তু বিনয়দা তুমি বোধ হয় জানো না যে তোমার প্রধান সাক্ষী কালীকৃষ্ণবাবু এখন থানায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

বিনয়। অভিজিত!

ইন্‌স্‌পেক্টর। এখন বলুন বিনয়বাবু, সেই আসল উইলখানা কোথায়?

কমলার প্রবেশ।

কমলা। সে উইল আমার কাছে।

বিনয়। কমলা!

কমলা। হ্যাঁ গো—আজ হঠাৎ তোমার ঘরে ঢুকে দেখলাম আয়রন চেস্টের সঙ্গে চাবিটা ঝুলছে। তাই তোমাকে জব্দ করার জন্যে একটু রসিকতা করে আয়রন চেষ্টটা খুলে ফেললাম এবং কাগজ-পত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে হঠাৎ বেরিয়ে এলো বাবার হাতের উইলখানা।

বিনয়। কমলা—

অভিজিত। হলো না বিনয়দা হলো না। এত করেও শেষ রক্ষা হলো না। সব গুছিয়ে এনেছিলে, কিন্তু এমন এক জায়গায় গোলমাল করে ফেলেছো যে সমস্ত অঙ্কটাই তোমার ভুল হয়ে গেল।

কমলা। এই নিন দারোগাবাবু, এটা আপনার কাছেই রেখে দিন।

বিনয়। কমলা! আমি তোমার স্বামী—কমলার দিকে আগাইয়া যায়]

ইনসপেক্টর। মিঃ মুখার্জী! যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই থাকুন—

কেয়া। বৌদি তুমি—

কমলা। হ্যাঁ ভাই—কোনদিনও অন্যায়কে আমি মেনে নিইনি। আজও মেনে নিতে পারলাম না। তোমার অন্যায়কেও আমি সহ্য করতে পারি না সত্যি, কিন্তু তাই বলে বাবার শেষ ইচ্ছার অমর্যাদা আমি করতে পারবো না। [কাঁদিয়া ফেলিল]

ইনসপেক্টর। চলুন মিঃ মুখার্জী।

বিনয়। চলুন। সত্যই আমার ভুল হয়ে গেছে। ঘরে শত্রু রেখে যুদ্ধে নামা উচিত হয়নি, তবে হ্যাঁ তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। কারণ আমি যা করেছি ভাল মনে করেই করেছি। কিন্তু লোক বিট্রে করেছে তাই হেরে গেছি।

[ইনসপেক্টর সহ প্রস্থান ॥

কমলা। ভগবান—ভগবান আমি যদি কোন ভুল করে থাকি তুমি আমাকে ক্ষমা করো—ক্ষমা করো—

কেয়া। বৌদি—বৌদি—

কমলা। দাঁড়িয়ে আছিস কেন মুখপড়ি—দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এই তো শুভক্ষণ, যা ঠাকুরজামাই-এর পায়ে ধরে ক্ষমা চা। এতদিনে বুঝলি তো—সব ভুল সব মিথ্যে! স্বামীর ঘর ছাড়া মেয়েদের নিরাপদ জায়গা আর কোথাও নেই।

কেয়া। বৌদি!

কমলা। কিন্তু আমি একি করলাম—আমি কি ভুল করলাম!

ঠাকুরজামাই—ঠাকুরঝি তোমরা বল আমি কি ভুল করলাম? আমি কি—? না-না, আমি ঠিক করেছি। [প্রস্থান।

অভিজিত। [প্রস্থানোদ্যত]

কেয়া। একটু দাঁড়াও—

অভিজিত। কেন?

কেয়া। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

অভিজিত। কোথায়?

কেয়া। আমার ঘরে।

অভিজিত। বুঝলাম না। একি! তোমার চোখের কোণে জল জমেছে কেন?

কেয়া। আমি জানি এ উপহাস আমার পাওনা। কিন্তু বিশ্বাস কর আজ আমার ভুল ভেঙেছে, উগ্র আধুনিকা কেয়া পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

অভিজিত। সে কি! সুরটা যে তারাগ্রাম থেকে একেবারে উদারায় নেমে গেছে দেখছি।

কেয়া। [সহসা পায়ে ধরে] ক্ষমা করো ওগো, আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি ক্ষমা করো!

অভিজিত। না না, আমার কাছে নয়—আমার কাছে নয়। ক্ষমা চাইতে হবে তাঁর কাছে যিনি একদিন আদর করে তোমাকে ঘরে নিয়েছিলেন, আর তার বিনিময়ে তুমি তাঁর বুকে বজ্রের আঘাত দিয়েছো। ক্ষমা চাইতে হবে আমার সেই দাদার কাছে—তিনি যদি তোমাকে ক্ষমা করেন তবেই তুমি ক্ষমা পাবে। তোমার সব অপরাধ ভুলে আমিও তোমাকে হাসি মুখে বরণ করে নেব।

[প্রস্থান।

কেয়া। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি যাবো—আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবো। চোখের জলে তাঁর পা ধুয়ে দেব। পাঁচটা মেয়ের মত আমিও স্বামীর সংসার করবো। শাঁখা সিঁদুর নিয়ে বেঁচে থাকবো। তুমি দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও—আমি তোমার সঙ্গে যাবো। আমাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

বিংশতি দৃশ্য।

জ্যোতির বাড়ী।

ছন্দার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বিন্দু-
বাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। বল—বল—আমার ঠাকুরের আসনের তলা থেকে টাকা নিয়েছিস কেন?

ছন্দা। বিশ্বাস করুন পিসিমা—আমি জানিই না কোথায় আপনার টাকা ছিলো।

বিন্দু। জানি না বললেই হলো—তুই ছাড়া আর কেউ ঠাকুর ঘরে যায় না—আমি বলছি তুই টাকা সরিয়েছিস।

ছন্দা। পিসিমা···

বিন্দু। ওঃ! একটা আধাটা টাকা নয়, এক কাঁড়ি টাকা, তার ওপর সোনার গয়না। বল—বল কোথায় রেখেছিস!

ছন্দা। আমি নিইনি পিসিমা—আমি নিইনি—

বিন্দু। আবার মিথ্যে কথা! আজ একমাস হলো আমি আসন উল্টে দেখিনি—এর মধ্যে অত টাকা পাখা গজিয়ে উড়ে গেল!

ছন্দা। অত টাকা যদি আপনার কাছে ছিল তাহলে আমার স্বামীর চিকিৎসার জন্য বের করে দিলেন না কেন?

বিন্দু। কি আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া! বেরিয়ে যা পাড়া-ঢলানি—বেরিয়ে যা এ বাড়ী থেকে, বেরিয়ে যা—

ছন্দা। পিসিমা—

বিন্দু। সোয়ামী হাসপাতালে—উনি এখানে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে রাসলীলে করছেন, আবার বলে কিনা আমি সতী!

ছন্দা। দোহাই আপনার পিসিমা! আমাকে মিথ্যে কলঙ্কিনী সাজাবেন না।

বিন্দু। মিথ্যে কলঙ্ক, বেরো—বেরো হারামজাদী, পাড়াঢলানি বেরো। [ছন্দাকে ধাক্কা দেয়, ছন্দা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়]

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। [বজ্রকণ্ঠে] পিসিমা—

বিন্দু। কে বাবা জ্যোতি! তুই বেঁচে ফিরে এসেছিস?

জ্যোতি। হ্যাঁ পিসিমা বেঁচে ফিরে এসেছি—পাগল কিংবা পঙ্গু হয়ে নয়, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত। আর এসেছি বলেই দেখতে পেলাম তোমার স্বরূপ।

ছন্দা। ওগো তুমি এসেছো—সত্যই তুমি এসেছো—

জ্যোতি। হ্যাঁ এসেছি—অনেক বলেকয়ে দুদিন আগেই ছুটি নিয়ে এসেছি।

বিন্দু। বেশ করেছিস বাবা, বেশ করেছিস—বৌমা তোর জন্ম কেঁদে কেঁদে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে—আমি এত করে বোঝাই তবু কিছুতেই বুঝতে চায় না।

জ্যোতি। পিসিমা চুপ কর! তুমি এখনও আমার সঙ্গে অভিনয় করছো?

বিন্দু। এসব তুই কি বলছিস—আমি যে তোর মায়ের মত বাবা!

জ্যোতি। কি বললে? মায়ের মত? ওঃ তাই বুঝি তুমি ছন্দাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলে! তাই বুঝি তুমি আমার মরণ কামনা করছিলে, আর তাই আমাকে পাপের পথে ডুবিয়ে মারতে শ্যামলী বাইজীকে ভাড়া করে এনেছিলে?

বিন্দু। এসব তুই কি বলছিস?

জ্যোতি। ঠিকই বলছি। শ্যামলী বাই হাসপাতালে এসে তোমাদের সব চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েছে।

বিন্দু। জ্যোতি আমি সারাজীবন তোর মঙ্গলের জন্য—

জ্যোতি। থামো, মঙ্গলের জন্য! ভোলাদা আমার চিকিৎসার জন্য তোমার কাছে যে টাকা এনে দিয়েছিলেন—আমার মঙ্গলের জন্যই বুঝি সেই টাকা লুকিয়ে রেখেছিলে!

বিন্দু। বিশ্বাস কর বাবা, ভোলানাথের ভুলো মন। আমার কাছে টাকা দিয়ে যায়নি।

ছন্দা। পিসিমা, জীবনে আমার দাদা কখনও মিথ্যে কথা বলেনি-আপনি আমার দাদাকে মিথ্যেবাদী সাজাবেন না।

বিন্দু। অবাক করলে বাবা! তবে কি অতগুলো টাকা আমি খেয়ে ফেললাম নাকি?

একটি পুঁটলি হাতে দেবীকান্তর প্রবেশ।

দেবী। খেয়ে ফেলনি মা, তোমার ঠাকুরের আসনের নীচে সব জমিয়ে রেখেছিলে।

বিন্দু। দেবী!

দেবী। আমি তোমার উপযুক্ত ছেলে মা, তাই জ্যোতিকে যেদিন হাসপাতালে নিয়ে যাই সেদিন সব কিছু আমি বের করে নিয়েছি।

বিন্দু। এঁ্যা তুই!

দেবী। সেখানে শুধু ভোলাদার দেওয়া তিন হাজার টাকাই পাইনি মা। কম করে পনের হাজার টাকা আর কিছু সোনার গয়নাও পেয়েছি। জ্যোতির চিকিৎসার পরও এই দেখ অনেক টাকা বেঁচে গেছে।

জ্যোতি। আমি তোমাকে মায়ের সম্মান দিয়ে মায়ের আসনে বসিয়েছিলাম, তার চমৎকার প্রতিদান দিয়েছো। টাকা চাই বল, বল কত টাকা চাই। এই নাও, এই নাও পিসিমা। যে টাকা আর গয়নার লোভে তুমি দিনরাত আমার মরণ কামনা করেছো, ছন্দার উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছো, সেই টাকা আর গয়না নিয়ে এই মুহূর্তে আমার বাড়ী থেকে তুমি দূর হয়ে যাও।

বিন্দু। বেশ চলেই যাচ্ছি। তবে কাজটা তুই ভাল করলি না জ্যোতি। বিনা দোষে তুই আমাকে তাড়িয়ে দিলি। আমি যদি সতী মায়ের সতী মেয়ে হই, তবে বাবা বিশ্বনাথ এর বিচার করবেই করবে।

[প্রস্থান।

জ্যোতি। দেবীদা! আজ আমি বাধ্য হয়েই—

দেবী। না-না—তুই ঠিক করেছিস। আমি তো জানি আমার মা কত বড় অপরাধিনী—তবু তোদের কাছে আমার অনুরোধ—আমার মায়ের অপরাধের কথা তোরা ভুলে যাস।

জ্যোতি। দেবীদা—

দেবী। হাজার অন্যায় করলেও উনি তো আমার মা, তাই আমি ওঁর সঙ্গে চলে যাচ্ছি।

ছন্দা। দাদা!

দেবী। চলি বৌমা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার হাতের শাঁখা বজ্র হোক।

[প্রস্থান।

ছন্দা। ওগো একি করলে! যাও পিসিমাকে, দেবীদাকে ফিরিয়ে আন।

জ্যোতি। না ছন্দা তা হয় না। এ ছাড়া—আমার আর কোন উপায় নেই। কারণ পিসিমা থাকলে আমাদের সংসারে কোনদিন শান্তি ফিরে আসবে না।

অভিজিতের প্রবেশ।

অভিজিত। হ্যাঁ শান্তি ঠিকই ফিরে আসবে। কোন চিন্তা নেই—দুদিনের মধ্যেই জ্যোতি নার্সিং-হোম থেকে—একি! জ্যোতি—

জ্যোতি। হ্যাঁ আমি। ছন্দার সাধনা সফল হয়েছে। যমরাজ আজ পরাজয় স্বীকার করে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই তো আমি হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছি।

অভিজিত। বেশ করেছো—বেশ করেছো। বাড়ীতে দিনকতক

বিশ্রাম নিলে ভাল হয়ে যাবে।

ছন্দা। ছোট্দা!

অভিজিত। কিরে মুখপুড়ি এখনও চোখে জল কেন? এই আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলতে আছে?

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। ঠিক ঠিক, আজকের দিনে আর চোখের জল ফেলিসনে। হাস—হাস ওরে, কতদিন তোর মুখে হাসি দেখিনি। আজ প্রাণ খুলে হাস, আর আমি চোখ ভরে দেখি—

ছন্দা। দাদা—

জ্যোতি। ভোলাদা—

ভোলা। জ্যোতি ভাই—ছন্দা আমার মা-মরা ছোট বোন। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি ওকে সুখী করতে চেয়েছি। তুমি আমার সে আশা বানচাল করে দিও না। ভুল পথে চলে—এতদিন যে ভুল করেছো আর যেন সে ভুল করনা ভাই—

জ্যোতি। না-না—আর আমি ভুল করবো না। আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি—ছন্দাকে আমি সুখী করবো…। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন দাদা, ক্ষমা করুন।

কেয়ার প্রবেশ।

কেয়া। ক্ষমা করুন দাদা, আপনি আমাকেও ক্ষমা করুন। আমাকেও ক্ষমা করুন!

ভোলা। একি বৌমা তুমি!

কেয়া। আমি পাপী, না বুঝে আপনার উপর অনেক দুর্ব্যবহার

করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

ভোলা। ওঠো বৌমা ওঠো। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। জ্যোতি— অভি আয়—আয়—তোরা আমার পাশে এসে দাঁড়া। ছন্দু—বৌমা আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আশীর্বাদ করি তোদের হাতে "শাঁখা যেন বজ্র হয়।"

য-ব-নি-কা

প্রচ্ছদ ॥ আর্ট কোপ্রিণ্ট ॥ কলিকাতা-৭০০ ০০৬